পরপারে

(নাটক)

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[পঞ্চম সংস্করণ]

কলিকাতা

[১৩২৫]

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।
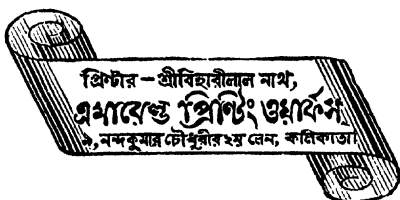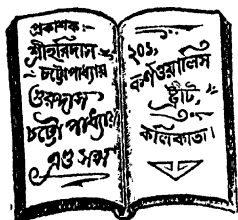
উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী

দাদামহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

কুশীলবগণ।

(পুরুষ)

বিশ্বেশ্বর	...	জমীদার।
মহিমারঞ্জন	...	সরযূর স্বামী।
দয়াল	...	করুণাময়ীর বৃদ্ধ প্রতিবেশী ও বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু।
পরেশ	...	সরযূর মাতুল।
কালীচরণ	...	জনৈক নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি।
পার্ব্বতী	...	মহাজন।
চারু ও বিনোদ	...	পার্ব্বতীর বন্ধু।

(স্ত্রী)

করুণাময়ী	...	মহিমারঞ্জনের মাতা।
সরযূ	...	বিশ্বেশ্বরের পৌত্রী।
হিরণ্ময়ী	...	জনৈক ভ্রষ্টা নারী।
শান্তা	...	বেশ্যা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

পরপারের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন স্বরূপ পত্রিকা বিশেষে অংশতঃ প্রকাশিত একটি সমালোচনা মুদ্রিত করিলাম। উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা প্রকাশ করা নহে। উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে একখানি 'মানের বহি' প্রকাশ করা। পাঠক অত্যুক্তিগুলি বাদ দিয়া যেন এই আলোচনা বিচার করেন, ইহাই আমার মিনতি।

গ্রন্থকার।

পরপারে

আলোচনা।

"পরপারে" কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত একখানি নূতন পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক; সুপ্রসিদ্ধ "ষ্টার" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। সামাজিক নাটক বলিলে লোকের মনে স্বভাবতঃই সরলা, প্রফুল্ল ও বলিদানের কথাই উদিত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, যে সমাজে যৌবনবিবাহ অপ্রচলিত ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব, সে দেশে ভ্রাতৃবিরোধ, কন্যার বিবাহ এবং বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী ভিন্ন সামাজিক নাটকের উপাদান আর কি আছে? "পরপারে" সে শ্রেণীর নাটক নহে।

ইহা কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। শিল্পচাতুর্য্যে, সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণে ও পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে, একখানি উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য রচিত হইয়াছে। মানব প্রবৃত্তির প্রবল ঘাত প্রতিঘাত যে নাটককার পরিস্ফুট ভাবে দেখাইতে পারেন, তিনিই কৃতী। স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ক্ষমা, ত্যাগ একদিকে; কৃতঘ্নতা, অত্যাচার, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা অন্য-দিকে। স্বর্গের সঙ্গে নরকের এরূপ তুমুল সংগ্রাম বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা—জানি না। এ দৃশ্য কথায় বুঝাইবার নহে। ইহা দেখিবার,—বুঝিবার এবং নিমীলিত নেত্রে হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিবার জিনিষ।

নাটকের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই।—বিশ্বেশ্বর উচ্চশিক্ষিত, পরোপকারপরায়ণ, স্নেহশীল, উদার, ধনী জমিদার; অভাবের মুখে ক্ষীণ হাসিটি দেখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র; পরের দৈন্য ঘুচাইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেও প্রস্তুত।

একমাত্র পৌত্রী সরযূ ভিন্ন সংসারে আপনার আর কেহ নাই। তাই সেই পলিতকেশ বৃদ্ধ তাঁহার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসার আধার সৌন্দর্য্য-ললাম নাতিনীকে একটি সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া জীবনের সায়াহ্নকাল সুখে অতিবাহিত করিবেন ভাবিয়া অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া শ্রীমান্ মহিমারঞ্জনের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় যুবক যুবতীর প্রণয়চিত্র দেখিয়া পৌত্রীগতপ্রাণ বিশ্বেশ্বরের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস কেমনভাবে নাচিতেছে, ছুটিতেছে, অথচ কূল ছাপাইয়াও ছাপাইতেছে না, তাহা দর্শনীয়—বর্ণনীয় নহে। প্রণয়ের প্রথম অবস্থার সে মধুর উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনের উপর এক পোঁচ রং চড়াইয়া আর একটু উজ্জ্বল করিতে গেলে হয়ত সে ছবির আর সে মনোহারিত্ব থাকিত না। তারপর, একদিকে বসন্তের জাহ্নবীসলিলের ন্যায় সাধ্বী হিন্দুস্ত্রীর পবিত্র

প্রেম, যাহাতে প্রবলতা আছে, আবিলতা নাই—যাহার জন্য হিন্দুরমণী অম্লানবদনে সংসারের সর্ব্ববিধ অবিচার, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করে, কিন্তু কর্ত্তব্য ছাড়ে না; আর অপরদিকে ভাদ্রমাসের ভরানদীর জলের মত মহিমের পঙ্কিল কলুষিত, উদ্দাম, উচ্ছ্বাসময় রূপজ লালসা, যাহা সংযমের বাঁধন মানে না, কর্ত্তব্যের প্রভুত্ব স্বীকার করে না। বিশুদ্ধ প্রেম মানুষকে দেবতা করে, কিন্তু লালসা তাহাকে পশুর অধম করে।

তাই মাতৃগতপ্রাণ মহিম, সুন্দরী সরযূর বিবাহের পর সরযূকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করায় জননীকে নির্ম্মম তিরস্কার করিয়াছিল, এবং দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে, পীড়িতা জননী যখন তাহার আশাপথ চাহিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে প্রহর রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাকে একবার দেখিবার কথা মনে করে নাই। সরযূ যখন তাহার মায়ের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাহাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য বারংবার তাড়না করিতেছে, তখন সে রূপসী রমণীর পদতলে বসিয়া কামের সেবা করিতেছে। প্রথমে সরযূর নিকট মায়ের পীড়ার সংবাদ গোপন, পরে ইতস্ততঃ, পরে কর্ত্তব্য-পরায়ণা সরযূর উপদেশের প্রতিবাদ, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন রূপজ মোহের চরম দুরবস্থা। ইহা মহিমের ভীষণ পরিণাম সূচনা করিতেছে, যাহার ছায়া দেখিয়া সরযূ শিহরিয়া উঠিতেছেন। একত্রে মানব চরিত্রের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পাপ ও পুণ্যের সংঘাত ও ক্রমবিকাশ, বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কূপখননকারী যেমন ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে উপনীত হয়, মহিমও তদ্রূপ কৃতপাপের গুরুভারে অবনতির পিচ্ছিল সোপান

বাহিয়া অতিদ্রুত তাহার তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মত—স্খলিত নক্ষত্রের মত—কক্ষচ্যুত গ্রহের মত, কেমন অবাধ—অবিরাম—অবিচ্যুত-মার্গ পতন! মহিমের কল্যাণকামনায় মাতার শেষ প্রাণবায়ু নৈশ আকাশে মিলিয়া গেল। মহিমের চৈতন্য হইল না। পরে এরূপ অবস্থায় যাহা হয়,—সরযূর রূপ পুরাতন হইতে না হইতেই মহিম শান্তা বেশ্যার রূপজালে পড়িল। সুরা ও বেশ্যাসক্তিতে তাহার দাদাশ্বশুরের প্রদত্ত অর্থ উড়িতে লাগিল। অচিকিৎসায় শিশু পুত্রটী মারা গেল। উপেক্ষিতা, শোকাতুরা, সাধ্বী স্ত্রী পদদলিত বৃন্তচ্যুত কমলের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। সংস্কারাভাবে করুণাময়ীর যত্ন রক্ষিত গৃহপ্রাঙ্গণ আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইল। গৃহস্থালীর শেষে এরূপ অবস্থা হইল যাহাতে মনে হইল যে মূর্ত্তিময়ী হতশ্রী যেন উল্লাসে সর্ব্বত্র নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; আর একটা বিরাট হাহাকার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।

অর্দ্ধাশনে, মলিন বসনে ধূলাশয্যায় সরযূর অশ্রুসিক্ত দিনগুলি ধীরে ধীরে কাটিতেছে। অঙ্গে আভরণ নাই—কেশে তৈল নাই—দেহে লাবণ্য নাই—মুখে হাসি নাই—আছে কেবল প্রভাহীন নয়নে অবিরাম অশ্রুজল। বিশ্বেশ্বর নাতিনীর সংসারখরচ জন্য যে মাসিক পাঁচশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে পৌঁছিলেও, অর্পিত হইতেছে—সাধের নাতিজামাইএর গণিকার চরণে। সতী হিন্দুস্ত্রী সরযূ কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া, আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া অম্লানবদনে বিনা বাক্যব্যয়ে সবই সহিয়া যাইতেছে। এসব কাহিনী সে একদিনের জন্যও কখন ঘুণাক্ষরে দাদামহাশয়কে জানায় নাই—পাছে তিনি প্রাণে ব্যথা পাইয়া তাহাকে তাহার পতিগৃহ হইতে লইয়া যান, কিংবা,

মহিমের মাসহারা বন্ধ করেন। কিন্তু মহিমের মাতুল, বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু দয়ালের প্রাণে আর সহ্য হইল না। তিনি একদিন গিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সরলপ্রাণ বিশ্বেশ্বর দয়ালের কথায় স্তম্ভিত হইলেন। সরযূর সে অবস্থা হওয়া যে সম্ভবপর তাহা কিছুতেই প্রত্যয় করিতে পারিতেছেন না। সে কি! সরযূকে ছাড়িয়া মহিম এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছে! সে যে সরযূকে কত ভালোবাস্‌তো! সরযূকে ভাল না বাসিয়া কি কেহ থাকিতে পারে।—তাহার পর এক অসীম বিষাদ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। অতীতের সুখের কথা মনে পড়িল। এক বিজয়ার দিনে শরতের শান্ত সন্ধ্যায় অন্তরালে থাকিয়া তিনি উদ্যানে নবদম্পতীর প্রেমখেলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে স্নেহবিগলিত চিত্তভাব কি মধুর মর্ম্মস্পর্শী ভাবে ফুটিয়াছে! একাধারে বিভিন্ন মনোবৃত্তির কি নিখুঁত মনোহর ছবি!

তারপর দাদামহাশয় নাতিনীর উদ্ধারসঙ্কল্পে চিরসাথী ভবানীপ্রসাদ ও শৈশববন্ধু দয়ালকে লইয়া বাহির হইলেন ও সহসা মহিমের গণিকার উদ্দেশে ছুটিলেন। ইচ্ছা হইল যে সেই বেশ্যাকে তিনি একবার স্বচক্ষে দেখিবেন এবং যদি সে সরযূর চাইতে সুন্দরী হয় তবে তিনি তাহাকে "ঠাকুর দালানের কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিবেন"। ইহা চরম কবিত্ব। অপর কেহ যে তাঁহার নাতিনীর অপেক্ষা সুন্দরী আছে বা হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত। তাই শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, কর্ত্তব্যপরায়ণ সৌন্দর্য্যের উপাসক বিশ্বেশ্বর—সরযূর চেয়ে সে যদি অধিক সুন্দরী হয়,—তবে সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি, সৌন্দর্য্যের সার সৌন্দর্য্য রমণীর মুখ দূর হইতে ভক্তিনত শিরে, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিবেন, পবিত্র করিবেন। কিন্তু সে রূপ লালসার স্পর্শে পাছে মলিন না হয়,

পবিত্রতা না হারায়, সেইজন্য তিনি পবিত্র দেবগৃহের পবিত্রতর স্থান তাহার জন্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। রমণীর রূপ এরূপ ভক্তের চক্ষে দেখিতে কেবল এক দ্বিজেন্দ্রলালই সক্ষম। কাহারও কাহারও কাছে বিশ্বেশ্বরের এই উক্তি পাগলামী বা শোকাতুর বিকৃত মস্তিষ্ক বৃদ্ধের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া হয়ত বোধ হইবে। বস্তুতঃ এ তাহা নহে। ইহা স্বধর্ম্মপরায়ণ বিমলচরিত্র বিশ্বেশ্বরের মনোভাবের প্রতিকৃতি মাত্র।

বিশ্বেশ্বর গণিকাকে দেখিলেন; তাহার স্বর শুনিলেন; দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন যে সে সুন্দরী বটে। কিন্তু তাঁহার "সরযূর চেয়ে নহে।" এই "সরযূর চেয়ে নহে।" ইহার মধ্যে কতখানি স্নেহদুর্ব্বলতা, কতখানি অন্ধ পক্ষপাতিতা আছে, কে বলিবে?

শেষে বিশ্বেশ্বর শান্তা বেশ্যাকে মাসিক পাঁচ শত টাকা দিয়া স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে মহিম ভবানীপ্রসাদের মুখে শান্তার প্রস্তাবিত পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া "দেখেঙ্গে" বলিয়া ক্রোধকম্পিত দেহে গৃহে ফিরিল। তখন সরযূ ভূমিশয্যায় অর্দ্ধ-শায়িতভাবে আকাশের পানে চাহিয়া অতীত কাহিনী মনে মনে আলোচনা করিতেছে। একে একে শৈশব-স্মৃতির মধুর ছবিগুলি সে অমানিশার অন্ধকারে দূর যবনিকার উপর দিয়া অস্পষ্টভাবে চলিয়া যাইতে দেখিতেছে, আর এক একটী গভীর দীর্ঘশ্বাসে তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সমালোচনায় সেই মধুর মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় আপনি অশ্রুধারে বিগলিত হয়। সেই শান্তাও সরযূর কুটীরে আসিয়া তাহার মূর্ত্তিদর্শনে বজ্রাহতবৎ চমকিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "এই সতী!—মুখে কি জ্যোতি, ললাটে কি মহিমা, শৈলমূলে প্রভাতমণ্ডিত হ্রদের মত শান্ত স্বচ্ছ সুন্দর! ভূমিশয্যা

যেন স্বর্ণসিংহাসন, মাথায় কাপড়খানি জ্বল্‌ছে যেন হীরার মুকুট। এই সতী! শয়তানী! নতজানু হ'য়ে দেবীর সম্মুখে হাত জোড় কর্। দেবী আমার পূজা গ্রহণ কর।" স্পর্শমণি যেমন স্পর্শমাত্রে অপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করে, সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্বপ্রভাবে বারবিলাসিনী শান্তারও মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শান্তা যাইতে না যাইতে মহিম ঘোর মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া টাকার জন্য সরযূর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে শান্তা হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাধা দিতে গিয়া মহিমের হস্তের পিস্তলের গুলিতে আহত হইল এবং পরক্ষণেই, 'একি! খুন করিলাম' ভাবিয়া মহিম ফেরার হইল।

সরযূ এখন পুত্রহারা, পতিপরিত্যক্তা, হত্যাপরাধে ফেরারী আসামীর স্ত্রী। তাহার শেষে এরূপ অবস্থা হইবে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে আবার দাদামহাশয়ের গৃহে আসিয়াছে। কিন্তু এ যেন সে পূর্ব্বপরিচিত সরযূ ও দাদামহাশয় নয়। যেন দুইটী রুদ্ধ আগ্নেয়গিরি! বাহিরে নবজাত তৃণপুঞ্জে হরিৎ হাস্য খেলিতেছে বটে, কিন্তু অন্তর দারুণ জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলিয়া যাইতেছে! সর্ব্বদা আশঙ্কা, কোন্ মুহূর্ত্তে, কোন রন্ধ্র দিয়া সে অন্তর্বহ্নি প্রবলবেগে বাহির হইয়া পড়ে। তাই রন্ধ্রমুখ রসিকতার দ্বারা চাপা দিবার চেষ্টায় ক্রমাগত উভয়ের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। এ দৃশ্য কি করুণ, কি প্রাণস্পর্শী! এমন গভীর দুঃখে এইরূপ সমবেদনার পরিহাস কেবল এক King Learএই দেখিতে পাই। তারপর ফেরার' নাতজামাই মহিম দাদামহাশয়ের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। উদ্যানে সরযূ একাকিনী, মহিমকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিন্তু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, "না তুমি যাই হও; তুমি আমার স্বামী! স্ত্রীর কর্ত্তব্য করিয়া যাইব।" এরূপ আদর্শ রমণীচরিত্র

সাহিত্যে বিরল। বিশ্বেশ্বর আসিয়াই মহিমকে দেখিয়া অবিলম্বে তাহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। সরযূ করজোড়ে নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট স্বামীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর কোমলহৃদয় পৌত্রীগতপ্রাণ এবং স্নেহশীল হইলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি স্নেহের পদে কর্ত্তব্যকে বলি দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "সব বুঝি, কিন্তু এখানে লুকোচুরি হইবে না। সারা জীবন সোজা পথে চলিয়া আসিয়া স্নেহের খাতিরে বাঁকা পথে যাব না।" এখানে স্নেহের সঙ্গে কর্ত্তব্যের যে ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে, তেমন তুমুল যুদ্ধ কোন দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যেও কোন কালে হয় নাই। ঠিক যেন দ্বাপরশেষে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে ভীম-দুর্য্যোধনের ভীষণ গদাযুদ্ধ। ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে! মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড আঘাতে নিষ্পিষ্ট শোকজীর্ণ হৃদয় দুইখানি গভীর দাগে অঙ্কিত, তবু কেহ স্বীয় কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইতেছে না। কাকুতি মিনতি অনুনয় বিনয় একে একে সকলি বিশ্বেশ্বরের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবল বন্যার মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সরযূ কহিল, "তবে আমাকেও বিদায় দিন দাদা-মহাশয়!—উনি যাহাই হ'ন, উনি আমার স্বামী।" সরযূ তখন ভাবিয়াছিল যে, স্নেহদুর্ব্বল দাদামহাশয়কে সে এবার পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু যে বিশ্বেশ্বর সারা জীবন কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্যপালনের পথে সে অগাধ অসীম স্নেহও বাধা দিতে পারিল না। কর্ত্তব্যের বহ্নিতে স্নেহ বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল। অবিকম্পিত স্বরে উন্নত বক্ষে উচ্চগ্রীব হইয়া বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "ও—বুঝেছি,—বেশ! ভেবেছিস্ নাত্‌নি, যে তোকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তোর জন্য কর্ত্তব্য পথ ছাড়্‌বো—তা মনেও করিস্‌নে।

কর্ত্তব্যের জন্য অনেক ছেড়েছি, তোকে পর্য্যন্তও ছাড়্‌বো—তাতে হয়ত বুক ভেঙ্গে যাবে—হয়ত পাগল হ'য়ে যাবো,—যাহাই হয় হউক—কিন্তু কর্ত্তব্য করে' যাবো! তবে যা নাতিনী তোকেও বিদায় দিচ্ছি—যদি যেতে পারিস্ সরযূ! যা,—অন্ধ হ'য়ে ত যাবোই—চক্ষু! অশ্রুমোচন করিস্ ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো।"

সরযূর তখনকার অবস্থা সে, 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব লেখনীর মুখে বর্ণনা করা যায় না। কর্ত্তব্য সরযূর প্রাণকে মহিমের সঙ্গে যাইতে বলিতেছে, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রতি ভালবাসা তাহার চরণযুগলকে যেন পক্ষাঘাতে অনড়-অসাড় করিয়াছে। নাড়িবার উঠাইবার সামর্থ্য নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া চোখের জল সংবরণ করা যায় না। চাপিয়া রাখিতে গেলে অশ্রু শত উৎসে আপনি ছুটিয়া বাহির হয়।

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে সরযূ ও বিশ্বেশ্বরের এই সময়ের রসিকতার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলা প্রয়োজন। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নূতন বিবাহের পর নাতিনীর সঙ্গে দাদামহাশয়ের রসিকতায় পাঁজর ভাঙ্গিয়া হাসি আপনিই ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু এ রসিকতায় সে হাসি আসে না, অনুকম্পারও উদ্রেক হয় না। প্রাণ যেন মস্তিষ্কচালনা বন্ধ করিয়া কোন গূঢ় রহস্যময় তথ্যের আবিষ্কার প্রত্যাশায় পলকবিহীন নেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। মনে হয় কবি অতিমানব এবং বহির্মানব দিক দিয়া মানবজীবন পর্য্যালোচনা করিতেছেন। সেই ধারণার জন্য হয়ত, এ চিত্রের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম পরিস্ফুটনের মধ্যে যে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশিত আছে, মানব-চরিত্রের যে স্বভাবজ অস্বাভাবিকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সকলের চক্ষে নাও পড়িতে পারে। সেই নিমিত্ত এই সময়ের রসিকতার মর্ম্মার্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে

পার্থিব দিক দিয়া তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, আলো-চনা করিতে হইবে এবং হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে। সেগুলি যেন দুঃখ ও অনুকম্পায় নিপীড়িত মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া শত উষ্ণ উৎসে অসংখ্য বুদ্বুদ তুলিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়াছে। আর পবিত্র সন্ত্রস্ত পাদবিক্ষেপে চিরজাগরূক দুশ্চিন্তাকে মুহূর্ত্তের তরে অন্য-মনস্ক করিয়া গভীর মনোবেদনার এক অংশ অপহরণ করিবার জন্য উভয়ে অবিশ্রান্ত প্রয়াস পাইতেছে। হাসি যেন অধরপ্রান্ত হইতে বিষাদের সে করুণ ছবি দেখিয়া সমবেদনায় ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। খধূপদীপ্তিমুখে ঝটিকাসন্তাড়িত ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় শ্রাবণের নভোমণ্ডলের ভীষণ অবস্থা যেমন দ্বিগুণতর ভীষণ দেখায়, ম্লান হাস্যোল্লাসিত হইয়া সরযূ ও বিশ্বেশ্বরের তৎকালীন মনের অবস্থাও সেইরূপ স্পষ্ট দেখাইতেছে। এ রসিকতা বিদ্যুতের ব্যঙ্গহাস্য—মথিত সমুদ্রের ফেনরাশি।

কিন্তু সে রসিকতার অসামঞ্জস্য, সে মন্থন, সে বিপরীতের সংঘর্ষণ প্রকৃতি আর সহ্য করিতে পারিল না। দুইজনেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিশ্বেশ্বর বলিলেন—"আর কত চাপা দিবি দিদি, আর কত চাপা দিব! এ যে গৈরিক স্রাবের মত পাষাণ ভেদ করে' উঠ্‌ছে।" ইহা স্বভাবের প্রাণস্পর্শী নিখুঁত ছবি!

ফেরারী মহিমারঞ্জন ধরা পড়িয়া বিচারাধীনে আসিয়াছে। কিন্তু সে দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, সে অভাবনীয় বিপৎপাতেও তাহার জঘন্য কাপুরুষ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ঘৃণ্য জীবনের প্রতি ভালবাসা আসন্নমৃত্যু কৃপণের অর্থলালসার চেয়েও অধিক বাড়িয়াছে। তাই অম্লানবদনে সে বিচারকের নিকট বলিল, "আমি খুন করি নাই, আমার স্ত্রী শান্তাকে হত্যা করিয়াছে।" ঠিক যেন তার প্রতিশোধ

লইবার জন্য সেই মুহূর্ত্তে, সতী সাধ্বী সরযূ পাষণ্ড স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে আদালতের জনতা ভেদ করিয়া—ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার ইহা সত্য কথা। হত্যা আমি করিয়াছি।" এই বলিয়া অনুপমা সাধ্বী হাতকড়িতে দর্পে হাত বাড়াইয়া দিল।

বৃদ্ধবয়সের শেষ বন্ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন সরযূ কর্ত্তব্যের পথে আত্মবলি দিয়াছে শুনিয়া বিশ্বেশ্বর একেবারে পাগলের মত হইয়া গেলেন। সরযূকে বাঁচাইতে এখন অনেক অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ আজ তাঁহার নাই। তিনি উপকৃতের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়াও অর্থ পাইতেছেন না; কেবল মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মাহত হইতেছেন। দয়াল শেষে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিল বটে! কিন্তু মোকর্দ্দমায় কোন ফল হইল না। আসামীর স্বীকারোক্তি মূলে সরযূর ফাঁসির হুকুম হইল। বিশ্বেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখিলেন; পদতল হইতে ধরণী যেন সরিয়া যাইতেছে, বোধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষকাল। পাখীরা তখনও জাগে নাই। অরুণদেবের স্বর্ণ কিরণের পূর্ব্বগামী বিকাশটুকু মাত্র আসিয়া মেঘের গায়ে পড়িয়াছে। —জেলের এক প্রান্তে সোনার কমল সরযূ হত্যাপরাধে ইহজগৎ হইতে চির বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত। সময় হয় নাই, জেলার ও রক্ষিগণ সরযূকে লইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় মহিম আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। জেলার হাত খুলিয়া দিলে সরযূ মহিমকে প্রণাম করিল। মহিমের এবার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "সরযূ, আমার মত হতভাগ্যের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া: মিথ্যা করে খুনের দায় ঘাড় পেতে নিলে কেন?" সরযূ বলিল, "গলায় ত দড়ি

দিতামই, কিন্তু এ গলায় দড়ি দেওয়ার মত সুখ তাহাতে হইত না।" তাহার পর সরযূর শেষ উপদেশ * * * * "আমার বিশ্বাস যে পরকাল আছে। এত বড় আয়োজন, এ বুদ্ধি, এ বিবেক, এ অনুভূতি এইখানেই এত অল্প কালের মধ্যে শেষ হইতে পারে? এ আকাঙ্ক্ষা আবার নিশ্চয়ই অস্থিমজ্জায়, রক্তমাংসের আবরণে আসিবেই। এ মহান্ সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা কি উন্মাদের প্রলাপ? আমার মরিতে কোন ভয় নাই। তবে বিদায়—আমি প্রস্তুত।" কি গভীর বিশ্বাস! কি প্রবল কর্ত্তব্য জ্ঞান! দেবগৃহও এ হৃদয়ের চাইতে পবিত্র নহে!

মহিম চলিয়া গিয়াছে। পরেশ ও দয়ালকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বেশ্বর আসিয়া পৌছিলেন। সরযূ ও দাদামহাশয়ের পরস্পরের নিকট শেষবিদায় গ্রহণের এ দৃশ্য আর বর্ণনা করিব না। পাঠক তাহা পড়ুন আর অনু-কম্পার অশ্রু বিসর্জ্জন করুন,—পবিত্র হইবেন।

দয়াল ও পরেশ দাদামহাশয়কে টানিয়া লইয়া গেল। সব প্রস্তুত। জল্লাদ সরযূর গলায় রজ্জুহার পরাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। পাখীরা গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সূর্য্যদেব মেঘে মুখ ঢাকিলেন। প্রাতঃসমীরণ শিহরিয়া দাঁড়াইল, তরুলতা নীরবে অশ্রুমোচন করিল। আর এক মুহূর্ত্ত, কিন্তু সে মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই, সে আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া "খবর্দ্দার! নিরপরাধিনীকে ফাঁসি দেবেন না; শান্তা জীবিতা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া শান্তা ফাঁসিতলায় উপস্থিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে"? শান্তা উত্তর করিল, "আমি সেই শান্তা"। সরযূ মুক্ত হইল। একটা, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সমীরণ ছুটিল, সূর্য্যদেব মুখের আবরণ চকিতে অপসারিত করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পাখীরা উল্লাসে দ্বিগুণরবে কলরব করিয়া নীড় ছাড়িয়া উষার স্বর্ণকিরণে উলট পালট খাইতে খাইতে

দিগন্তে মিশিয়া গেল। দর্শকের বক্ষ হইতে অব্যক্ত যন্ত্রণার দারুণ পাষাণ-ভার যেন অকস্মাৎ যাদুমন্ত্রে তূলালঘু হইয়া গভীর শ্বাসে উড়িয়া গেল। আলো ও ছায়ার বিচক্ষণ বিচিত্র সমাবেশে যে অপূর্ব্ব করুণ দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কথায় হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায় না। বর্ণনা করিতেগেলে কথা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের কিছুমাত্র পরিচয় দেওয়া হয় না।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সরযূর আসন্নমুক্তির সংবাদ জানিলেন না। তিনি জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই দয়ালকে সঙ্গে করিয়া একেবারে কাশী রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু শান্তিময়ের আশ্রমে আসিয়াও হৃদয়ে শান্তি নাই, উদরে অন্ন নাই—আছে কেবল অগাধ, অসীম, তীব্র যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তা। একে একে সংসারের সবাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবল মানুষের কৃতঘ্নতার চিন্তা ও সরযূর স্মৃতি প্রথম যৌবনের প্রণয়ীর মত তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না; তিনি বিশ্বময় সরযূ দেখিতেছেন, বাতাসে সরযূর কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন, প্রত্যেক শব্দে সরযূর পদশব্দ অনুভব করিতে-ছেন, আবার পরক্ষণেই গভীর নিরাশার দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন —জীবনধারণ অসহ্য হইয়াছে, কি করিবেন ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতে-ছেন না। একদিকে সরযূর স্নেহ, অপরদিকে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবুদ্ধি-সঞ্জাত আশৈশব বদ্ধমূল সংস্কার। এই উভয়ে মিলিয়া সেই শোকজীর্ণ হৃদয়ে এক তুমুল ঝটিকা তুলিয়াছে। বিপন্ন বিবেক আসন্ন বিপদে মুহ্যমান হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য জ্ঞান কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছে না। সরযূ বড় কি আজন্মজাত ধর্ম্মবিশ্বাস বড়—এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না। সরযূবিয়োগজ্বালা অসহ্য, তাই গভীর রাত্রে এক-খানি শাণিত ছুরিকা হস্তে লইয়া তিনি শয়নকক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে বলিতেছেন—"না—আর পারি না, এইখানেই শেষ কর্‌বো। কিন্তু এ যে আত্মহত্যা—মহাপাপ! তাই যদি হয় হউক! নতুবা মানুষে

দানবের শক্তি নাই কেন? তাহা হইলে ত সহ্য করিতে পারিতাম,—আর পাপই বা কিসে—মরণে? কেন এও ত তিলে তিলে জ্বলে' পুড়ে' মর্‌ছি—আমি ত এ জীবনে পাইয়াছি। প্রাপ্তবস্তু আমি রাখি বা ফেলিয়া দি তাহাতে কাহার কি ক্ষতি! যখন কাহারও ক্ষতি নাই তখন এ কাজ কর্‌বো—কর্‌বো।—সে যে গুরুতর পাপ! যা হ'তে কোন কালে উদ্ধার নাই—তাই কর্‌বো?—না কাজ নাই।—" এই বলিয়া তিনি ছোরা রাখিলেন। এমন সময় মস্তিষ্কের বিকৃতি হেতু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল সরযূ যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সরযূ যে জীবিতা ও কাশী পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। সেই ক্ষণিক চিত্তভ্রমে তাঁহার মনে প্রতীতি হইল যেন সরযূর সস্নেহ আহ্বান জীবনের পরপার হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। তাই বিবেক, ধর্ম্ম-সংস্কার—মুহূর্ত্তের জন্য ভাসাইয়া দিয়া প্রাণাধিকা সরযূর সঙ্গপ্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা যেন তাঁহার হাতের শাণিত ছুরিকা সে জীর্ণ লোল বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। প্রদীপ নিভিয়া গিয়া গৃহ অন্ধকার হইল। আঁধারে পারের খেয়ায় চড়াইয়া কবি সরযূর সহিত দাদামহাশয়ের সাক্ষাতে যে করুণ দৃশ্য আঁকিয়াছেন তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল। দাদামহাশয়ের চরিত্রাঙ্কণে যে কৃতিত্ব, যে শিল্প-নৈপুণ্য ও মানব চরিত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে তাহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পরদিনই সরযূ "পরপারে" দাদামহাশয়ের কাছে পাষণ্ড স্বামীর কল্যাণ কামনা করিতে করিতে চলিয়া যায়। মহিমের জীবনেও ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একদিন মায়ের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল তাহার জন্য ঘোর অনুতপ্ত হইয়া নানাস্থানে মাতৃ-অনুসন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক শ্মশানে উপস্থিত হইল এবং পতিতা শান্তার কৃপায় "পরপারে" জগন্মাতার বক্ষে মাতৃদর্শন লাভ করিল।

চরিত্র বিশ্লেষণ।

এখন আমরা প্রধান চরিত্রগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইব। এ নাটকে স্ত্রী চরিত্র চারিটি,—সরযূ, শান্তা, করুণাময়ী ও হিরণ্ময়ী।

সরযূ নৈতিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ। সরযূ সেরূপ আদর্শ স্ত্রী নহে, যে পদাহত হইলে 'কেঁউ' করিয়া দূরে যায় এবং 'তু' করিয়া ডাকিলে লেজ নাড়িতে নাড়িতে পদপ্রান্তে লুঠিয়া পড়ে। সরযূ সেই আদর্শ স্ত্রী যে মাতৃ-দ্রোহী পতিকে ভৎর্সনা করে। পথভ্রান্ত পতিকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া লইয়া যায়; পতির অসহ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করে; গৃহহীন পতির অনুবর্ত্তী হয়; এবং পতির প্রাণরক্ষার জন্য নির্ভয়ে ফাঁসিকাঠে ওঠে। এত বড় আদর্শ পত্নী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বোধ হয় আর নাই। সরযূ একে-বারে পাত্রনিঃশেষ করিয়া হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ দাদামহাশয়কে ঢালিয়া দিয়াছে। শ্বশুর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বদিন দাদামহাশয়ের আসন্ন-বিচ্ছেদে, সে দাদামহাশয়ের কথাই ভাবিতেছে। পাছে দাদামহাশয় তাহার বিচ্ছেদে আত্মহত্যা করেন এই তাহার প্রধান চিন্তা। নিজের দুঃখ যেন কিছুই নহে। ইহা পড়িতে পড়িতে বিরহিণী ছায়াসীতার সেই উক্তি মনে পড়ে "আর্য্যপুত্র আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন—ধিক্ আমায়!" দাদামহাশয়ের দুঃখে সহবেদনা সরযূর নিজের দুঃখ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। মৃদু রসিকতা তাহার মুখে আসিয়া দীর্ঘশ্বাসের বাষ্পে উড়িয়া যাইতেছে।

সরযূ মহিমকে ভালবাসিত। কিন্তু সে প্রেমে উচ্ছ্বাস ছিল না। সে ভালবাসাও যেন সে কর্ত্তব্যের কাছে পাইয়াছে। স্বামীকে ভালবাসিতে হয়, তাই সে ভালবাসে। তাহার সে প্রেম যেন কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিশেষ অনুরোধ মাত্র।

সরযূর যতদূর সাধ্য সে স্বামীকে ভালবাসিয়াছে। যে টুকু পারে

নাই তাহার অভাব সে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপালন দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি যে সরযূ তাহার স্বামীকে মাতৃভক্তি শিক্ষা দিতেছে—কেননা মাতৃভক্তি "সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল।" এটি মহিমের কাছে 'মেয়ে জ্যাঠামি' ঠেকিতে পারে, কিন্তু মহিমের পক্ষে এ শিক্ষার নিতান্ত অভাব ছিল। নিজের আসন্ন মৃত্যুকালেও সে মহিমকে ধর্ম্মবিশ্বাস শিক্ষা দিতেছে। পথভ্রষ্ট পতিকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া পরে পতির পদধূলি লইয়া সগর্ব্বে ফাঁসিকাঠে ওঠার মত গরিমাময় চিত্র পূর্ব্বে কেহ বঙ্গসাহিত্যে দেখিয়াছিলেন কি?

সরযূর এক একটি বাক্যের মূল্য লক্ষ মুদ্রার অধিক। উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্তটিই উদ্ধৃত করিতে হয়। একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। মহিম যখন ব্যঙ্গসহকারে কহিল "ভারি আমার সতীরে!" তখন সরযূ কহিল, "দেখ আমি সতী কি অসতী সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে, একজন বেশ্যাসক্তের মুখে শুনিতে চাই না। আমার সতীত্ব আমার ধর্ম্ম—তোমার নয়।" তাহার পরেই সে বলিতেছে "সতীত্ব আমার দেবতা;—তুমি ত সে দেবতার পূজার বিল্বদল মাত্র।" বঙ্গসতী যে সতী, তাহার কারণ পতিভক্তি নহে, তাহার কারণ—সতীত্বই সতীর ধর্ম্ম, সতীর দেবতা। শ্যামাভক্ত ব্যক্তি যেমন মায়ের পূজার উপকরণ বলিয়া বিল্বদলকে ভক্তির পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সতীও সেইরূপ সতীধর্ম্ম আচরণের আধার বলিয়া স্বামীকে ভক্তি করে। কারণ কেবল পতিরূপ বিল্বদল দিয়া সে দেবতার পূজা হয়। কিন্তু পতির চেয়ে সতীর সেই দেবতা বড়। সেই জন্যই মহিম যখন সরযূকে তাহার সতীত্ব লইয়া ব্যঙ্গ করিলেন, তখন সরযূর আর সহ্য হইল না। সতী পতির সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে—নিজের অসতীত্ববাদ পতির মুখেও কখন সহ্য করে না।

কারণ সতীর ধর্ম্ম পতি নহে, সতীর ধর্ম্ম সতীত্ব। এত বড় কথা পূর্ব্বে কেহ দাম্পত্যসাহিত্যে শুনিয়াছিলেন কি ?

সরযূ শিক্ষিতা, স্নেহবতী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, রসিকা, তেজস্বিনী, সুন্দরী যুবতী। সরযূ সরলা নহে, সূর্য্যমুখী নহে, প্রফুল্ল নহে, ভ্রমর নহে। ইহা বঙ্গকাব্যসাহিত্যে এক নূতন সৃষ্টি।

শান্তা-চরিত্র সরযূ-চরিত্রের ন্যায় অত মিশ্র নহে। শান্তার ব্যাখ্যা শান্তা নিজেই করিয়াছে।

প্রাক্তনের ফলে ও অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও শান্তা বেশ্যা। সে অসামান্যা রূপবতী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও সুকণ্ঠ গায়িকা; কিন্তু আবেগময়ী ও ভাবপ্রবণা। শান্তা উদ্দাম লালসার মোহিনীমূর্ত্তি—যেন দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমিতে নিদাঘের সূর্য্যাস্ত। সে সৌন্দর্য্যে ও রূপগরিমায় নয়ন মন আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে, কিন্তু জুড়ায় না। তাহার অন্তরালে দারুণ অন্তর্জ্বালা বিরাজমান। সে রূপগরিমা যেন ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ করিয়া ধমনীতে অনল-প্রবাহ ছুটাইয়া মস্তিষ্ক প্রজ্বলিত করে। শান্তার নিজের গানে তাহার জীবন পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। গভীর দুঃখে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় সে বেশ্যার হৃদয়ও গলিয়া শতধারে ছুটিয়াছে। নিজের অবস্থার জন্য নিরন্তর সন্তপ্তা, নিজের কৃত কার্য্যের জন্য অহরহ লজ্জিতা, কিন্তু উপায়ান্তর নাই বলিয়া সে সেই জীবনই যাপন করিতেছে এবং তাহার জন্য নিজকে, সমগ্র গণিকাকুলকে এবং যাহাদের প্রশ্রয়ে পতিতাকুলের পতনের সহায়তা করিতেছে তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিতেছে। অন্তরে দিবানিশি একটা ভীষণ সংগ্রাম সমভাবে চলিয়াছে।

প্রথম অঙ্কে দেখি শান্তা জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে।

ওস্তাদজির একটা কথায় সে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়া দিল ও গান 'বেচিয়া' জীবন ধারণ করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে বেশ্যা বলিলে সে তখন ক্রুদ্ধ হইত। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তাহাকে এইরূপ অবস্থায় আমরা পাই। তৃতীয় অঙ্কে দেখি যে সে মহিমের প্রণয়িনী হইয়াছে। তাহার সমস্ত আবেগময় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সে মহিমকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু ওস্তাদজির হাতুড়ির আর একটি ঘা'তে সে স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। মহিমের যে স্ত্রী আছে! মহিমের ভালবাসা তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য। শান্তা বাহির হইয়া আসিয়া তাহা গ্রাস করে কেন!—সেই মর্ম্মন্তুদ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য সে মহিমের স্ত্রীর কাছে ছুটিল। রামের দর্শনে অহ-ল্যার শাপ-মুক্তির মত সেই সতীর দর্শন মাত্রেই শান্তার মুক্তি হইল। এক মুহূর্ত্তে একটা মহা নৈতিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া গেল! সতী-মহিমা এত উজ্জ্বলভাবে আর কেহ অঙ্কিত করিয়াছেন কি না জানি না। তাহার পর তাহার পিতা ভবানীপ্রসাদের ভক্তি উৎসে অবগাহন করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিল ও মায়ের চরণপ্রান্তে স্থান পাইল।—সুন্দর নয়?

করুণাময়ীর চরিত্রে বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই নাই। জগতের সব মাতাই ঐ এক ছাঁচে ঢালা। তাহার পুত্র মহিম জ্ঞান, মহিম ধ্যান, মহিম সর্ব্বস্ব; মুখে মহিম, অন্তরে মহিম; তিনি মহিম বৈ আর জানেন না। প্রথমে বিবাহ করিয়া পুত্র সুখী হইল কি না এই মাত্র চিন্তা, পরে মাতৃদ্বেষী পুত্রের হৃদয়হীন ব্যবহারে যখন নিরাশ-ব্যথিত প্রাণে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন তখন সেই অন্তিম শয্যায়ও কণ্ঠে মহিমেরই নাম। এই করুণাময়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। তিনি মহিমের অপেক্ষা করিতেছেন, প্রতি গাড়ির শব্দে, তিনি মহিমেরই গাড়ির শব্দ অনুমান করিতেছেন, প্রতি 'মা' সম্বোধনে তিনি মহিমেরই কণ্ঠধ্বনি

শুনিতেছেন। করুণাময়ীর 'মৃত্যু' একটি অতি সরল করুণ চিত্র। ভোর হইয়াছে। শয্যাপার্শ্বে বৃদ্ধ প্রতিবেশী দয়াল বসিয়া আছে। করুণাময়ী দয়ালকে বলিয়া যাইতেছে—মহিম এলে বোলো—যে আমার মরিবার সময় কোন কষ্ট হয় নি, কেবল মরণকালে বাছাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলাম—না না তাহা বলিয়াও কাজ নাই—"বাছা দুঃখ কর্বে।" তার পর ভোরে গাভী ডাকিল, করুণাময়ী মরণশয্যা হইতে উত্তর দিতেছেন "এই যে আমি"। তাহার বৎসটি দেখিবার জন্য করুণাময়ীর আগ্রহের অন্তরালে পুত্রের প্রতি কতখানি অভিমান ও স্নেহ নিহিত আছে, কে বলিবে! ক্রমে 'দুর্গা' নাম করিয়া পুণ্যবতী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।—মহিম আসিল না। এইখানে একখানি ক্ষুদ্র নাটকের যবনিকা পড়িল।

হিরণ্ময়ীর চরিত্রে বুঝাইবার কিছুই নাই। ভ্রষ্টানারীর অন্তিমে যাহা হয়, হিরণ্ময়ীর তাহাই হইয়াছিল। তাহার হারাণ কন্যা শান্তাকে পাইয়া তাহার আনন্দ না দুঃখ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। কিন্তু মতটা যে কতক বদলাইয়া গেল তাহা বেশ বোঝা যায়। নিজের কন্যা আজ বেশ্যা—তাহারই পাপে। এ লজ্জা রাখিবার স্থান আছে! হিরণ্ময়ী শান্তার প্রতি চাহিতে পারিতেছে না। স্মৃতিস্বরূপ শান্তার একটী অঙ্গুরীয় লইয়া তাই অদৃশ্য হইল,—আর আত্মহত্যা করিল না। উদ্দেশ্য শান্তার স্মৃতি লইয়াই সে জীবন ধারণ করিবে। আবার হয়ত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া যাইবে। কিন্তু সেই অভাগিনীর সঙ্গে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে নিয়তি তাহাকে এ অবস্থা হইতে শীঘ্রই নিষ্কৃতি দিল। তাহার পূর্ব্বপ্রণয়ী তাহাকে হত্যা করিল। অবৈধ প্রণয়ের এইরূপই ভীষণ পরিণাম।

তাঁহাকে পরপার হইতে ডাকিতেছে। বিচারশক্তি বুঝাইল, না, তাহা কল্পনা। তাহার পরে সত্যই সরযূর স্বর শুনিলেন। একবার নহে বার বার। আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে মৃত সরযূ তাঁহাকে ডাকিতেছে! তখন তিনি পরজীবনে সরযূর সঙ্গপ্রাপ্তির কামনার তাড়নায় ইহজীবন ত্যাগ করিলেন। আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর সেই বিষয় লইয়া অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব জীবন দৈবলব্ধ সুতরাং দৈবলব্ধ বস্তুর যদৃচ্ছা ব্যবহার করিলে সমাজের কোন ক্ষতি নাই। যে কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি নাই তাহা পাপ বলিয়া গণনা করা যায় না। সুতরাং আত্মহত্যা পাপ কার্য্য নহে। মানুষ স্বভাবতঃ সর্ব্বদা চিন্তা ও মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। মানব চরিত্রে কখন কোন কার্য্য সঙ্গত বা অসঙ্গত সেই কারণে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কেননা তাহা ঘটনা ও তৎ সাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্কের বিকৃত-অবস্থাজনিত আন্তরিক দৌর্ব্বল্য বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন দূর করিবার অন্য উপায় নাই। বিশ্বেশ্বরের আত্মহত্যা করিবার সময়ে তাঁহার সেই বাহ্যিক সবল শাসন ছিল না। কাজেই তাহার আত্মহত্যায় বাধা পড়ে নাই।

এই নাটকের ট্রাজিডি বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুতে নহে। এই নাটকের ট্রাজিডি বিশ্বেশ্বরের বিবেকের বিলোপে। এত বড় আদর্শমনুষ্য হইয়াও অত্যধিক স্নেহ দুর্ব্বলতায় জ্ঞান হারাইয়া শেষে আত্মহত্যা করিল। ইহাই ট্রাজিডি! Too much sail and no ballast হইলে যাহা হয় তাহাই ঘটিল। তরী ডুবিল। ইহাই ট্রাজিডি। এবং তাহা শরীরের ধ্বংসে নহে, মনুষ্যত্বের ধ্বংসে।

মহিমের শিক্ষা আছে, মেধা আছে, কিন্তু চরিত্রে নৈতিক বল নাই। তাহাতে বিবেক ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। সরযূর

প্রতি তাহার মোহ ভালবাসা নহে। তাহা যৌন আসক্তি। মহিমের চরিত্র মহিম নিজেই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছে "যে স্ত্রীর জন্য মাতাকে অবহেলা করিয়াছে, বেশ্যার জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, হিংসার জন্য বেশ্যাকে হত্যা করিয়াছে।"

মহিমের মাতৃভক্তি অতি তরল, সে পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মত সর্ব্বদা টলমল করিতেছিল। মহিম তাহা নিজেই বুঝিয়াছিল। তাই বৌ ঘরে আসিলে সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—"মা ঘরে চোর সেঁধিয়েছে।" মহিম বিবাহের পর মাতার কথা ভুলিয়া যেমন অহর্নিশি রূপসী যুবতী ভার্য্যার চরণপ্রান্তে বসিয়া কামের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তেমনই আবার স্ত্রীর আকর্ষণী শক্তিতে ভাটা পড়িতে সুরু করিলেই শান্তার রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দেয়। মহিম ভীরু ও কাপুরুষ। শান্তাকে গুলি করার পর যখন সে ফেরার,—তখন তাহার অনুতাপ আসিয়াছে। নিয়ত মৃত মাতার 'মরামুখ' দেখিতেছে। তাই মদের মাত্রা বাড়াইয়াছে। কিন্তু চিরদিনের স্বভাব একদিনে যায় না। তাই বিচারালয়ে নিজে মুক্তি পাইবার জন্য স্ত্রীকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিল। কিন্তু এখন তাহার বিবেকের সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির একটা যুদ্ধ বাধিতেছে। বিবেক জাগ্রৎ হইয়াছে। সরযূ যখন ফাঁসি যায়,—তখন সে নিজের জঘন্য জীবনকে ধিক্কার দিতেছে বটে, কিন্তু দোষ স্বীকার করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। তবুও প্রাণে কোমল প্রবৃত্তির ঈষৎ জাগরণ অনুভব করিয়াছে বলিয়া সরযূর কল্পিত-মৃত্যুর পর সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত শেষে শান্তার কৃপায় সে জগন্মাতার চরণে স্থান পাইল।

মহিমের যদি মাতৃভক্তি থাকিত, তাহার সর্ব্বনাশ হইত না। যেই সেই মাতৃভক্তি হারাইল, সেই সে পড়িতে আরম্ভ করিল। সে পতন দ্রুত

ও গভীর। গ্রন্থকার মহিমের চরিত্রে মাতৃভক্তির ও কর্ত্তব্যহীন অন্ধ রূপজলালসার ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন।

মহিম গোবিন্দলাল নহে, নগেন্দ্রনাথ নহে, যোগেশ নহে। মহিম—মহিম।

ভবানীপ্রসাদ নিরীহ ভক্তব্রাহ্মণ। স্ত্রী ও শিশুকন্যাটীকে লইয়া দূর পল্লীভবনে নিরালায় বাস করিতেছিল। দুর্ব্বৃত্ত পার্ব্বতীচরণ তাহার পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া তাহাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়াছে। দুর্ব্বলের মায়ের চরণে অভিযোগ করা ভিন্ন উপায় নাই। তাই ভবানীপ্রসাদ মায়ের নাম গাহিয়া বেড়ায়। নিজের দুঃখ চাপিয়া, জীবনের সমস্ত অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া আপনার অস্তিত্ব পরের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। সংসারকে দর্শকের চক্ষে দেখিতেছে বটে, কিন্তু তার জন্য প্রাণে যেন একটুখানি যাতনা লুক্কায়িত ভাবে আছে। সকলেই কিছু না কিছু করিতেছে কিন্তু সে নিজে ভগ্নস্তম্ভের মত নীচে পড়িয়া আছে বলিয়া একটু আক্ষেপ রহিয়াছে। প্রাণে সহানুভূতি ও অনুকম্পা পূর্ণ। বেশ রসিকতাপটু এবং ব্যঙ্গপ্রিয়। কিন্তু রসিকতা বিষাদমাখা এবং ব্যঙ্গ প্রাণস্পর্শী! শান্তার বাড়ীর দরজার সম্মুখে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ভবানীপ্রসাদের নির্ব্বিকার চিত্তেও একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত দেখা গিয়াছিল। শান্তা আত্মপরিচয় দিয়া চলিয়া গেলে রুদ্ধ অপত্যস্নেহের উৎস যখন ভবানীপ্রসাদের চিরতপ্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, ভবানীপ্রসাদের তখনকার সেই "পেয়ে মাণিক হারালাম মা, আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া" আত্মহারা সঙ্গীতে উদ্বেলিত হৃদয়ভাব চাপা দিবার চেষ্টায় ভক্তের আশঙ্কা, পাছে অপত্যস্নেহের প্রবল বন্যায় মায়ের মূর্ত্তি হৃদয় হইতে ভাসাইয়া লইয়া যায়—এতদিনের সাধনা বিফল হইয়া যায়—কি করুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ভবানীপ্রসাদ উদাস, অনাসক্ত শাক্ত।

কালীচরণের চরিত্র নূতন সৃষ্টি। প্রথম দেখিতে গেলে মনে হয় কালীচরণ যেন নিমচাঁদের দ্বিতীয় সংস্করণ, কিন্তু চরিত্রটী সম্বন্ধে একটুখানি আলোচনা করিলেই শীঘ্রই সে ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। কালীচরণ যদিও নিমচাঁদের মত মদ খায় ও full of quotations, তথাপি সে এক-জন সৎ ব্যক্তি। অসৎ সঙ্গে মদ খায় কিন্তু অসৎ সঙ্গে মেশে না; কাহারও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না; কোন আচরণ দ্বারা বিচলিত হয় না। পার্ব্বতীর কাছে বিনা ব্যয়ে মদ পাওয়া যাইত, সেইজন্য পার্ব্বতীর সংসর্গে কালীচরণকে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাইত। কালীচরণ দার্শ-নিকের মত মানবচরিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভালবাসে বলিয়া সকল সমাজে মিশিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলে। নির্লিপ্তভাবে আপন চিন্তায় আপনি ভোর থাকিয়া সময়মত হেঁয়ালিতে দুই একটী মন্তব্য আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যায়। তাহা কেহ বুঝিল কি পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের সাধুতা ক্রমে কালীচরণের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিল। সর্ব্বস্বান্ত প্রতারিত বিশ্বেশ্বরের অবস্থায় তাহারও দার্শনিক হৃদয়ে আঘাত লাগিল। আর নীরব থাকা চলে না। সে তখন চারু ও বিনোদকে বলিল "tell the truth and let the world sink."

কালীচরণ দর্শক ও দার্শনিক। নিমচাঁদ পতিত। কালীচরণ এক-বারও পড়েন নাই। চরিত্রগত বিভিন্নতায়—কালীচরণ নিমচাঁদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

পার্ব্বতীর মত কৃতঘ্ন নরপিশাচ মানব সমাজে অনেক আছে। অর্থোপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয়লিপ্সাই সে জীবনের মূল মন্ত্র। তাহার সাধনকল্পে মনুষ্যত্ব, দয়া, ধর্ম্ম, বিবেক প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সমস্ত সদ্‌গুণগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। সয়তানের চেয়েও ক্রূর, সর্পের চেয়েও খল এবং

ভিক্ষুকের চাইতেও চক্ষুলজ্জাবিহীন ; নিজেই বলিয়াছে, উঠিতে হইলে পাপের গুরুভার ঠেলিয়া উঠিতে হইবে এবং নামিবার সময় বিনা আয়াসে সেই ভারে অনায়াসে নামিয়া যাইতে পারা যাইবে। কথায় যাহা বলিয়াছে কার্য্যেও তাহা ঘটিয়াছে। যে মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল সেই মুদ্রায় তাহা পরিশোধ করিয়াছে।

পরেশ একদিকে যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, উপকারী, বিশ্বস্ত ও সাধু কর্ম্মচারী অপরদিকে আবার তেমনই হিতাকাঙ্ক্ষী ও কৃতজ্ঞ আত্মীয়। ন্যায়পরায়ণ ও স্পষ্টবক্তা বলিয়া তাহার ভিতরে লুকোচুরি কিছুমাত্র নাই। যেটা কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে ও যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সে বুঝিয়াছে তাহা করিতে সে কখনও ইতস্ততঃ করে নাই বা কাহারও মুখ চাহে নাই। সুদিন দুর্দ্দিনে সমানভাবে বিশ্বেশ্বরের অনুরাগী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী। একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার জন্য পরেশের চরিত্র আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

দয়াল কোমলহৃদয় ও সরলবুদ্ধি। সে যেন দুর্দ্দিনের সঙ্গী, ব্যথিতের বন্ধু, আর কিছু নহে। করুণাময়ীর মৃত্যুশয্যায় সে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে আবার বিশ্বেশ্বরের উন্মত্ত অবস্থায় একমাত্র দয়ালই তাহার সঙ্গী। বিশ্বেশ্বরের সুদিনে সে আইসে নাই। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন সংসারের সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, উপকৃতেরা উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন দয়াল তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই।

দয়ালের অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু তাহার অতীত জীবন বড় সুখের হয় নাই ও বধূজাতির প্রতি তাহার যে ভক্তি

ছিল না তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাহার ভূতজীবন কবি কুহেলিকা স্বরূপই রাখিয়াছেন।

দয়াল একটি আদর্শ চরিত্র। নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রসিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতা দেশপ্রসিদ্ধ। তবে "পরপারে"তে যে রসিকতার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এ রসিকতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী যেন প্রভাতের অরুণ কিরণে নানা ভঙ্গিতে উড্ডীয়মান উৎসবের বিভিন্নবর্ণের পতাকা সমূহ। অপরগুলি যেন অন্ত্যেষ্টিকালীন বিপুলকায় কৃষ্ণপতাকা সমবেদনার গভীর দুঃখে অবনতমস্তকে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। হাস্য ও অশ্রু, সরস ও গম্ভীর, মধুর ও করুণ মিশাইতে তাঁহার সমকক্ষ বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ নাই—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু করুণ গভীর রসিকতা, তাঁহার মত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। পরপারে এই রসিকতার চরম বিকাশ! বিশ্বেশ্বরের ও ভবানীপ্রসাদের রসিকতার মুখে হাসি, চোখে জল।

ভক্ত ভবানীপ্রসাদের গানে প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় উদাসভাব আনয়ন করে। শুনিলে মনে হয় ক্ষণেকের জন্য যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়িয়া একটা সংসার-চিন্তাবিহীন শান্তিময় স্থানে উপনীত হইয়াছি। শান্তার গানে নিরাশার উষ্ণনিশ্বাস, বিষাদের করুণ উচ্ছ্বাস এবং ঘৃণ্য উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের অসীম শূন্যতার তীব্র যন্ত্রণা

যেন প্রাণ নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির হইতেছে। তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম আবেগ, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির জ্বালাময় অস্থিরতা শ্রোতার প্রাণ বিদ্ধ করে। শান্তার "এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা" গানে চক্ষে জল যার না আসে এমন লোক খুবই কম। নৃত্যের গানটী বড়ই সুন্দর। যেমন মধুর শব্দযোজনা ও ছন্দোলালিত্য তেমনি বর্ণনামাধুর্য্য। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সরযূর তখনকার অবস্থায় কেন যে একটা গান তাহার মুখে দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এটা আমাদের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছে। এবং প্রকৃত পক্ষে রসভঙ্গ হইয়াছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে সময়োপযোগী খুব উচ্চ ভাবের অবতারণা আছে। সরযূর সঙ্গে দাদামহাশয়ের শেষ রসিকতা এবং জেলখানায় ফাঁসি কাষ্ঠের সম্মুখে সরযূর কথাবার্ত্তা সংক্ষিপ্ততর হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থের ভাষা যেমন ওজস্বিনী তেমনি ভাবোপযোগী।

নাটকে কেবল আদর্শ চরিত্রই যে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির নায়ক কেহই আদর্শ চরিত্র নহে। শকুন্তলার দুষ্মন্ত কি উত্তরচরিতের রামও আদর্শ চরিত্র নহে। উৎকৃষ্ট নাটকে ঘটনার সংঘাতে চরিত্রের আন্দোলন দেখান হয়। আদর্শ চরিত্র কিন্তু অনেকটা নির্ব্বিকার। তবে অধম চরিত্রকে নায়ক করিয়া নাটক হয় না। বিশ্বেশ্বর মানবজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত হন নাই। তিনি একজন ভাল লোক—এই মাত্র।

শ্রীঅধরচন্দ্র মজুমদার।

পারপারে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—প্রভাত।

বাড়ীর আঙ্গিনায় করুণাময়ী, তাঁহার বৃদ্ধ প্রতিবেশী দয়াল, ও প্রতিবেশিনীগণ আসীন।

করুণা। আজ আমার বড় আনন্দ। এসো। এ আনন্দে যোগ দাও। আজ আমার বড় আনন্দ।

১ প্রতিবেশিনী। তা ত হবেই। ছোট ছেলের বিয়ে। হবে না?

২ প্রতিবেশিনী। খাসা বৌ হয়েছে। টুক্‌টুকে বৌ!

৩ প্রতিবেশিনী। ঘর আলো করা বৌ!

১ প্রতিবেশিনী। হঁাগা! মেয়েটির বাপ কি করে?

দয়াল। মেয়েটির বাপ মা কেউ নেই।

২ প্রতিবেশিনী। তবে কে আছে?

দয়াল। তার দাদামহাশয়।

৩ প্রতিবেশিনী। দিদিমা?

দয়াল। দিদিমাও নেই!

১ প্রতিবেশিনী। আহা! তা'লে তাকে দেখ্‌বার কেউ নেই!

দয়াল। দাদামহাশয় আছেন। মেয়েটির বাপ মাও সে রকম তাকে দেখ্‌তে পার্ত্ত না—তার দাদামহাশয় যেমন এতদিন দেখে এসেছে।

২ প্রতিবেশিনী। বটে!

দয়াল। বুড়ো দিবারাত্র তাকে বুকের উপর করে' রাখ্‌তো; নিজের হাতে করে' খাওয়াত;—আর বল্‌তে বল্‌তে আমার চোখে জল আসে—

৩ প্রতিবেশিনী। কেন গা!

দয়াল। আমিও বুড়ো হয়েছি; কিন্তু দাদামহাশয়ের মত বুড়ো কখন দেখিনি। এদিকে ত দান করে' ফতুর। ওদিকে আবার যেন একখানি মূর্ত্তিমান্ স্নেহ; আর সেই স্নেহের প্রাণ এই নাতিনী। একদিন—তখন তার নাতিনীর বয়স বছর চারেক হবে—একদিন সকালে বুড়োর ওখানে গিয়েছি। দেখি যে বুড়োর মুখে দড়ি বেঁধে, তার নাতিনী, তার পীঠে দস্তরমত ঘোড়সোয়ার হ'য়ে বসে', একগাছ কঞ্চি হাতে করে' বল্‌ছে "হট হট"—আর বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

করুণা। আহা!

১ প্রতিবেশিনী। বল কি গো। বুড়ো তা'লে দস্তরমত পাগল।

২ প্রতিবেশিনী। বুড়ো ম'র্ব্বে।

৩ প্রতিবেশিনী। সে যা হোক্ কিন্তু খাসা বৌ পেয়েছো দিদি!

দয়াল। বৌ পেয়েছো, কিন্তু হয় ত ছেলে হারালে।

করুণা। সে কি বল ভাই—এমন ছেলে—আমা বৈ জানে না।

১ প্রতিবেশিনী। মা ব'লে অজ্ঞান।

২ প্রতিবেশিনী। সুবোধ।

৩ প্রতিবেশিনী। বিদ্বান্।

দয়াল। যতই সুবোধ হোক্, মায়ের প্রতি যতই টান থাকুক্—বিয়ে হ'লে ছেলে আর তেমনটি থাকে না।

করুণা। না না, সে কথা বোলো না ভাই। আমার অমন ছেলে—

১ প্রতিবেশিনী। নিজের হাতে করে' মানুষ করেছো।

২ প্রতিবেশিনী। তার অসুখে বিসুখে রাত্রি জেগে নিজের দেহপাত করেছো।

৩ প্রতিবেশিনী। গর্ভে ধরেছো।

করুণা। বল কি ভাই! চিরদিন সে মা বৈ আর জানে না। আর আজ ম'র্ত্তে বসেছি—আজ সে পর হ'য়ে যাবে!

দয়াল। এদিকে'ও ম'র্ত্তে বসেছো, ওদিকে'ও ম'র্ত্তে বসেছো! [প্রস্থান]

১ প্রতিবেশিনী। কি অলক্ষণে কথা সব।

করুণা। এমন ছেলে পর হ'য়ে যাবে!—হাঁ গা!

৩ প্রতিবেশিনী। শোন কেন ভাই!

করুণা। তাই যদি হয়, হোক্। সে ত সুখী হবে।

২ প্রতিবেশিনী। তা আর হবে না! এমন টুক্‌টুকে বৌ।

১ প্রতিবেশিনী। যেন মা জগদ্ধাত্রী।

২ প্রতিবেশিনী। হরগৌরীর মিলন!

মহিমের প্রবেশ।

করুণা। এই যে বাছা!—মুখখানি যে শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনীগণ। আমরা তবে আজ আসি ভাই।

করুণা। এসো!

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান]

করুণা। মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি যে! কোনও অসুখ করেনি ত?

মহিম। না মা—তুমি এখনও খাওনি?

করুণা। না বাবা।

মহিম। খাও গে যাও। তোমার অসুখ ক'র্ব্বে!

করুণা। এত সুখের মধ্যে অসুখ আস্‌বে কোথা দিয়ে!—মহিম! বৌ পছন্দ হয়েছে?

মহিম। তুমি খাও আগে। নৈলে আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না।

করুণা। এই যাচ্ছি।—ও কি চোখে জল!—কি হয়েছে বাবা!

মহিম। মা!

করুণা। কি বাবা!

মহিম। মা! [বক্ষে মুখ লুকাইলেন]

করুণা। [কম্পিত স্বরে] কি বাবা! কাঁদ্‌ছিস্ কেন!

মহিম। না মা! কিন্তু একি হ'ল মা! আজ প্রাণ এত আকুল হয় কেন? কে যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে! ঘরে চোর সেঁধিয়েছে।—আমায় ছেড়ো না মা।

করুণা। সে কি বাছা! একি! কাঁপ্‌ছিস্ যে—

মহিম। জানি না—কেন!—না মা, খাবে এসো। আমি তোমার খাওয়া আজ নিজে দেখ্‌বো।

করুণা। কেন!

মহিম। আমার ইচ্ছা হয়েছে।—এসো মা।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদমঞ্চ। কাল—সন্ধ্যা।

বিশ্বেশ্বর ও সরযূ।

বিশ্বেশ্বর। বলি কেমন! বর পছন্দ হয়েছে ত!

সরযূ। যান!

বিশ্বেশ্বর। যাবোই ত! যেতে ত বসেছি। তবে দুদিন আর তর সৈছে না।—তোর বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। যান!

বিশ্বেশ্বর। তা—এখন আর আমাকে পছন্দ হবে কেন। বুড়ো হয়েছি। এখন নতুন চাই।

সরযূ। আপনি ভারি দুষ্ট।

বিশ্বেশ্বর। মাথায় টেরি, হাতে ছড়ি, চোকে চশমা, আর নবীন গোঁফ—এ নইলে কি আর এখন মন ওঠে! তবে বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কৈব না।

বিশ্বেশ্বর। তা আর কৈবি কেন! বুড়ো হয়েছি। এতে কি আর মন ওঠে!—সরযূ!

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। আমায় ঠিক আগেকার মত ভালবাস্‌বি?

সরযূ। বাস্‌বো ! চিরদিন বাস্‌বো, যতদিন বেঁচে থাকি।

বিশ্বেশ্বর। তেমনি করে' গলাটি জড়িয়ে ধরে' দাদামহাশয় বলে' ডাক্‌বি ? তেমনি করে' খাবার সময় কাছে এসে বস্‌বি ? তেমনি আদর করে'—

সরযূ। দাদামহাশয় !—আমি চলে' গেলে আপনার দুঃখ হবে ?

বিশ্বেশ্বর। তোর কি বোধ হয় ?

সরযূ। তবু জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দেন। বড় কষ্ট হবে ?

বিশ্বেশ্বর। কষ্ট !—চক্ষু দুটি অন্ধ হলে' মানুষের কি হয় সরযূ ? পিতৃ-মাতৃহীনা তোকে আমি যে হাতে করে' মানুষ করেছি, খাইয়ে দিয়েছি। তোর মুখ পানে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—চোখ ঠিক্‌রে গিয়েছে তবু যেন দেখা শেষ হয়নি। বুকে চেপে ধরেছি—এমন জোরে চেপে ধরেছি যে, তুই ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠেছিস্। তারপর বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়াইছি ; মনে মনে ভেবেছি—'কাকে এত ভালো বাস্‌ছি ? কেন ভালো বাস্‌ছি ?—ও আমার কে ? বুকের রক্ত খাইয়ে কালসাপিনী পুষেছি। যখন সে চলে যাবে, তখন যে বুকে ভালোবাসি সেই বুকে ছোবল মেরে চলে' যাবে, আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্ব্ব, আর সে একবার ফিরেও চাইবে না।'

সরযূ। দাদামহাশয়! আমি শ্বশুরবাড়ী যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। তুই তো বল্লি যাবো না। সে ছাড়ে কৈ !—সে যে কড়ি দিয়ে কিনেছে ; এখন দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হেঁছ্‌ড়ে নিয়ে যাবে।

সরযূ। কেন আমার বিয়ে দিলেন দাদামহাশয় ?

বিশ্বেশ্বর। পরে বুঝ্‌বি কেন দিলাম ; কেন আমার হৃৎপিণ্ড টেনে

ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; কেন নিজের চক্ষু দুটি নিজে উপ্‌ড়ে ফেলে দিলাম।—একদিন বুঝ্‌বি।

সরযূ। কেন দিলেন?

বিশ্বেশ্বর। তোরই সুখের জন্য দিদি!

সরযূ। আমার সুখ? এ বিবাহে আমি সুখী হব না।

বিশ্বেশ্বর। সে কি দিদি!

সরযূ। কেন জানি না। আমার মন বল্‌ছে।—দাদামহাশয়! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি বৈ কি! শুদ্ধ যাবি!—একবৎসর পরে উল্টো গাইবি; বল্‌বি—আমি আর দাদামহাশয়ের কাছে ফিরে যাবো না।

সরযূ। ঈস্‌—

বিশ্বেশ্বর। তখন দেখে নিস্‌!—তখন আর তোর দাদামহাশয়কে দিনান্তে একবার মনেও পড়্‌বে না।

সরযূ। আমি যাবো না। দাদামহাশয়! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। [গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন] আমি যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি না কি! আমার কষ্ট হবে না দিদি। সয়ে' যাবে।—সয়ে' যাবে। তুই চলে' গেলে আমি কি কর্ব্ব জানিস্‌?

সরযূ। কি কর্ব্বেন? আত্মহত্যা কর্ব্বেন না?

বিশ্বশ্বের। ঈস্‌! তোর জন্য আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব! ভারি গুমর!—ওরে তোর বিরহে আমি 'কোথায় সরযূ, কোথায় সরযূ, বলে' কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ছুটে বেরোবো না—'

সরযূ। তবে কি কর্ব্বেন?

বিশ্বেশ্বর। এই সঙ্গীহীন বিড়ালের ছানার মত আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা ক'র্ব্ব। [চক্ষু মুছিলেন]

সরযূ। না দাদামহাশয়, আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। [কণ্ঠ জড়াইয়া] দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। একি তোমার নিয়ম দয়াময়! একজনের দুঃখ নৈলে কি আর একজনকে সুখ দিতে পারো না! এই ভুজবন্ধন নিজের হাতে ছিঁড়ে দিতে হচ্ছে। তার চিরদিনের আশ্রয় এই বুক থেকে তাকে নিজে তাড়িয়ে দিয়ে পরের দ্বারে ভিক্ষুক করে' পরের ঘরের দাসী করে' দিতে হচ্ছে।—না তুই থাক্। কোথায় যাবি! আমার ঘর আঁধার করে' বুক খালি করে' প্রাণ শূন্য করে' কোথায় চলে' যাবি দিদি! না আমি তোকে ছেড়ে থাকৃতে পার্ব্ব না!

[সরযূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন]

দরোয়ানের প্রবেশ।

দরোয়ান। হুজুর! জনকতক বাবু এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। তা জানি না হুজুর!

বিশ্বেশ্বর। এখন যেতে বল্।

দরোয়ান। যে আজ্ঞে!

বিশ্বেশ্বর। সরযূ!

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। মেঘ করেছে না?—দেখ্ ত।

সরযূ। [দেখিয়া] কৈ না।

বিশ্বেশ্বর। ও!—আমারই ভুল!—নিতাই!

নিতাইয়ের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। না কিছু না।—যাও।—

[নিতাইয়ের প্রস্থান]

সরযূ। দাদামহাশয়! ও রকম কর্চ্ছেন কেন?

বিশ্বেশ্বর। [সহাস্যে] কৈ না!—আচ্ছা সরযূ! তবে কাল যাবি!—

সরযূ। বলেছি ত দাদামহাশয়!—আমি যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়!—বিয়ের পর স্বামীর বাড়ী যেতে হয়। তার পর আবার আস্‌বি। তোর দাদামহাশয় এমনি করে' তোর পথ চেয়ে থাক্‌বে।

দরোয়ানের প্রবেশ।

দরোয়ান। গোমস্তা মহাশয় এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। মোলাকাত চান।—

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না!

দরোয়ান। বল্লেন বিশেষ দরকার।

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না। যেতে বল্।—

[দরোয়ানের প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। এ সময় বৃথা ক্ষেপণ ক'র্ত্তে পারি না। এর প্রতি মুহূর্ত্ত পবিত্র। বর্ষার আকাশে রৌদ্রের হাস্যের মত বেশীক্ষণের জন্য নয়! কাল দীপ নিভে যাবে। সব অন্ধকার হ'য়ে আস্‌বে!

পরেশের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। কে! পরেশ!—কি সংবাদ?

পরেশ। চারুবাবু নীচে এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। ও!—তাঁর কন্যাদায়। আজ তাঁকে আস্‌তে ব'লে-ছিলাম বটে।—পরেশ! তাঁকে ৫০০০ টাকা দিয়ে দাও গে যাও।

পরেশ। দলিল আনেন নাই।

বিশ্বেশ্বর। কিছু দরকার নাই।—ভদ্রলোক!

পরেশ। মানুষকে অত বিশ্বাস কর্ব্বেন না তাওয়াই মহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি! মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার, যে রূপে আমরা দেব দেবীর কল্পনা করি, তাকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! জগতের প্রভু, সমাজের নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, স্নেহের দাস—মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! বল কি পরেশ! তবে কি পশুকে বিশ্বাস কর্ব্ব?

পরেশ। অনেক মানুষ আছে, যারা পশুর অধম।—যারা ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করে, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করে, স্ত্রীকে প্রহার করে, বৃদ্ধ পিতাকে ধাক্কা দিয়ে সংসার থেকে সরাতে চায়—

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি! মানুষের নিন্দা কোরো না। মানুষ আমার ভাই! তার নিন্দাবাদ শুন্তে চাই না—যাও গোমস্তাকে বলগে—

পরেশ। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। যাও বাবাজি! [পরেশের প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। সরযূ!

সরযূ। কি দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কথা কচ্ছিস্ না যে?

সরযূ। কি কথা কৈব দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কি কথা কৈবি!—তাওত বটে! এখন যত কথা সেই নবীন গোঁফ, আর কোঁক্‌ড়া চুল, আর বাঁকা টেড়ির সঙ্গে।—না?

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। আমার সঙ্গে ঐ এক কথা—'যান'! আমি ত আর তোর 'প্রাণেশ্বর' নই!—আচ্ছা সরযূ! আমায় একবার প্রাণেশ্বর বলে' ডাক্ দেখি!—দেখি কেমন শোনায়। অনেকদিন কারো কাছে সে মধুর ডাক্ শুনিনি! একবার ডাক্ দেখি!

সরযূ। কি বলেন যে দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। আহা একবার ডাক্ না। তোর প্রাণেশ্বর ত আর এখানে নাই যে রাগ কর্ব্বে। ডাক্ না।—'প্রাণেশ্বর', 'নাথ', 'বল্লভ', 'হৃদয়সর্ব্বস্ব'—যা হোক্ একটা কিছু।—ডাক্ না। বড় মিষ্ট ডাক্।

সরযূ। কেন! দাদামহাশয় ডাক্ পছন্দ হয় না!

বিশ্বেশ্বর। ম—ন্দ নয়। তবে কিনা ওর মধ্যে অতখানি রস নেই। 'দাদামহাশয়'—বল্লি আর টকাশ করে' ফুরিয়ে গেল। প্রা—ণে—শ্ব—র—কতখানি টান দেখ্ দেখি। বল্‌তে বল্‌তে সন্দেশের মত অর্দ্ধেক জিভে জড়িয়ে গেল। সমস্তটা বলা হোল না।

সরযূ। সে ত আমার।—তাতে আপনার কি!

বিশ্বেশ্বর। আমার কি!—আওয়াজটা বেহাগ রাগের মত যেন আমার চক্ষে এসে চুম্বন কর্ল, দেহটা যেন কি একটা নেশায় ঢুলে প'ড়্ল, অমনি দুইখানি কোমল সুগোল বাহু ফুলের মালার মত কে যেন আমার গলায় জড়িয়ে দিল!—কেমন কবিত্ব কর্লাম দেখ্‌লি!

সরযূ। খাসা!—আপনি কবিতা লেখেন না কেন দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। মেলে না—যদি কেউ মিলিয়ে দিত, আর অক্ষর গুলোর একটা হিসাব রাখ্‌ত, ত আমি খুব বড় একটা কবি হ'তাম।—তবে ঐ মেলে না।

সরযূ। কেন—অমিত্রাক্ষর ?

বিশ্বেশ্বর। মাইকেল অনেক পরিশ্রম করে' লিখে গেছে। বেচারীর নামটা লোপ কর্ব্ব!—তাই লিখি না।

সরযূ। দেশের সৌভাগ্য!

বিশ্বেশ্বর। ঐ সূর্য্য অস্তে গেল!—চেয়ে দেখ্‌ সরযূ! আকাশে কে যেন বর্ণের জাল বুনে দিয়েছে।—কি সুন্দর!

সরযূ। কি সুন্দর!

বিশ্বেশ্বর। কাল সন্ধ্যায় এই ছাদের উপরে কেবল আকাশ আর আমি—আর মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার।—ঐ শোন্ সরযূ।

সরযূ। কি দাদামহাশয় ?

বিশ্বেশ্বর। গান শুন্তে পাচ্ছিস্!

সরযূ। [কান পাতিয়া শুনিয়া] হাঁ—[সাগ্রহে] কে গাইছে দাদামহাশয় ?

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ।—একজন কালীভক্ত। আমি তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছি ;—আশ্চর্য্য মানুষ!

সরযূ। কি রকম!—

বিশ্বেশ্বর। বেশী কথা কয় না। ঐ দেখ্, নিজের মনে গান গেয়ে চলেছে। যেন তার সমস্ত প্রাণ সমস্ত ইহকাল—ঐ গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে! ঐ যে গান গাইতে গাইতে এই দিকেই আস্‌ছে।—শোন্।

গাইতে গাইতে ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ ও প্রস্থান ।

গীত ।

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি !
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিইছি যমের বাড়ী ।
ফেলেছিলি গোলক ধাঁধায়—মা হ'য়ে কি এমন কাঁদায় !—
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল মায়ের নাড়ী ।
হাত ধরে' নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে ;
ভবার্ণবে দিশে-হারা—পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুব-তারা (অমনি) তারা ব'লে দিলাম পাড়ি ।

বিশ্বেশ্বর । পৃথিবী পবিত্র হ'ল—আমার প্রাণ মায়ের নামে ভরে' গেল । সরযূ ! [সরযূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন]

সরযূ । দাদামহাশয় ! [এক হস্তে বিশ্বেশ্বরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অপর হস্তে বস্ত্র দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:০:—

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহের বহিঃকক্ষ ।

কাল—রাত্রি ।

পার্ব্বতী, পরেশ ও কালীচরণ আসীন ।

পার্ব্বতী । বিশ্বশুদ্ধ যে বিশ্বেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করে !—তাঁর জমীদারীর এত আয়, অত আয় ! কিন্তু নাতিনীর বিয়েতে টাকা ধার ক'র্ত্তে যান কেন ?

পরেশ। সময় অসময় টাকা ধার দিতে হয়, নিতেও হয়।

পার্ব্বতী। ধার দিতে ত কখন দেখ্‌লাম না, নিতেই ত দেখ্‌ছি।

পরেশ। তিনি বড় ধার দেন না ;—দেন ত, একেবারেই দেন।

পার্ব্বতী। একেবারে দাতাকর্ণ!

পরেশ। নয়ত কি!

পার্ব্বতী। দুদিন পরে হাত ধুয়ে পথে বস্‌তে হবে আর কি।

কালী। অনেকের হাত ধুলেই ফর্সা।—ফর্সা আমি এখানে বিকল্পে ব্যবহার কর্চ্ছি, মনে রেখো পরেশ!—আর অনেকের [পার্ব্বতীকে দেখাইয়া] হাত সমুদ্রের জলে ধু'লে সমুদ্রের জল রাঙ্গা হয়, কিন্তু হাতের দাগ যায় না।—পরিষ্কার বাংলা বল্‌ছি, না? সেক্সপীয়র বলেছেন—The multitudinous seas incarnadine, বেশ বলেছেন—কিন্তু বড্ড সংস্কৃত। আমার এ খাঁটি বাংলা। আর—

পার্ব্বতী। কিন্তু পথে বস্‌তে আর বেশী বিলম্বও নাই জেনো। আমি—

পরেশ। পথে অনেকেই বসে। তবে তফাৎ এই যে, দান করে' যে পথে বসে, সে পথে বসে বটে, কিন্তু সিংহাসনের উপর বসে—পথিক তাকে দেখে তার সম্মুখে ভক্তিভরে জানু পেতে অর্চ্চনা করে। আর অনেকে দান না করে' পথে বসে, আর পথের শৃগাল কুক্কুরও তাদের পদাঘাত করে' চলে' যায়।

পার্ব্বতী। দান! দান! দান! বিশ্বেশ্বর দান করে' করেছে কি! আমি ধার দিয়ে জমীদারী কিনেছি। আর তিনি দান করে' জমীদারী খোয়াচ্ছেন—এই ত!

পরেশ। তিনি জমীদারী কিনেন নি বটে, কিন্তু তিনিও কিনেছেন।

পার্ব্বতী। কি!

পরেশ। প্রশংসা।

পার্ব্বতী। ফুঃ! হাওয়া। হুস্ করে' উড়ে যায়! কিছু হয় না। কিন্তু জমি কঠিন পদার্থ—আবাদ ক'ল্লে ফসল হয়।

কালী। এটা ত পার্ব্বতী বেশ বলেছে হে! আবার উৎপ্রেক্ষা দিয়ে বলেছে। Pope বলেছেন বটে solid pudding against empty praise. কিন্তু প্রশংসা ফুঃ! হাওয়া, হুস্ করে' উড়ে যায়— চমৎকার! পার্ব্বতী! shake hands [করপীড়ন করিলেন]

পরেশ। কিন্তু লোকে সকালে আপনাকে বাপান্ত না করে' জল গ্রহণ করে না, তা জানেন!

পার্ব্বতী। হিংসা।

পরেশ। হিংসা আপনার। বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রশংসাটি শুন্‌লেই আপনার মুখখানা চক্রাকার হয় কেন?

কালী। But envy withers at another's joy and hates the excellence it cannot reach.

পরেশ। বিশ্বেশ্বর বাবু ত আপনার হিংসা করেন না।

পার্ব্বতী। ওহে মনে মনে করে, কেবল মুখে দেখায় না। —ভণ্ড।

পরেশ। খবর্দ্দার, বিশ্বেশ্বর বাবুকে ভণ্ড বল্‌বেন না!—সৈব না।

পার্ব্বতী। কি! মার্ব্বে না কি!

পরেশ। দরকার হয় ত দ্বিধা কর্ব্ব না জেনো!

পার্ব্বতী। ঈস্! ভারি সাধ্য!

পরেশ। তবে দেখ্‌বে! [আস্তিন গুটাইলেন]

কালী। আহা কর কি! এ মোটেই দার্শনিক অবস্থা নয়। তর্ক করে' মীমাংসা কর। তার বেশী যেও না।

পরেশ। না, তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করা আমার লজ্জার কথা।—তুমি কি একটা মানুষ।

কালী। আহা—God made him.

চারু ও বিনোদের প্রবেশ।

পরেশ। এবার এটা দস্তুরমত শয়তানের কারখানা হ'য়ে উঠ্‌লো।

[সক্রোধে প্রস্থান]

চারু। ব্যাপারখানাটা কি ?

পার্ব্বতী। এই হতভাগাটা আমার বাড়ী বেয়ে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে এসেছে—বলে মার্ব্বে।—এসো না [আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে] আয় না দেখি, পাজী।

কালী। Why পার্ব্বতী this is worse than quixotic. Don Quixote গিয়াছিলেন যুদ্ধ ক'র্ত্তে wind millএর সঙ্গে। কিন্তু তুমি যাচ্ছ যুদ্ধ ক'র্ত্তে—windএর সঙ্গে।

পার্ব্বতী। আচ্ছা আর একদিন দেখ্‌বো। [বসিলেন]

কালী। সেই ভালো—said like a wise man.

পার্ব্বতী। তারপর। এদিকে খবর কি ?

চারু। নিলামে উঠেছে। ২৫ নম্বর লাট শ্রীপুর। ২৭এ জুলাই।

পার্ব্বতী। তা জানি! নীলামী ইস্তাহার!

চারু। জারি হবে না। ঠিক করেছি।

পার্ব্বতী। কেয়াবাৎ! তবে তুমি এখন এসো চারু। আমি একবার এটর্ণির ওখানে যাবো।

চারু । কেন আমিই যাচ্ছি ।—বল না কি ক'র্ত্তে হবে !

পার্ব্বতী । এখন তোমার আর কোন কাজ নাই ?

চারু । আমার আবার কাজ ! আমার এই ত কাজ ।

পার্ব্বতী । আচ্ছা তবে এই কাগজখানা নিয়ে যাও । সই করে' দিয়েছি । আর সব তিনি জানেন । নাও [বাক্স খুলিয়া কাগজ চারুর হাতে দিলেন]

[চারুর প্রস্থান]

কালী । For Satan finds some mischief still for idle hands to do.

পার্ব্বতী । তারপর—এ দিকে ?

বিনোদ । সব ঠিক ।

পার্ব্বতী । কত চায় ?

বিনোদ । বেশী নয় [কর্ণে কর্ণে কহিয়া]—নিখুঁৎ সুন্দরী ।

পার্ব্বতী । গায় ভালো ?

বিনোদ । উঃ !—

পার্ব্বতী । ঠিক করে' ফেল ।

বিনোদ । আচ্ছা তবে আমি আসি । বিশেষ দরকার আছে ।

[প্রস্থান]

কালী । ওদিকে ঘেঁসো না বলছি পার্ব্বতী ।—বাড়ী বসে' ব্রাণ্ডি খাও—ব্যস্ ! কিন্তু মেয়েমানুষ—জানো না—

What dire offence from amorous causes springs,

What mighty contests rise from trivial things.

[প্রস্থান]

পার্ব্বতী। আমি মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের কুঁ'ড়ে আঙ্গুলের নোখ পর্য্যন্ত—পাষণ্ড! কি কাজ না ক'র্ত্তে পারি!—চুরি? যতদূর সম্ভব এ চুরি! জমীদারী চুরি—ইস্তাহার রদ করে'।—তা সকলেই করে' থাকে। বিষয় ক'র্ত্তে গেলেই ও সব চাই। আসরে নেমে আর ঘোমটা কেন!—আর এদিক? আমোদও চাই ত।—এর চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করেছি। একদিন—

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ।

হিরণ্ময়ী। এই যে!

পার্ব্বতী। [চমকিয়া] কে তুমি!

হিরণ্ময়ী। কেন আমি!—চেয়ে দেখ, চিন্তে পারো কি না। [প্রদীপ নিজের মুখের কাছে ধরিলেন]

পার্ব্বতী। [সবিস্ময়ে] হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী। চিন্তে পেরেছ?

পার্ব্বতী। তুমি কোথা থেকে?

হিরণ্ময়ী। পাগলা গারদ থেকে!

পার্ব্বতী। পাগলা গারদ থেকে?

হিরণ্ময়ী। হাঁ পাগলা গারদ থেকে। সেখানে কেন গেলাম শুন্‌বে?

পার্ব্বতী। কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার অসীম অনুকম্পায়। তবে শুন্‌বে?

পার্ব্বতী। কি?

হিরণ্ময়ী। তোমার দয়ার কাহিনী! তার প্রত্যেক অক্ষর থেকে টস্ টস্ করে' রক্ত পড়্‌ছে; তার প্রত্যেক ছত্র এক একটা শয়তানী।

তবে শোন—তুমি যখন আমায় বিনা খাদ্য, বিনা বসন, সেই নিদারুণ শীতে বিনা একখানি ছেঁড়া কম্বল, সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ফেলে এলে, তখনই আমি পাগল হ'য়ে যেতাম; যাই নাই শুদ্ধ বাছার চাঁদমুখখানি পানে চেয়ে। কিন্তু সে গাঢ় অন্ধকারে আমার সে প্রদীপটিও নিভে গেল। বাছা আমার সেই মাঘের শীতে না খেতে পেয়ে মারা গেল। আমি আমার শরীরের উত্তাপ দিয়ে ঘিরে তাকে রক্ষা কর্ত্তাম, বক্ষ নিংড়ে দুধ বা'র করে' তাকে খাওয়াতাম! কিন্তু যে নিজে তিনদিন অনাহারী, তার দেহে উত্তাপ কোথায়? তার স্তনে দুগ্ধ কোথায়? বাছা আমার শীতে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে আড়ষ্ট হ'য়ে মারা গেল। [স্বর কাঁপিতে লাগিল]

পার্ব্বতী। তাতে আমার কি!

হিরণ্ময়ী। তোমার কি!—হাঁ—তা বটে, তাতে তোমার কি!—সে ত আর তোমার সন্তান নয়। সে যে আমার নয়নের তারা, আমার সাগর-ছেঁচা মাণিক, আমার বুকভরা ধন, আমার সর্ব্বস্ব। [ক্রন্দন]

পার্ব্বতী। তা কেঁদে কি হবে!

হিরণ্ময়ী। কিছু হবে না। কেঁদে কিছু হবে বলে' লোকে কাঁদে না। কান্না আসে বলে' কাঁদে। আমি কেঁদে তোমার মন গলাতে আসিনি। তোমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্ত্তে আসিনি। একদিন ছিল, যেদিন তুমি এক শিশি 'সেণ্ট' কিনে এনে দিলে আমি মাথায় করে' নিতাম। কিন্তু আজ তুমি যদি কুবেরের ঐশ্বর্য্য এনে আমার পায়ে ঢেলে দাও, আমি তাতে পদাঘাত করে' চলে' যাই।

পার্ব্বতী। তবে এখানে এসেছ কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার কীর্ত্তি তোমায় শুনিয়ে পরে ম'র্ত্তে।—

শোন! যখন দেখ্‌লাম—যে আমার বাছা কাঁদে না, নড়ে না, চোখ মেলে না—তখন আমি চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌লাম—এমন চীৎকার করে' কাঁদ্‌লাম, যেমন বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ কখন কাঁদেনি। কিন্তু কেউ তা শুন্তে পেল না। শীতের কুজ্ঝটিকা বোধ হয় পথে সে ক্রন্দনের কণ্ঠরোধ কর্‌ল। তারপর সেই মৃতশিশু কোলে করে' ছুটে বেরোলাম। ওছট খেয়ে পড়ে' গেলাম। পরে যখন জ্ঞান হ'ল, দেখ্‌লাম যে আমি পুলিশের কবলে, আর আমার মৃতশিশু আমার বক্ষে নাই। তার পর তারা বিচারকর্ত্তার কাছে আমায় নিয়ে গেল। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা কর্‌ল। আমায় কি সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ল—বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমি কি জবাব দিলাম—মনে নাই। পরে আমায় তারা একটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল—শুন্‌লাম সেটা পাগলা গারদ। দশ বৎসর সেখানে বাস করে' পরশু সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।—এই তোমার কীর্ত্তি।

পার্ব্বতী। সে আমার দোষ নয়।

হিরণ্ময়ী। না তোমার দোষ নয়। সব দোষ এই হতভাগ্য নারীজাতির। সব দোষ আমার। দোষ আমার যে, আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম, দোষ আমার যে, আমি ধর্ম্ম দিয়েছিলাম, দোষ আমার যে, তোমায় নিদ্রিত পেয়েও হত্যা করিনি।

পার্ব্বতী। কি বল্‌ছ উন্মাদিনী!

হিরণ্ময়ী। [হাসিয়া] ও! এখন থেকেই সাফাই তৈর কর্চ্ছ!—আমি পাগলা গারদের ফের্তা বটে, কিন্তু আমি আর পাগল নই। ডাক্তার পরীক্ষা করে' বলেছে আর আমি পাগল নই, তবে আমায় ছেড়ে দিয়েছে। উন্মাদের প্রলাপ বলে' এমন একটা ভীষণ সত্য, এমন

একটা নিষ্ঠুর পরিত্যাগ, এমন একটা মহা শয়তানী উড়িয়ে দিতে চাও। আগুন কি নেকড়া চাপা থাকে!

পার্ব্বতী। [সানুনয়ে] হিরণ্ময়ী!—

হিরণ্ময়ী। ভয় নাই, সে কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব না। বিচার হ'য়ে তোমার জেল হবে।—ফুরিয়ে গেল। নিজের কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র করে' কি হবে! আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি যে, তুমি একটা হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছ, একটা জীবন মরুভূমি করেছ, একটা কুলবালাকে মজিয়েছ, জগৎ হেসে সে কথা উড়িয়ে দেবে; বল্‌বে "তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করেছ,—ওর দোষ কি, ব্যাধের ব্যবসাই ত হত্যা করা; পুরুষের স্বভাবই ত নারীর সর্ব্বনাশ করা;—তুমি কেন ধরা দিতে গিয়েছিলে!"—তোমার কেউ দোষ দিবে না।—আমার যদি শত জিহ্বা থাকৃতো, আর প্রত্যেক রসনা জয়ভেরীর শব্দে সে কথা প্রকাশ ক'র্ত্তে পা'র্ত্ত, সংসার পাথরের মত স্থির হ'য়ে তা শুন্‌তো। বাড়ীগুলো ভেঙ্গে পড়ে' যেত না, গাছগুলো জ্বলে' উঠ্‌তো না। সব পূর্ব্ববৎ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকৃতো। কিন্তু তুমি তোমার ভীষণ ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো।

পার্ব্বতী। চীৎকার কোরো না।

হিরণ্ময়ী। চীৎকার কর্ব্ব না!—যদি পার্ত্তাম ত এমন একটা চীৎকার কর্ত্তাম যাতে আকাশ চৌচীর হ'য়ে ফেটে যেত, যাতে জগতের সব আর্ত্তনাদ একসঙ্গে নিনাদিত হোত, যাতে ঈশ্বর কেঁপে উঠ্‌তেন। কিন্তু—হায় ভগবান্!—মানুষের ইচ্ছাকে এত প্রবল, আর শক্তিকে এত দুর্ব্বল করেছিলে!

[ললাটে করাঘাত করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দ্রুত প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

—)*(—

স্থান—শান্তার বাসাবাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

শান্তার গীত।

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু বিকারের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।
আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চলে' যায়;—
আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ;
আমি চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান।

ওস্তাদের প্রবেশ।

শান্তা। আইয়ে ওস্তাদজি!—মেরা মেজাজ আজ ঠিক নেহি হায়।

ওস্তাদ। ঠিক নেহি হায়!—কেয়া হুয়া বেটি?

শান্তা। তবিয়ৎ আচ্ছি নেহি, আওর কুছ নেই। আভি একঠো ময় বাঙ্গলা গীত কসরৎ কর্‌তি থি।

ওস্তাদ। বহুৎ খুব—লেকেন—

শাস্তা। [হাসিয়া] ওস্তাদ জি, সব বাতমে একঠো 'লেকেন' হোনা চাহিয়েই।

ওস্তাদ। ওহো! সমঝ গই। লেকেন উয়ো হামরা আদৎ হো গই।—লেকেন—

[শাস্তা উচ্চ হাসিল]

ওস্তাদ। কেয়া মিঠা আওয়াজ! তোমারা হাসই গীত হয়—আওর কেয়া গীত গায়গি বেটী।

শাস্তা। উস্ হাস শুন্‌কে কই রূপেয়া দেগা ওস্তাদ জি!

ওস্তাদ। নেই দেনেসে কেয়া হরজ্—

শাস্তা। খানা পিনা চলেগা কেইসে।

ওস্তাদ। উহ মুস্কিল কি বাত হয় বেশথ্। লেকেন গীত বেচনেকা চীজ নেহি হায়। গায়েগী দিলসে, যো শুনেগা উহ মস্‌গুল্ হো যায়গা। গুল কেয়া গাহক কো ওয়াস্তে রং বেরং হাস্‌তা হয় বেটী?

শাস্তা। বহুৎ খুব! আজ সেলাম ওস্তাদ জি।

ওস্তাদ। সেলাম! কাল আওয়েঙ্গে?

শাস্তা। বেশথ্। আদাব!

ওস্তাদ। আদাব!　　　　[প্রস্থান]

শাস্তা। সত্য কথা বলেছো ওস্তাদজী—এই গান বেচে খেতে হবে! আর একটা কথা তুমি বলনি আমার দুঃখ হবে বলে'—কিন্তু সে কথা ঐ কথার মধ্যেই আছে।—দুঃখের সেরা দুঃখ এই যে এই রূপ বেচে খেতে হচ্ছে! নারীর রূপ—যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান; নারীর

রূপ—যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্র রূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ—যার মহিমায় পৃথিবী মদভরে উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কচ্ছে, যেন বল্‌ছে—দেখাও দেখি এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ—যার পদতলে সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে ওঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে ওঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হ'য়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল করস্পর্শে পশুও বশ হয়;—সেই নারীর রূপ বেচে খেতে হচ্ছে! ওঃ!—[বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা নিজের প্রতিচ্ছবি প্রকাণ্ড আয়নায় দেখিয়া] ও কে!—না আমারই প্রতিচ্ছবি!—[নিরীক্ষণ] মহিমাময়! এ রূপ পুরুষ কামুক ভাবে স্পর্শ ক'র্ত্তে পারে! এ রূপ দেখে পুরুষ সবিস্ময়ে ভক্তিভরে এর পায়ের তলায় এসে লুঠিয়ে প'ড়্‌বে না? তবু এই রূপ লালসার গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য অস্ত্র নিয়ে বেরোতে হয়!—আশ্চর্য্য!

দাসীর প্রবেশ।

শান্তা। [চমকিয়া] কে!

দাসী। গোপাল বাবু এসেছেন।

শান্তা। তাড়িয়ে দে! কুকুর লেলিয়ে দে।

দাসী। তাড়িয়ে দেবো?

শান্তা। হাঁ—নিকালো! নিকালো!

দাসী। সে কি!—ও কি! ও রকম কচ্ছ কেন!

শান্তা। না না যা, চলে' যেতে বল্‌। বল্‌ আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্ব না।

দাসী। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন "কেন ?"

শান্তা। উত্তর দিস্ না।—আচ্ছা উত্তর দিস্! বলিস্ আমি তাকে ঘৃণা করি—

[সবেগে প্রস্থান]

দাসী বিস্ময়ে চলিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—রাত্রি।

করুণাময়ী ও দয়াল দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

করুণা। আমার জীবনের সাধ মিটেছে—ছেলের বৌ পেয়েছি। এখন ম'র্ত্তে পা'লে'ই হয়। তারা ব্রহ্মময়ী! পার কর মা!

দয়াল। এত তাড়াতাড়ি কেন।—আরও একটু দেখে যাও।

করুণা। আর দেখ্‌তে চাই না ভাই!—এর পরে কি হবে কে জানে!—দিন থাকৃতে সরা ভালো।

দয়াল। ঐ যে তোমার গোপাল আস্‌ছেন।

মহিমের প্রবেশ।

মহিম। মা!

করুণা। কি বাবা!

দয়াল। কি! আমার পানে চাইছ যে!—ও! বুঝেছি। আমি যাচ্ছি।—　　[প্রস্থান]

করুণা। [মহিমের স্কন্ধে হাত দিয়া] কি বাবা! মুখখানা ভার ভার দেখ্‌ছি যে! [সাগ্রহে] কি হয়েছে বাপ?

মহিম। মা তুমি বৌকে বকেছ?

করুণা। বৌমা কিছু বলেছে না কি?

মহিম। না—তবে—তুমি বক্‌ছিলে আমি শুন্‌ছিলাম।

করুণা। নিজেই যখন শুনেছ—তখন আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন বকেছি কি না?—হাঁ বাবা আমি বৌমাকে বকেছি।—সংসারের কাজকর্ম্ম শেখাতে হলে' মাঝে মাঝে ধমক ধামক দুটো একটা দিতে হয়।

মহিম। তার কাজ শেখা দরকার কি?

করুণা! ওমা! তা নৈলে চলে!—আমি ত আর চিরকাল থাক্‌বো না। একদিন ত এই সংসার তাকেই দেখ্‌তে হবে।

মহিম। যখন হবে তখন দেখা যাবে।—এখন কি!

করুণা। মেয়েমানুষের ঘরের কাজকর্ম্ম শেখা দরকার—তা এখনই কি আর তখনই কি!—আর আমি বুড় হয়েছি—একা সব পেরে উঠি না।

মহিম। এতদিন ত পার্চ্ছিলে!—মা আমি ঘরে বৌ এনেছি, দাসী আনিনি। আমার মরা বৌ কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

করুণা সবিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"বেশ—তা—আচ্ছা যতদিন বেঁচে থাকি, আমিই কর্ব্ব।—তোর বৌকে পুতুল সাজিয়ে তুই কোলঙ্গায় তুলে রেখে দিস্।"

মহিম। না, বৌ এখানে আর থাক্‌তে পার্ব্বে না। ওর শরীর খারাপ হচ্ছে। তুমি ওকে কিছু দেখ না। তার উপর!—

করুণা। তার উপর—থাম্‌লে কেন!—বলে' যাও বাবা।

মহিম। সত্য কথা বল্‌বো তাতে দোষ কি!—ও বড়মানুষের নাতিনী—কারো চোখরাঙ্গানী কখন সহ্য করেনি। তুমি যা পারো, ও তা পারে না।

করুণা। ও!—বেশ!—আমি আর তোর বৌকে একটা কথাও বল্‌বো না।

মহিম। না—আর তা—ওর—না—ও তার দাদামহাশয়ের বাড়ী চলে' যাবে।

করুণা। ও! তোর দাদাশ্বশুরের বাড়ী কলিকাতায়, আর তোর কালেজ কলিকাতায়—তাই!—না?

মহিম। না মা, তার জন্য নয়।—ও এ পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না।—এ ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ও থাক্‌তে পারে না। বিশেষতঃ তুমি ওকে কিছু দেখ না। ও নিজের বাড়ী চলে' যাবে।

করুণা। আর এ ওর পরের বাড়ী!—বেশ!—তা ও যাবে কেন!—আমিই যাচ্ছি! আমি কাশীবাস কর্ব্ব। এতদিন আমার তাই করা উচিত ছিল। তা হ'লে তোর ভালবাসা বুকে করে' ম'র্ত্তে পার্ত্তাম। মা আমি—আজ একজন পরের মেয়ে এসে আমার মৌরুষী আস্তানা থেকে আমায় তাড়িয়ে দেয়—তাও দেখ্‌তে হ'ল! মা দুর্গা! আমি বুড়োবয়সে সংসারে মজে' আছি, সব ভুলেছি, তবু ছেলের চিন্তা ভুল্‌তে পারিনি,—যখন তোমার পায়ে সব ঢেলে দেওয়া উচিত ছিল—তার খুব শাস্তি দিলি মা!—ঘাড় পেতে নিচ্ছি!—আর না। মহিম আমার কাশী যাবার বন্দোবস্ত করে' দাও।

মহিম। বেশ! কালই দেবো।

করুণা। তোর বৌকে নিয়ে তুই সুখে ঘরকন্না কর্। আমি শুনেও

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—:*:—

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

করুণাময়ী ও দয়াল।

করুণা। মহিম আমার ঠিক আস্‌বে। বড়দিনের ছুটিতে বৎসরান্তে সে আমার কাছে আস্‌বে না? চিরদিন এসেছে। আজ আমার জ্বর শুনেও সে আস্‌বে না! তা কি হ'তে পারে দয়াল!

দয়াল। কখন কখন চিরদিনের অভ্যাস একদিনে যায় দিদি!

করুণা। না না। তা কি যায়! তা কি যায়!

দয়াল। বিশেষতঃ এমন খারাপ অভ্যাস!—মাতৃভক্তি! মানুষ মদ ছাড়্‌তে পারে না, কুসঙ্গ ছাড়্‌তে পারে না। কিন্তু মাকে একদিনে ছাড়্‌তে পারে।

করুণা। পারে? মানুষ তা পারে! পশু পারে বটে।

দয়াল। অনেক মানুষ আছে যাদের আর পশুদের মধ্যে এই তফাৎ যে, পশুর চারটে পা আর লেজ আছে, আর মানুষের দুটো পা আর লেজ নেই।

করুণা। তুমি যে বল্লে সে তোমায় চিঠি লিখেছে যে সে ১৬ই পৌষ

আস্‌বে। সেই দিন থেকে আমি দিন গুন্‌ছি! আজ ত ১৬ই পৌষ। সে নিশ্চয় আস্‌বে।—চিঠি লিখেছে—

দয়াল। চিঠি ত লিখেছে! কিন্তু সে চিঠির যদি ভঙ্গী দেখ্‌তে দিদি! পেন্‌সিল দিয়ে—হিজিবিজি—পড়া দুষ্কর। যে ঘোড়ায় চড়ে' লিখেছে—আর সে ঘোড়া তখন যেন শির্‌পা তুল্‌ছে। তবে সে আমার পত্রের উত্তর দিয়েছে বটে। তাই আমার—তোমার—পরম সৌভাগ্য।

করুণা। না। মহিম আমার সে রকম ছেলে নয়। মহিম আস্‌বে, ঠিক আস্‌বে। আমার প্রাণ বল্‌ছে আস্‌বে।

দয়াল। মায়ের প্রাণ অনেক মিছা কথা বলে দিদি!—

করুণা। [সহসা আগ্রহে] ঐ বুঝি আস্‌ছে।

দয়াল। কৈ?

করুণা। ঐ গাড়ীর শব্দ শুন্‌ছো না?

দয়াল। শুন্‌ছি।—পৃথিবীতে বুঝি মহিমই একা গাড়ি চড়ে।

করুণা। ঐ দেখ দেখ—ঐ গাড়ি।

দয়াল। গাড়ি বটে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করুণা। চুপ্‌—না—না গাড়ি চলে' গেল।

দয়াল। হা রে মা!

করুণা। বড়দিনের ছুটি হয়েছে ঠিক?

দয়াল। হাঁ দিদি! শুধু হয়েছে না, প্রায় ফুরিয়ে এল।

করুণা। তবে—বাছার কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত?

দয়াল। হা রে মায়ের প্রাণ।

করুণা। আমায় নিয়ে চল দয়াল। আমি তার কাছে যাবো।

দয়াল। কোথায় যাবে?—বেহাই বাড়ী? যাও, দেখ্‌বে তোমার ছেলে চন্দ্রের সুধা পান কচ্ছে, ফুলের হাওয়ায় স্নান কচ্ছে। তুমি গিয়ে তার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ কর্ব্বে। তুমিও মনে ব্যথা পাবে, সেও মনে ব্যথা পাবে।

করুণা। সে ছুটিতে তার মাকে ছেড়ে তার দাদাশ্বশুরের বাড়ী গিয়েছে! এ কি হ'তে পারে!

দয়াল। যাও গিয়ে দেখ!

করুণা। তুমি তাকে জানো না। আমি তাকে জানি। আমি তাকে গর্ভে ধরেছি। সে তেমন ছেলে নয়।

দয়াল। ঈশ্বর কি দিয়ে এই মা তৈরি করেছিলে! দিদি! দাওয়ায় বসে' পথপানে চেয়ে থাক্‌লেই কি সে আস্‌বে? ঘরের ভিতরে যাও। হিম পড়্‌ছে। তোমার জ্বর হয়েছে। আজ একাদশী করেছো। হিম লাগিও না।

করুণা। [উঠিয়া] এই যাচ্ছি ভাই।

দয়াল। আমি তবে আসি দিদি! কাল সকালে আবার আস্‌বো! —আর ঠাণ্ডা লাগিও না, সন্ধ্যা হ'য়ে এল! [প্রস্থান]

করুণা। আমারও সন্ধ্যা হ'য়ে এলো!—তারা ব্রহ্মময়ী!—তবে সত্যই কি বাছা এলো না! সত্যই কি—একি গলা ধরে' আসে কেন! চোখে অন্ধকার দেখি কেন!—না সে আস্‌বে!—সে আস্‌বে! এ কি হ'তে পারে! ছেলে ত! না আমি আজ সারারাত এই দাওয়ায় বসে' তার পথ চেয়ে থাক্‌বো! সে আস্‌বে।—আর যদি না আসে— ঐ যে মা বলে' ডাক্‌লো না? এই যে আমি, বাছা আমার! [দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত]

বৃদ্ধ ভিখারীর প্রবেশ।

ভিখারী। আজ রাতে একটু থাক্‌বার ঠাঁই পাই মা!

করুণা। ওঃ!—[দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন]। এসো বাছা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর বহিঃকক্ষ। কাল—প্রভাত।

পার্ব্বতী ও চারু।

পার্ব্বতী। নিলাম আজই?

চারু। হাঁ আজই।

পার্ব্বতী। আঃ! ৫০০০ টাকা কোথাও পেলে না? ঠিক এই সময়ে আমার টাকা হাতে নাই। তুমি আর একবার যাও। না পাও, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার কর্ত্তে হবে! যাও—

চারু। আচ্ছা যাচ্ছি। একটা কাজ কর্ব্ব!

পার্ব্বতী। কি?

চারু। মন্দ কি!—ঐ যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া। [হাস্য ও প্রস্থান]

পার্ব্বতী। কি মতলব এঁটেছে!—অত হাসে কেন!—এই যে পরেশ আর কালীচরণ।

পরেশ ও কালীচরণের প্রবেশ।

পার্ব্বতী। কি পরেশ বাবু! হঠাৎ যে এ দীনের বাড়ীতে পদার্পণ?

পরেশ। এই কালীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে ভুলে এসেছি। যাই। [প্রস্থানোদ্যত]

পার্ব্বতী। আরে যাবে কেন! বোস।—বলি এখন তোমাদের বিশ্বেশ্বরের সংবাদ কি! এখনও কি বিশ্বশুদ্ধ তাঁর গুণগান কর্চ্ছে?

পরেশ। কর্চ্ছে বৈকি পার্ব্বতীবাবু!

পার্ব্বতী। এখনও তিনি দুহাতে গরিব দুঃখীকে বিলোচ্ছেন?

পরেশ। বিলোচ্ছেন বৈ কি।

পার্ব্বতী। কি বিলোচ্ছেন?

পরেশ। খুদ কুঁড়ো।

পার্ব্বতী হাসিলেন।

কালী। পার্ব্বতী! তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

পরেশ। না, আনন্দ নয়। তবে বিশ্বেশ্বরের ড্যামাক দেখে অবাক্ হচ্ছিলাম। আজ তার বিষদাঁত ভেঙ্গেছে এই বল্‌ছিলাম—আর কিছু নয়।

পরেশ। পার্ব্বতীবাবু! এই বিশ্বেশ্বর বাবুর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু ড্যামাক ত দেখিনি।—মাটির মানুষ।

পার্ব্বতী। মাটির মানুষ!—ড্যামাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ে না।

পরেশ। সে কি পার্ব্বতীবাবু! তিনি রাস্তা দিয়ে ত হেঁটেই যান—অথচ তাঁর এমন টাকা এখনও আছে যে তিনি চৌঘুড়ি চালাতে পারেন।—কি! হাস্‌ছেন যে!

পার্ব্বতী। তিনি হেঁটে যান বটে—কিন্তু মাথা উঁচু করে'। আশেপাশে আমাদের দিকে ফিরে দেখ্‌বারও তাঁর অবকাশ হয় না। তিনি আমাদের ঘৃণা করেন।

পরেশ। তিনি সংসারে কাউকে ঘৃণা করেন না—তোমাকেও না। নইলে, যে পাপিষ্ঠ, যার হাতদুখানি দীনদুঃখীর রক্তে মাখা, যে ইস্তাহার গাপ করে' ছলে জমীদারী চুরি করে—

পার্ব্বতী। কে বলে?

পরেশ। আমি বলি।

পার্ব্বতী। তুমি আমার দুর্নাম কর্চ্ছ।

পরেশ। কর্চ্ছি। তোমার যা সাধ্য হয়, কর।

পার্ব্বতী। আমি তোমায় জেলে দেব!

পরেশ। ঈস্!—জেলে দেওয়া তোমার মুঠোর মধ্যে কিনা!—জেলে দেবে—দাও না।

পার্ব্বতী। তুমি আমায় অপমান করেছো—এই কালী বাবুর কাছে।

পরেশ। দরকার হয় ত হাটে এ কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি! তাই চাও?

কালী। Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Askelon.

পার্ব্বতী। এই কথা তুমি বল্‌তে পারো যে আমি প্রতারক?

পরেশ। প্রতারক! তোমার যোগ্য বিশেষণ অভিধানে খুঁজে পাই না। চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ, অভিধানে অনেক কথা আছে। কিন্তু সব শব্দগুলি এক কর্লে'ও তোমার ঠিক বর্ণনা হয় না। যতই বলি না কেন, কিছু বাকি থেকে যায়। যতই নামি না কেন, তোমার নাগাল ধর্ত্তে পারি না। যতই মাপি না কেন, তোমার অন্ত পাই না। ইতিহাসে তোমার মত চরিত্র পড়িনি। সংসার খুঁজে তোমার জুড়ি

মেলে না। তুমি একটা অনিয়ম, তুমি একটা অপচার, তুমি একটা ব্যাধি, তুমি একটা আবর্জ্জনা।

পার্ব্বতী। শুন্‌ছো কালী! তোমায় সাক্ষী দিতে হবে। [পরেশকে] তোমায় জেলে না দেই ত আমার নাম পার্ব্বতীচরণ ঘোষ নয়।

পরেশ। এর জন্য জেলে যেতে হয়, আমি প্রস্তুত। তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা। [প্রস্থান]

কালী। পার্ব্বতী হেরে গেলে।

পার্ব্বতী। হেরে যাবো কেন!

কালী। 'যাবে কেন' নয়। গিয়েছো। অতীত। এর চেয়ে সহজ, সরল, সংস্কৃত, পরিষ্কার গালাগালি—বাঙ্গালা হিন্দিতে মিশিয়ে—এর আগে আমি শুনিনি। আর এমন নির্ভয়ে বলে' গেল!—এইত চাই—

Who dares think one thing and another tell
My heart detests him as the gates of hell.

কিন্তু এ ব্যক্তি একেবারে অকুতোভয়ে বলে' গেল।

পার্ব্বতী। কি রকম!

কালী। গালাগালির কোন জায়গাটা বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। বেশ দ্রুত বলে' গেল। কোন জায়গায় বাধ্‌ল না। বল্‌তে বল্‌তে একবার কাস্‌লেও না। তা হ'লেও না হয় বুঝ্‌তাম ভয় খাচ্ছে। তার পরে মাঝে মাঝে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে গেল—বোধ হ'ল, গালাগালি দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছে! আর শেষে যা বল্ল, এত জোরালো গালাগালি পূর্ব্বে কেউ কখন কাউকে দেয় নি।

পার্ব্বতী। কি গালাগালি?

কালী। যে তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা। I would rather go to hell than not call you a villain—কে বলেছে?—রোস মনে করি। অত্যন্ত মৌলিক!—চমৎকার!

পার্ব্বতী। তুমি এটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছ! কোথায় চটবে—

কালী। চটতাম যদি পরেশ কোন অশ্লীল বা সামান্য বা ছোট-লোকের মত গালাগালি দিত। কিন্তু এমন সভ্য সরস প্রাঞ্জল অথচ জোরালো—ওঃ! কেয়াবাৎ!—আমি একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাওয়াবো।

পার্ব্বতী। কাকে?

কালী। পরেশকে। এই রবিবারে দুপর বেলা। তোমারও নিমন্ত্রণ রৈল। ঐ গালাগালিটা আর একবার শুন্‌বো—যতদূর মনে থাকে।—কেয়াবাৎ! ঐ বিশ্বেশ্বর বাবু আস্‌ছেন্‌। পালাই। Ye cannot serve both God and Mammon.

[প্রস্থান]

পার্ব্বতী। তবু বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রশংসা এদের মুখে ধরে না!—কিন্তু বিশ্বেশ্বর আজ আমার বাড়ীতে! জান্তে পেরেছে নাকি! নিশ্চয় আমার পায়ে ধর্ত্তে এসেছে। এস ত চাঁদ!—আমি ছাড়্‌চিনে।

ভবানীপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বতী! এই নাও টাকা।—দাও ত ভবানীপ্রসাদ!

পার্ব্বতী। টাকা কিসের? [ভবানীপ্রসাদ টাকা দিলেন।] কত?

বিশ্বেশ্বর। ৫০০০ টাকা।—যখন পারো শোধ দিও।

পার্ব্বতী। [সবিস্ময়ে] টাকা! কেন!

বিশ্বেশ্বর। শুন্‌লাম যে তোমার দরকার হয়েছে।—নাও।

পার্ব্বতী। এর সুদ?

বিশ্বেশ্বর। সুদ আবার কি! শুন্‌লাম তোমার দরকার হয়েছে। নাও। আবার আমার যখন দরকার হবে, দিও। এই ত চাই। সুদ আবার কি! আমার উপর বিরক্ত হ'য়ো না। আমায় ঘৃণা কোরো না। আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো। পার্ব্বতী! ভাই!

[আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

পার্ব্বতী। এর দলিল?

বিশ্বেশ্বর। তার কিছু প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাসেই মোক্ষ। বিশ্বাসেই মুক্তি। বিশ্বাসেই সংসার চলেছে। অবিশ্বাসেই ধ্বংস। অবিশ্বাসেই নরক। পাচক ব্রাহ্মণ ত খাদ্যে বিষ দিতে পারে। ভৃত্য পিছন দিক্ থেকে পিঠে ছোরা বসাতে পারে। তাদের বিশ্বাস করে' চলেছি। আর তুমি ভদ্রব্যক্তি, তোমাকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে? টাকা ফেরত দিতে না চাও, দিও না। বিনিময়ে শুদ্ধ আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো।—চল ভবানীপ্রসাদ! কি চোখ মুছ্‌ছ যে।

ভবানী। আজ্ঞে না। তবে একটা গল্প মনে পড়্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। পড়্‌ল নাকি?—কি গল্প?

ভবানী। একদিন একটা ভেড়া নারায়ণের কাছে গিয়েছিল জানেন!

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছিল নাকি? কেন?

ভবানী। নালিস কর্ত্তে। গিয়ে বল্লে 'বিষ্টু মহাশয়, বাঘ আমাকে পেলেই খায়। আপনি তার একটা প্রতিকার করুন।'

বিশ্বেশ্বর। নারায়ণ তাতে কি জবাব দিলেন?

ভবানী। তিনি এই বল্লেন 'বাপুহে! পালাও; তোমার সুচিক্কণ নধর শরীর দেখে আমারই খেতে ইচ্ছা হচ্ছে—তা বাঘ। তোমায় খাবার জন্যই ত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। নৈলে অন্ততঃ সভ্যরকম দুটো শিং দিতেন, কিংবা ভদ্ররকম চারটে পা দিতেন।'

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ—

ভবানী। পার্ব্বতী বাবু। এ টাকা কেন চান, তা আপনি জানেন!

বিশ্বেশ্বর। দরকার কি! তাঁর টাকার দরকার হয়েছে—তাই যথেষ্ট।

ভবানী। তবু শুনে রাখুন। পার্ব্বতীবাবু এই টাকা দিয়ে ইস্তাহার রদ করে' আপনারই একটা তালুক কিন্‌বেন। তালুক নিলামে উঠেছে।

বিশ্বেশ্বর। উঠেছে নাকি!

ভবানী। আপনি তাঁর হাতে একখানি ছুরি দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ছেন—বড় সুড়্ সুড়্ কচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হ'তে পারে ভবানী।—ছিঃ অমন কথা বোলো না।—মানুষ ত।

ভবানী। আজকাল মানুষে মানুষ খায়। রাক্ষসের আর দরকার নাই। তাই তারা প্রস্থান করেছে।—দাদামহাশয়! খোলা সিন্ধুক পেলে সাধু চোর হয়। পার্ব্বতীবাবুর কোন দোষ নাই।

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি ছি বোলো না। তা কি হয় ভবানী। আর তাই যদি হয়—পার্ব্বতী! আমার জমীদারী নাও, আমার সর্ব্বস্ব নাও, শুধু আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো।

ভবানী। দাদামহাশয়!—আমি না বলে' থাকৃতে পাচ্ছি না। মা কালী! এই পাপ কলিযুগেও এ রকম মানুষ হয়!—পার্ব্বতীবাবু কেনো, এর পরে এঁর টাকায়ই এঁর জমীদারী কিন্‌তে চাও, পারো, কেনো।—আসুন দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। চল ভাই।—পার্ব্বতী আমায় ভালোবাসো। আমায় ঘৃণা কোরো না ভাই। [আলিঙ্গনোদ্যত]

ভবানী। চলে' আসুন। কোলাকুলি হয় শেয়ানে শেয়ানে। অন্য কোলাকুলি কলিযুগে—ভণ্ডামি!—আসুন। [উভয়ের প্রস্থান]

পার্ব্বতী। এ কি!—চোখে জল আসে কেন। না আমি পাষণ্ড! কি কাজ না করেছি, কি কাজ না কর্ত্তে পারি! এ ত তুচ্ছ!—বিশ্বেশ্বর! তুমি আমার মন গলাবে! এত অসার আমি নই। [হাস্য ও প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—শেষরাত্রি।

করুণাময়ী মৃত্যুশয্যায়। পার্শ্বে দয়াল।

করুণা। দুর্গানাম কর, দুর্গানাম কর। শুন্তে শুন্তে মরি।

দয়াল। কেন দিদি! কবিরাজ বলে' গিয়েছে, কোন ভয় নাই।

করুণা। কবিরাজ ঠিক বলে' গিয়েছে। আমার কোন ভয় নাই। আমি কারো অনিষ্ট করিনি। যা উচিত বুঝেছি, করে' গিয়েছি। মা দুর্গা চরণে স্থান দেবেনই। আমার আবার ভয়!

দয়াল। না আমি বল্‌ছি যে তুমি সেরে উঠ্‌বে দিদি।

করুণা। আমি সেরে উঠ্‌তে আর চাই না ভাই। কিসের জন্য বাঁচ্‌তে চাইব! তিনকুড়ি বয়স হয়েছে। জীবনে দুঃখ বৈ আর কিছু পাই নি। পাঁচ ছেলের মা হয়েছিলাম! চারিটী গিয়েছে। একটি আছে; তা সে থেকেও নেই। আর কি সুখে বেঁচে থাকৃতে চাইব!

দয়াল। মহিম আস্‌বে। ভেবো না। সে এতক্ষণ পথে।

করুণা। [সদীর্ঘনিশ্বাস] আমিও পথে।

দয়াল। আমি বল্‌ছি যে সে আস্‌বে। আমি কি মিছে বল্‌ছি! সেদিন বলেছিলাম সে আস্‌বে না, সে আসেনি। আজ বল্‌ছি সে আস্‌বে, সে আস্‌বেই। মায়ের পীড়া শুনে কি সে বসে' থাক্‌তে পারে!

করুণা। আস্‌বে? আসবে? কথন্?—আর কখন্ আস্‌বে! মর্ব্বার আগে একবার সেই চাঁদমুখখানি দেখ্‌তাম। দেখ্‌তে পেলাম না।

দয়াল। ওসব কি কথা বল্‌ছ! ছি দিদি!

করুণা। হায়রে মর্ব্বার সময়ও তারই কথা বার বার মনে হচ্ছে! কোথায় মায়ের নাম কর্ব্ব—দুর্গানাম কর। দুর্গানাম কর। ছেলে কে! কেউ না। আমার ছেলে নাই, কখন ছিল না। দয়াময়ি! এ অন্তিমকালে চরণে স্থান দিও মা। এ অন্ধকারে ছেড়ো না!—ভাই! সত্যই কি মহিম আমার এলো না!

দয়াল। আস্‌ছে। ব্যস্ত হও কেন দিদি! ঘুমোও।

করুণা। এই যে একবারেই ঘুমোচ্ছি! ভাই, আমি মরে' যাওয়ার পর মহিম যদি আসে, তা হ'লে তাকে বোলো যে আমি সুখে মরেছি, কোন কষ্ট হয় নি। সে এসে যদি কাঁদে, ত তাকে বুঝিও—বুঝিও যে

আমার মর্ব্বার সময় কোন কষ্ট হয় নি। শুধু একবার মরণকালে তাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম।—না সে কথা বলে' কাজ নেই। বাছা দুঃখ কর্ব্বে! বোলো আমি সুখে মরেছি। আর কিছু না। আর যদি সে না আসে—[কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

দয়াল। হারে মা!—দিদি মহিম আস্‌ছে। আজ রাত্রের মধ্যেই আস্‌বে। বোধ হয় প্রথম ট্রেণ ফেল হয়েছে।

করুণা। আস্‌বে? আস্‌বে? সত্য বল্‌ছ? সে আস্‌বে? তাই বল সে আস্‌বে। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, বল সে আস্‌বে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমি পরকালে যাই!—না সে আস্‌বে না, আস্‌বে না।

[মুখ ফিরাইলেন]

দয়াল। ঘুমাও দিদি!

করুণা। এই যে ঘুমোচ্ছি।—তবে মহিম এলো না! আমি তার বৌকে বকিছিলাম, সেই অভিমানে বাছা চলে' গিয়েছে; আর আস্‌বে না—ঐ পাখী ডাক্‌লো না?—ঐ যে!

দয়াল। হাঁ দিদি।

করুণা। তবে ভোর হয়েছে?

দয়াল। ভোর হ'ল বৈকি।

করুণা। তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি?

দয়াল। ঘুমিয়েছি বৈ কি।

করুণা। না ঘুমোও নি। তুমি সারারাত আমার শিওরে বসে' আছো। আমি যখনই চোখ মেলেছি, দেখেছি যে তোমার ঐ কালীবর্ণ মুখখানি—ঐ স্নেহময় চক্ষু দুটি আমার পানে চেয়ে আছে। দয়াল ঘুমোও গে যাও।

দয়াল। আমি ঘুমিয়েছি দিদি।

করুণা। ঐ পাখী ডাক্‌ছে।—দয়াল! জানালাটা খুলে দাও ত ভাই। একবার আমার ধানভরা ক্ষেত, আমার গানভরা বাগান, একবার—শেষবার প্রাণ ভরে' দেখে নিই। আর ত দেখ্‌তে পাবো না। খুলে দাও।

[দয়াল জানালা খুলিয়া দিলেন]

করুণা। ঐ সেই সব! এখনও জাগে নি! সব ঘুমিয়ে আছে। ওরে তোরা জাগ্‌। চেয়ে দেখ্‌ আমি যাচ্ছি, জন্মের মত তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। দেখ্‌।—দয়াল!

দয়াল। দিদি!

করুণা। একবার বাইরে যাও ত ভাই, আমার গাইটাকে একবার দেখ্‌বো। তার বাছুর হয়েছে। আমি দেখ্‌বো।

দয়াল। পরে দেখো।

করুণা। না দয়াল! পরে দেখ্‌বার আর অবকাশ হবে না। যাও ভাই!

[দয়ালের প্রস্থান]

করুণা। ঐ হাম্বারবে আমায় ডাক্‌ছে। রোজ নিজের হাতে করে' তার খাবার দিতাম। একদিন যদি দৈবাৎ না দিতে পার্ত্তাম, ত সে ভালো করে' খেত না; সারাদিন মুখ ভার করে' থাকৃতো। আমার মুখ ম্লান দেখ্‌লে তার চোখে জল আস্‌তো!—ঐ আবার ডাক্‌ছে।—এই যে আমি—ধবলী!—এই যে!—

দয়াল। [নেপথ্যে] এই যে দিদি এনেছি, দেখ।

করুণা। ঐ যে আমার গাই!—ধবলী! চল্লাম মা!—এখন থেকে

দয়াল তোমায় দেখ্‌বে। দয়াল—ভাই—আর—শেষ হ'য়ে এলো! মা দুর্গা!—মহিম তবে সত্যই এলো না। দু—র্গা— [মৃত্যু]

[দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। দিদি দিদি!—দীপ নিভে গিয়েছে।—একটা বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে গেল। একটা শিশিরবিন্দু পদ্মপত্র থেকে ঝরে' পড়ে' গেল। একটা সামগান উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।—যাও দিদি, পরপারে; যেখানে সব 'মা' জগন্মাতার কোলে শুয়ে আছে। পুত্রকন্যা নিষ্ঠুর। তাদের ভুলে যাও, মায়ের গলা জড়িয়ে ধর। শান্তি পাবে।—মা।—মেয়েকে কোলে তুলে নাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদকক্ষ। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

বিশ্বেশ্বর ও সরযূর প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। কি রকম নাতিনী! কেমন লাগ্‌ছে?

সরযূ। কি?

বিশ্বেশ্বর। জীবনটা! বেশ মধুময় ঠেক্‌ছে না!—যেন একটা অবাধ বসন্ত, অগাধ জ্যোৎস্না! আমাদের আর গ্রাহ্যের মধ্যেই বোধ হচ্ছে না—কেমন!

সরযূ। কি রকম?

বিশ্বেশ্বর। এই যখন কেউ ফেটিন হাঁকিয়ে যায় তার মত! আশে-পাশে যারা হেঁটে যাচ্ছে তারা যেন অত্যন্ত ছোট লোক।

সরযূ। কে বলেছে ?

বিশ্বেশ্বর। তুই।

সরযূ। কখন্ বল্লাম !

বিশ্বেশ্বর। আরে সব কথাই কি মুখে বল্‌তে হয় ! চোখে চোখেও অনেক কথা চলে।

সরযূ। চলে না কি !

বিশ্বেশ্বর। চলে না !—ওমা !—নূতন বৌ গুরুজনের দৃষ্টিজালের মাঝখান দিয়ে ঘোমটার ভিতর থেকে নূতন স্বামীর পানে চেয়ে নেয়—অমনি চোখে চোখে কতখানি কথাবার্ত্তা হ'য়ে গেল বল্ দেখি।

সরযূ। কি কথা ?

বিশ্বেশ্বর। সে কথার অর্থ এই যে, এরা সব শুধু ভবঘোরে ঘুরে মর্চ্ছে, তাদের মধ্যে মজা লুটছি যা, সে—তুমি আর আমি।

সরযূ। কখন না।

বিশ্বেশ্বর। আরে চটিস্ কেন দিদি! আমি সব জানি। আমি চিরদিনই কিছু এমনই ছিলাম না। আমারও একদিন ছিল। তখন—'মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়।'—যেদিন ফুলের মধু পান কর্ত্তাম, সুবাসিত বসন্তপবনহিল্লোলে গা ঢেলে দিতাম। তুই এখন সেই রকম কিনা।—নে, মিথ্যার রাজত্ব ভালো করে' ভোগ করে' নে। শীঘ্রই এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

সরযূ। যাবে নাকি ?—আমার যে ভয় কর্চ্ছে দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। তার দেরি আছে।—আমার প্রেমের ইতিহাস শুনিস্ নি ?

সরযূ। না। শোনা যাক্ দেখি আপনার প্রেমের কাহিনীটা !

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা তবে শোন্। আর তার সঙ্গে—তোরটা মিলিয়ে নিস্। শোন্!—প্রথম প্রণয়ে চন্দ্রালোকে—অর্থাৎ ছাদের উপর যখন আমরা দুজনে একা থাক্‌তাম, তখন আমি একবার সেই শ্রীমুখের পানে আর একবার চাঁদের পানে চেয়ে দেখ্‌তাম—কোন্‌টা বেশী সুন্দর ঠিক করে' উঠ্‌তে পার্ত্তাম না।

সরযূ। আর তিনি দেখ্‌তেন না?

বিশ্বেশ্বর। কে?

সরযূ। দিদিমা?

বিশ্বেশ্বর। তিনি!—ও বাবা!—আর কোন দিকে চাইবার তাঁর অবসর ছিল না। কিন্তু প্রেয়সী দেখ্‌তেন যে কি, সেইটে বুঝ্‌তে পার্ত্তাম না।—আমার গোঁফের ঝোপ, না চোখের ডোবা, না নাকের বাঁধ, না দাড়ির চষা ধানক্ষেত্র (কেননা একদিন না কামালেই সেটা নূতন চষা ধানক্ষেত্রের আকার ধারণ কর্ত্ত)। প্রেয়সী যখন আদর করে' আমার সেই শ্রীমুখে হাত বুলোতেন, তখন সেই চষা ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যেন কেউ মই দিয়ে যেত।—এই চেহারাখানা দেখ্‌ছিস্?

সরযূ। দেখ্‌ছি।

বিশ্বেশ্বর। কেমন চেহারা?

সরযূ। বেশ চেহারা।

বিশ্বেশ্বর। এঃ! তবে তুই নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিস্।—প্রেমে না পড়্‌লে এ চেহারাখানা যে চলনসই তা কেউ বল্‌বে না। অনেকেই আমাকে বাড়ীর চাকর ভেবে তামাক সাজ্‌তে বল্‌তো। আমি তাই রেগে এম্‌নি বাগিয়ে টেড়ি কাট্‌তাম যে চেহারাখানাকে প্রায় ভদ্রলোকের মত করে' তুলেছিলাম আর কি! এই দেখেই প্রেয়সী মুগ্ধ!—মিল্‌ছে?

সরযূ। তার পরে?

বিশ্বেশ্বর। বলি—মিল্‌ছে?

সরযূ। কতক। তার পরে!

বিশ্বেশ্বর। আমাদের মনে হোত যে পৃথিবীতে আর কেউ নাই—মা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, আছে কেবল 'প্রাণেশ্বর' আর 'প্রাণেশ্বরী'।—মিল্‌ছে?

সরযূ। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। আমাদের গল্প আর ফুরোতো না। আমি যদি বল্‌তাম যে, আমাদের ক্লাসে এক ছাত্র আছে তার নাম 'মহেন্দ্র', প্রেয়সী তার মধ্যে একটা রসিকতা অনুভব করে' হেসে আকুল! আর তিনি যদি বল্‌তেন যে তাঁর 'আতরকে' একদিন একটা ফড়িঙ্গে কাম্‌ড়েছিল, আমি হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌তাম।

সরযূ। কথাবার্ত্তা কি রকম চল্‌তো?

বিশ্বেশ্বর। প্রথমে দুই অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রিয়ে' তিনি বল্‌তেন 'নাথ'। তার পর তিন অক্ষরে উঠ্‌তাম। আমি বল্‌তাম 'প্রেয়সী' তিনি বল্‌তেন 'বল্লভ'। তার পরে চার অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রাণেশ্বরী' আর তিনি বল্‌তেন 'প্রাণেশ্বর'। তার পরে—ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।

সরযূ। আচ্ছা! বিরহে কি রকম হোত?

বিশ্বেশ্বর। রোজ একখানা করে' চিঠি।

সরযূ। কি লিখ্‌তেন?

বিশ্বেশ্বর। মাথামুণ্ড! 'তুমি ভালোবাস না আমি ভালোবাসি' পাকে চক্রে ঐ একই কথা।

সরযূ। তার পরে?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি! তার পরে তুই বল্।

সরযূ। আচ্ছা! তার পর আমি বল্‌ছি! শুনে যান।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা বল্। তুই তবে এই জায়গায় দাঁড়া, আর আমি ঐ জায়গায় দাঁড়াই।

সরযূ। কেন

বিশ্বেশ্বর। এখন তুই বক্তা, আর আমি শ্রোতা।

[উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন]

সরযূ। আচ্ছা—এখন শুনুন।

বিশ্বেশ্বর। শুন্‌ছি—

সরযূ। তার পরে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ালো জানেন?

বিশ্বেশ্বর। কি রকম?

সরযূ। আপনার বাড়ী ফির্‌তে দেরী হ'লে দিদিমার মেজাজটি ঠিক নবনীর মত মোলায়েম ঠেক্‌ত না। আর দিদিমার রান্না খারাপ হ'লে আপনার গলা ঠিক ইমন্‌কল্যাণ ভাঁজ্‌ত না।

বিশ্বেশ্বর। তা ভাঁজ্‌ত না।—তার পরে?

সরযূ। বাহির বাড়ী আর ভিতর বাড়ী যে আলাদা জায়গা, সেটা বেশ বোঝা যেতে লাগ্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। তা লাগ্‌ল। তার পরে?

সরযূ। তার পর যে অবস্থা দাঁড়ালো—সে ভয়ানক!

বিশ্বেশ্বর। [সাগ্রহে] কি রকম!

সরযূ। আপনি—অর্থাৎ প্রাণনাথ বাড়ীর কাছে একটা আড্ডা খুঁজে নিলেন—যাতে প্রাণনাথের কথাবার্ত্তা প্রেয়সীর শ্রবণগোচর না

হয়—অথচ ভাত হ'লেই চট্ করে' প্রাণনাথকে ডাকা যায়। রাত্রিকালে গহনার ফর্দ্দ দিতে দিতে প্রেয়সীর নাসিকাধ্বনি; সংসারের ঝঞ্ঝাটের তালিকা দিতে দিতে প্রাণনাথের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি; যবনিকা পতন; মশকের ঐক্যতান বাদন!—কেমন।—মিল্‌ছে কি না!—

বিশ্বেশ্বর। ওরে! ঠিক মিল্‌ছে!—তুই এসব জান্‌লি কেমন করে'?

সরযূ। কল্পনায়। আপনার ত কল্পনাশক্তি নেই!

বিশ্বেশ্বর। কল্পনাশক্তি অত নেই।

সরযূ। তার পর শুনুন—তখনকার অবস্থার সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হোত না। বরং বর্ষার সঙ্গে কতক সাদৃশ্য ছিল।

বিশ্বেশ্বর। বর্ষার সঙ্গে?

সরযূ। অন্ততঃ তার সঙ্গে গর্জ্জন বর্ষণ আর বিদ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল—মিল্‌ছে কিনা?

বিশ্বেশ্বর। ওরে অক্ষরে অক্ষরে মিল্‌ছে।—ঐ যে তোর প্রাণেশ্বর দূরে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের মত চেয়ে আছে। ও চাহনির অর্থ—'সরে' যা না বুড়ো।'—এই আমি যাচ্ছি— [প্রস্থানোদ্যত]

সরযূ। যাবেন কেন!

বিশ্বেশ্বর। না না, নৈলে তোর প্রাণেশ্বর চটে' যাবে।

সরযূ। না চট্‌বেন কেন!

বিশ্বেশ্বর। আমি থাক্‌লে 'প্রেয়সী' সম্বোধনটা মুখ দিয়ে বেরোতে তোর প্রাণেশ্বরের ঠোঁটে বেধে যাবে;—ঠিক, সে রকম করে' হাত ধরে', ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্‌তে পার্ব্বে না—"প্রেয়সী আমি তোমারই।"

সরযূ। আচ্ছা দেখুন না।

বিশ্বেশ্বর। দেখ্‌বি।—বলি ও ভায়া, এদিকে এসো। লম্ফ দাও! হাঃ হাঃ হাঃ—এসো ভায়া!—ঐ যে আস্‌ছে।—চুপ্‌।

মহিমের প্রবেশ।

মহিম। [নতমুখে] আপনি ডাক্‌ছিলেন?

বিশ্বেশ্বর। ঐ ডাকার অপেক্ষায় ছিলে কিনা!—এঁকে চেনো?—কি! নীরব রৈলে যে! একবার—কি বলে' এঁকে ডাক, ডাক ত! 'প্রিয়তমে' 'প্রাণেশ্বরী' না 'প্রেয়সী' কি বলে' ডাক? একবার ডাক ত। না হয় নাম ধরে'ই ডাকো। 'সরযূ—উ-উ-উ'—আহা কি মধুর! আমার জিভেই জড়িয়ে যাচ্ছে, তা তোমার!—পার্ব্বে কেন। আমার অনেক দিনের অভ্যাস, তবু নাম ধরে' ডাক্‌তে ডাক্‌তে কেমন ঘুমিয়ে পড়ি। আর দেখি যে ডাকা হ'ল না!

সরযূ। দাদামহাশয় যে কি বলেন তার ঠিকানা নাই!

বিশ্বেশ্বর। উন্মাদের প্রলাপ!—কি ভায়া চুপ্‌ করে' রৈলে যে! মুখ নীচু করে' রৈলে যে! আবার—নাতিনীর পানে আড়ে আড়ে চাওয়া হচ্ছে। আবার উনিও—হুঁ!

[সরযূ হাসিয়া ফেলিলেন]

বিশ্বেশ্বর। ওরে! ওরে! আমি আর তোর দিদিমা ঠিক এই রকম কর্ত্তাম রে, ঠিক এই রকম কর্ত্তাম!—কি দিনই গিয়েছে! [দীর্ঘ নিঃশ্বাস] তবে এতক্ষণ চোখে চোখে কথা হচ্ছিল—এখন খানিক মুখে মুখে হোক্‌।—নাতিনী! নাতজামাই আমার বোবা নাকি!—আচ্ছা আমি সরে' যাচ্ছি! [প্রস্থান]

মহিম ও সরযূ পরস্পরের দিকে চাহিলেন; পরে মহিম অন্তর্হিত

বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিলেন; পরে অগ্রসর হইয়া সরযূর করতল স্বীয় করতলে গ্রহণ করিলেন; পরে আবার নেপথ্যে চাহিলেন; পরে কহিলেন "সরযূ।"

সরযূ। কি!

মহিম। বলি—বলি—ভালো আছ?

সরযূ। হাঁ বেশ আছি। তারপর?

মহিম। এঁ—এঁ—এঁ—বেশ বাতাস বৈছে!

সরযূ। সুন্দর!

মহিম। সরযূ!

সরযূ। কি!—

মহিম। আমি তোমারই!

সরযূ। শুনে সুখী হ'লাম!

মহিম। আমি তোমায় ভালোবাসি।

বিশ্বেশ্বর। [উঁকি মারিয়া] এখন পাখী পড়্‌ছে ত বেশ।

মহিম ত্রস্ত হইয়া সরযূর হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সরযূ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিশ্বেশ্বর। যাচ্ছি, পড়, আত্মারাম পড়। [প্রস্থান]

মহিম। খাসা চাঁদ উঠেছে! ছাদে যাবে?

সরযূ। চল

উভয়ের প্রস্থান ও ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। দাদামহাশয়! ভেবেছেন কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না! পাচ্ছে—একজন দেখ্‌তে পাচ্ছে; আর কাঁদ্‌ছে। আপনি যতই হাস্‌ছেন সে ততই কাঁদ্‌ছে। আপনার মুখে হাসি অন্তরে ক্রন্দন।

যাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে তাকে এত ভালবাস্‌তে নাই দাদামহাশয়! সে আজন্ম পরের সম্পত্তি। লোকে মেয়ে মরে' গেলে কাঁদে কেন জানি না। [প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন।

স্থান—প্রসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্নারাত্রি।

মহিম ও সরযূ।

মহিম। তোমার দাদামহাশয় তোমায় খুব ভালোবাসেন?

সরযূ। উঃ!

মহিম। তুমি তাঁকে খুব ভালোবাসো?

সরযূ। তাঁকে?—জগতে আর কাউকে এত ভালোবাসি না। আমি দাদামহাশয়ের জন্য প্রাণ দিতে পারি।

মহিম। আর আমার জন্য?

সরযূ। তোমার সঙ্গে ক'দিনের পরিচয়?

মহিম। অচ্ছা বেশ!

সরযূ। কি অভিমান কর্লে! [হাত ধরিয়া] ছিঃ!—চোটো না।

মহিম। [হাত ছাড়াইয়া] যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। বাসি। কারণ তুমি আমার স্বামী। এ ভালোবাসা অভ্যাসগত। আর দাদামহাশয়কে যে ভালোবাসি সে ভালোবাসা প্রকৃতিগত!

মহিম। সেইটেই বেশী!

সরযূ। নিশ্চয়। তাঁর আর তোমার মধ্যে তফাৎ অনেক।

মহিম। কি তফাৎ?

সরযূ। আমি যদি মরে' যাই ত দাদামহাশয় শোকে অন্ধ হ'য়ে যাবেন; আর তুমি বৎসর না যেতেই একটা নতুন বিয়ে কর্ব্বে।

মহিম। কখন কর্ব্ব না।

সরযূ। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো।

মহিম। কি রকম করে'!

সরযূ। [সহাস্যে] সত্যই মরে' দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে তোমরা স্বামীর জাত কি ভণ্ড।

মহিম। কিসে?

সরযূ। প্রথম ভালোবাসা দেখাও—সমুদ্র তরঙ্গের মত বেলার উপর বাহু তুলে যেন তাকে গ্রাস কর্ত্তে আসো। তারপর তৃপ্তি হ'লে সেই সমুদ্রতরঙ্গের মত অবসাদে বেলা থেকে সরে যাও'।

মহিম। আমি তোমায় সে রকম ভালোবাসি না।

সরযূ। কি রকম বাসো?

মহিম। এ ভালোবাসা আকাশের মত অনন্ত, উদার, স্বচ্ছ।—এর শেষ নাই, তৃপ্তি নাই। এ ভালোবাসা পর্ব্বতের মত অটল, ধ্রুবতারার মত স্থির।—হাস্‌ছো যে!—যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। তোমার কবিতা শুন্‌ছিলাম!—তোমার মা কেমন আছেন! কোন চিঠি পেয়েছো?

মহিম। এর মধ্যে সে কথা আসে কোথা থেকে?

সরযূ। কথাটা এর মধ্যে নয়, এর বাইরে।—আচ্ছা! 'মা' জিনিষটা বড় গন্ধময়। না?

মহিম। কেন?

সরযূ। নৈলে ছুটিটায় একবার তাঁর কাছে গেলেও না! দাদাশ্বশুর-

বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলে! চক্ষুলজ্জাও নাই! এখানে কচ্ছ কি! সেখানে যে তোমার মা শূন্যনয়নে তোমার পথ চেয়ে আছেন।

মহিম। কে বল্লে?

সরযূ। আমি জানি। সে কথা আবার কারো বল্‌তে হয়?— হায় স্বামী! মা চিন্‌লে না। চিন্‌বে সেইদিন, যেদিন হারাবে।

মহিম। তুমি চিনেছ?

সরযূ। হাঁ—আমি যে হারিয়েছি। ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না। তোমার বৃদ্ধা মা একাকিনী সাশ্রুনয়নে পথের দিকে চেয়ে আছেন, আর তুমি এখানে একটা নগণ্য নারীর পায়ের তলায় পড়ে' আছ!—যাকে একবৎসর আগে চিন্তে না, যার একমাত্র গুণ আছে, সে গুণ রূপ যৌবন!

মহিম। তা হ'লে তোমার ইচ্ছা নয় যে এখানে আমি থাকি।

সরযূ। ইচ্ছা যে এখানে থাক—কিন্তু মাকে ছেড়ে নয়। প্রেমের পায়ে নিজের স্বার্থ বলি দিতে পার—কিন্তু কর্ত্তব্য নয়, মাতৃভক্তি নয়।

মহিম। সে আমার বিচার্য্য। তোমার কি!—তোমার কাজ আমায় আদর, চুম্বন, আলিঙ্গন দেওয়া।

সরযূ। আমি তোমর গণিকা নই। আমি তোমার স্ত্রী।—তোমার জন্য আমার ভয় হয়।

মহিম। কেন?

সরযূ। তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পার জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নেই। মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল, জীবনে প্রথম মহাশিক্ষা, মনুষ্য প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম; মাতৃভক্তি—যার কোমল করস্পর্শে কর্ত্তব্যের কাঠিন্য খসে' পড়ে, ভক্তি

স্নেহে হাস্য করে—যে কর্ত্তব্য তর্কের ধার ধারে না, যুক্তির সাহায্য চায় না, বিধি ও বিধান মানে না ; মাতৃভক্তি—যা একটা স্বর্গীয় প্রতিভায় মানব-জীবনকে মণ্ডিত করে, সানন্দে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করে, আত্মাকে দীপ্ত করে, অভ্যাসগত সংস্কারকে জীবনের মূলমন্ত্র করে, মানুষের সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির উপর রাজত্ব করে, ঘটনার বিপর্য্যয়ের উপর ক্রীড়া করে, জরার ম্রিয়মাণ শক্তি সঞ্জীবিত করে, আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে ;—যে এই মাতৃভক্তির কাঙ্গাল, তার আর কি আছে! সে জীবনে কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারে! তাই বল্‌ছিলাম—সাবধান! সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই—ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।—বল, তোমার মা ভাল আছেন?

মহিম। আ—ছেন।

সরযূ। মিথ্যা কথা। নিশ্চয়ই তিনি ভাল নাই। সত্য কথা বল। তাঁর অসুখ?

মহিম। বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। আবার মিথ্যা কথা! আমি তোমার স্ত্রী, আমার কাছে মিথ্যা কথা!—না, মনে হচ্ছে যে তোমার মায়ের সংঘাতিক পীড়া হয়েছে। না? কি! চুপ করে' রৈলে যে! বুঝেছি। তোমার মা এখন কোথায়? আমি তাঁর দাসীত্ব স্বীকার করেছি। তাঁর পীড়ায় আমি তাঁর সেবা কর্ব্ব। তুমি না যাও, আমি যাবো। তাঁর কি হয়েছে বল।

মহিম। নিউমোনিয়া—বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। তবে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা মিথ্যা নয়?—আমি যাবো তাঁর কাছে। আজই যাবো। তুমি এখানে থাক। শৈশবে মা হারিয়েছি। সেবা করে' সাধ মেটে নি। মা বলে' সাধ মেটে নি। আর

এক মা পেয়েছি যদি, সেবার সাধটা তাঁকে সেবা করে' মেটাবো আমি যাবো।

মহিম। তোমার এ অবস্থায় কোন জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

সরযূ। উচিত নয়! তুমি তাঁর ছেলে হ'য়ে এই কথা বল্‌ছো! তোমার মা যিনি তোমার গর্ভে ধরেছিলেন—বল তোমার মা এখন কোথায়?

দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল। স্বর্গে!—উৎসব কর মহিম! আপদ দূর হয়েছে। তাঁর মৃতদেহের উপর তোমরা দুজন তাণ্ডব নৃত্য কর। তোমাদের বালাই গিয়েছে।

সরযূ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে?

দয়াল। বৌমা! ধন্য তোমরা এই বৌজাতি! তোমরা স্বামীকে পশুর অধম করে' ফেল, ভাইকে ভায়ের শত্রু কর, পুত্রকে মায়ের কোলে থেকে ছিনিয়ে নাও! ধন্য জাতি! বলিহারী!—আর তুমি মহিম! নীচ পাষণ্ড, মাতৃহন্তা! নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়! তোমাকে অভিশাপ দিই, যেন আহারে ভাতের মুঠো মুখে তুল্‌তে তা ভস্ম হ'য়ে যায়;—আর সর্ব্বসময়ে তোমার মায়ের মরামুখ দেখে যেন তুমি শিউরে ওঠো, আমি তোমায় এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম। মনে রেখো।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বাগান বাড়ী। কাল—রাত্রি।

পার্ব্বতীর বন্ধুবর্গ—নানারূপ অবস্থায় অবস্থিত। দূরে খানসামা ইত্যাদি আহার পাত্রাদি গুছাইতেছিল।

নীলমাধব। আজকের পার্টি বেশ জমকালো রকম হবে।

সারদা। এবার দুর্ভিক্ষ হবে বোধ হয়।

বিনোদ। ওরে বিন্দে তামাক সাজ্।

অনুকূল। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর বড় অসুখ।

সারদা। প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে যে বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন নি।

নীলমাধব। এবার শীত পড়েছে খুব।

নবীন। ওহে গীতগোবিন্দ তোমার কেমন লাগে?

হরি। ওরে সোডা এনেছিস্ ত?

চন্দ্র। তোমার ছেলেপিলে ক'টি?

সারদা। অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয় নি। তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে।

কালী। ওহে! Give me a glass of liquid fire—distilled damnation.

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

অনুকূল। এই যে পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। কৈ! এখনো আসিনি?

অনুকূল। জাপানীরা যে দিন পোর্ট আর্থর দখল কর্লে, সে দিন আমাদের আপিশে যারা রুষিয়ার পক্ষে ছিল তারা তামাক খায় নি।

নীলমাধব। বল কি !—এই যে—

সারঙ্গীসহ বাইজি-বেশে শান্তার প্রবেশ।

চন্দ্রকান্ত। এই যে সরে' দাঁড়াও, সরে' দাঁড়াও। বাইজির জন্য রাস্তা কর, রাস্তা কর। [রাস্তা করিতে লাগিলেন]

নীলরতন চাদর দিয়া রাস্তা ঝাড়িতে লাগিলেন।

বিনোদ চাদর দিয়া শান্তাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

সারদা প্রশান্তভাবে তামাক টানিতে টানিতে অনুকূলের সহিত নিম্নস্বরে গল্প করিতে লাগিলেন। প্রেমতোষ গিয়া শান্তার হাত ধরিয়া কহিলেন "আসুন"—

শান্তা। হাত ছাড়ুন। [ছাড়াইয়া লইলেন]

প্রেমতোষ। ও বাবা ! এ ত বাইজি নয়, এ যে গোখ্রো সাপ। একেবারে ফণা তুলে ফোঁস্ করে' উঠ্লে যে! এস চাঁদ [পুনরায় তাহার হাত ধরিতে উদ্যত]

শান্তা। খবর্দ্দার, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না।

প্রেমতোষ। ওহে পার্ব্বতী [মাথা ঝাঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন]

কালী। ওহে! বেশ বাংলা বল্ছে ত! 'স্পর্শ কর্ব্বেন না'—বেশ বলেছে! এ যে অত্যন্ত ভদ্র রকম বাইজি। Is she a vision ! Or a fairy ! She seems to me too fine to be a woman.

পার্ব্বতী। এত রোখ কিসের চাঁদ! তুমি ত বেশ্যা।

শান্তা। যার মাতা বেশ্যা পিতা লম্পট সে বেশ্যা না হ'য়ে কি স্বর্গের দেবী হবে? তথাপি আমি বেশ্যা নই।

সকলে চমকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন।

বিনোদ। তুমি বেশ্যা নও!—তবে কি তুমি খড়দার মা গোঁসাই!

শান্তা। ওঃ! অস্বীকারও যে কর্ত্তে পারি না। এ কলঙ্ক এ অপবাদ বিধাতা আমার কপালে দেগে দিয়েছেন। আমি কি কর্ব্ব!—যাক্। মহাশয় গান আরম্ভ হবে?

পার্ব্বতী। তোমার সঙ্গে কি শুদ্ধ গাইবার বন্দোবস্ত হয়েছে, না নাচ্‌বে?

শান্তা। আজ্ঞে না শুদ্ধ গাইব।

চারু। আর আমরা চোখ বুজে শুন্‌বো!—এটা কি উপাসনা মন্দির পেয়েছো!

নীলরতন। আচ্ছা গাও—

শান্তা। [সারঙ্গীদিগকে] ধর।

সারঙ্গীরা সারঙ্গ কোলে লইয়া বসিয়া বাঁধিতে লাগিল।

পার্ব্বতী। দাঁড়াও! আগে 'ইশূ' ধার্য্য করে' নেই! তুমি শুদ্ধ গায়িকা হিসাবে এখানে এসেছো?

শান্তা। আজ্ঞে হাঁ।

পার্ব্বতী। তা হবে না।

শান্তা। মহাশয়ের অভিরুচি।

[চলিয়া যাইতে উদ্যত]

পার্ব্বতী। যাচ্ছ কোথায়!—আগাম টাকা নিয়ে—

একজন সারঙ্গী নোটসহ টাকার পুঁট্‌লি ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। পরে সারঙ্গী ও শান্তার প্রস্থান।

নীলরতন। উঃ! একেবারে যে কুইন সেমিরেমিস্।

প্রেমতোষ। আজকের আমোদটাই মাটি করে' দিলে।—ওহে ডাক ডাক, গানই গাক্, তা আর কি হবে। চারু! ডাক।

চারু বাহিরে গিয়া শান্তা ও সারঙ্গীকে ডাকিয়া আনিল।

পার্ব্বতী। আচ্ছা গাও। তুমি কেমন তা আর একদিন দেখে নেবো।

শান্তা। [সারঙ্গীকে] ধর।

সারঙ্গীরা সারঙ্গ বাঁধিতে লাগিল।

সারদা। [অনুকূলকে] তুমি গণ্ডমূর্খ।

অনুকূল। তুমি গোমূর্খ।

সারদা। ১৪১৫ শাল।

অনুকূল। ১৪১৬ শাল।

সারদা। বেয়াদব!

অনুকূল। চোপ্‌রাও!

পার্ব্বতী। কি হয়েছে! কি হয়েছে!

সারদা। Battle of Agincourt ১৪১৫ শাল।

অনুকূল। হাঁ Battle of Agincourt ১৪১৬ শাল।

সারদা। নরাধম!

অনুকূল। গর্ভস্রাব!

সারদা। এসো ত [আস্তিন গুটাইলেন]

অনুকূল। এসো না দেখি [আস্তিন গুটাইলেন]

পার্ব্বতী। আরে কর কি! কর কি!—হয়েছে কি?

সারদা। Battle of Agincourt [ঘুঁষি তুলিলেন]

অনুকূল। হাঁ Battle of Agincourt [ঘুঁষি তুলিলেন]

সারদা। ১৪১৫ শাল [হুঙ্কার]

অনুকূল। ১৪১৬ শাল [হুঙ্কার]

চারু। আরে Battle of Agincourt কোন্ শালে—তা নিয়ে ঘুঁষোঘুঁষি কেন?—আর এখানেই বা কেন! আমোদ কর্ত্তে এসেছো!

সারদা। আচ্ছা—এসো, বাইরে এসো [মালকোঁচা মারিলেন]

অনুকূল। এসো না [মালকোঁচা মারিলেন]

সারদা। মাঠে চল।

অনুকূল। চল।

সারদা। [লাফাইতে লাফাইতে] Battle of Agincourt.

অনুকূল। [লাফাইতে লাফাইতে] Battle of Agincourt.

উভয়ে। Battle of Agincourt. [হুঙ্কার ও নিষ্ক্রান্ত]

পার্ব্বতী। আরে! এরা করে কি! Battle of Agincourt নিয়ে এদের এত মাথাব্যথা কেন!

কালী। হাঁ বীর বটে! সত্য সত্যই যেন দুজন Battle of Agincourt কর্ত্তে গেল! মালকোঁচা মেরেছে, আস্তিন গুটিয়েছে, ঘুষি তুলেছে, লাফিয়েছে, আর কি চাও? Strange all this difference should be betwixt Tweedledum and Tweedledee.

শান্তা। মহাশয় গাইব?

পার্ব্বতী। গাও।

কালী। রোস, আগে battle of Agincourt কোন্ শালে ঠিক হ'য়ে যাক্! আমার একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। রাত্রে ঘুম হয় না।

[সকলে হাসিলেন]

পার্ব্বতী। তুমি হিন্দী গাও না বাঙ্গালা গাও?

শান্তা। দুই গাই।

কালী। ত'বে একটা বাঙ্গালাই গাও—যা বুঝি। হিন্দী is Greek to me.

প্রেম। না আগে একটা হিন্দী হোক্—[সুরে] আরে সৈঁইয়া।

কালী। ওস্তাদ!

চন্দ্র। না না, বাংলাই গাও—সৈঁইয়া মেইয়া রেখে দাও। বাংলাই গাও।

নীল। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত নয়।

বিনোদ। ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে চল্‌বে না।

কালী। দেখ না কি গায়। Perhaps it may turn out song perhaps turn out a sermon.

পার্ব্বতী। আগে একটা হিন্দী গাও।

শান্তা। যে আজ্ঞে।

শান্তার গীত।

পল খন সোঁ পাগে ঝারো রিম
যব ঘর আই প্যারা মোরা।
গারেঁয়া লাগাউঁ তবত বুঝাউঁ—
তন মন ধন সবোয়ারা।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ।

প্রেম। এ আবার কে।

পার্ব্বতী। [চমকিয়া] তুমি!—এখানে!

হিরণ্ময়ী। বাঃ! খাসা সজ্জিত বিলাসভবন, চমৎকার উজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষ, অপার্থিব প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত।—[পার্ব্বতীকে] কি! মুখ যে ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। সে কথা বল্‌বো না, ভয় নাই। রাস্তা

দিয়ে যাচ্ছিলাম, আলোকিত উদ্যানভবন দেখ্‌লাম, হাস্যবিজড়িত সুন্দর সঙ্গীত শুন্‌লাম, ভাব্‌লাম একবার উঁকি মেরে দেখে যাই যে এখানে কি রকম প্রেতের নৃত্য হচ্ছে।

পার্ব্বতী। তা—এখন যাও।

হিরণ্ময়ী। একটু থাক্‌লামই বা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পথ কর্দ্দমাক্ত। শীতের প্রখর বাতাস বৈছে। সেই কালরাত্রির কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল সেই পাষণ্ডকে একবার দেখে যাই।

পার্ব্বতী। দরোয়ান।

হিরণ্ময়ী। কিছু বল্‌ছি না; ভয় নাই! এখন এই সুসজ্জিত নাট্যশালায় এই গীতমুখর দীপোদ্ভাসিত বিলাসমন্দিরে, যদি সে কথা উচ্চারণ করি—তা হ'লে সঙ্গীত ভয়ে থেমে যাবে, আলো আতঙ্কে মুখ ঢাক্‌বে, হাস্য আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌বে।

পার্ব্বতী। এই দরোয়ান!

হিরণ্ময়ী। তার পর সেই অন্ধকারে হঠাৎ শ্মশানের চিতা ভুপ্‌ করে' জ্বলে' উঠ্‌বে, সুবাসিত বাতাস পচা হাড়ের দুর্গন্ধ বমন কর্ব্বে, মাটী ফুঁড়ে শয়তানের দল লাফিয়ে উঠ্‌বে। না, সে কথা প্রকাশ কর্ব্ব না। সে কথা শুন্‌লে বন্ধু বন্ধুর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইতে পার্ব্বে না, স্ত্রী স্বামীর আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছোরা দেখ্‌বে, সন্তান মাতৃস্তন্যে বিষ আছে বলে' সন্দেহ কর্ব্বে। কিছু প্রকাশ কর্ব্ব না, ভয় নাই! তবু ইচ্ছা করে যে একবার সে কথা রাষ্ট্র করে' দেই, পরে কি হয় একবার দেখি। একবার বলে' দেখ্‌বো কি হয়?

পার্ব্বতী। কোথা থেকে এক উন্মাদ এসে জুট্‌লো! নিকালো—

হিরণ্ময়ী। কি! উন্মাদ?—নিকালো? তবে বলি!—না,

বল্‌বো। এ কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব! আর চেপে রাখ্‌তে পারি না।—মহাশয়েরা! আমি পাগল নই! যে কথা আজ বল্‌ছি তা উন্মাদের প্রলাপ নয়।

পার্ব্বতী। দরোয়ান দরোয়ান [বাহিরে দরোয়ান ডাকিতে গেলেন]

হিরণ্ময়ী। ঈশ্বরকে আমরা সাক্ষী মানি, কিন্তু তিনি কথন সাক্ষ্য দেন না। তিনি হাত গুটিয়ে বসে' আছেন। মরা মানুষ সাক্ষ্য দেয় না;—শুধু স্থির, পারদপাংশু, দৃষ্টিহীন নেত্রে চেয়ে থাকে। কিন্তু আমি যা এই সভায় প্রকাশ কর্ব্ব, তার প্রত্যেক অক্ষর যে কোন বিচারালয়ে প্রমাণ কর্ত্তে পারি।—না, আমি উন্মাদ নই। এই কৃশা, চীরবসনা, রুক্ষকেশা, ধূলিধূসরিতা ভিখারিণী—সম্ভ্রান্তকুলের শিক্ষিতা মহিলা।

পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ।

পার্ব্বতী। দরোয়ান গেল কোথা?—বেরিয়ে যা বল্‌ছি, নৈলে—

হিরণ্ময়ী। মহাশয়েরা এই যে আপনাদের সম্মুখে নিরীহ ভদ্রের মত পোষাক পরা ব্যক্তিকে দেখ্‌ছেন,—এ ব্যক্তি শঠ, ব্যভিচারী, হত্যা—

পার্ব্বতী। [দৌড়িয়া গিয়া হিরণ্ময়ীর কণ্ঠদেশ সজোরে ধরিয়া] চোপ্‌রও—

হিরণ্ময়ী। রক্ষা কর—রক্ষা কর—[গলদেশ ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন] আমি একথা—আজ—প্রকাশ করে'—তবে মর্ব্বো।—রক্ষা কর।

শান্তা। সম্মুখে নারীহত্যা হয়; আর পুরুষ সবই পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির! যখন পুরুষ এমন কাপুরুষ—তখন পুরুষের কাজ নারীরই কর্ত্তে হয়। [দৌড়িয়া গিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠদেশ ধরিয়া] ছেড়ে দাও—ছাড় এই মুহূর্ত্তে—নহিলে—

পার্ব্বতী। [হিরন্ময়ীকে ছাড়িয়া] চোপ্‌রও! [শান্তার কণ্ঠদেশ ধরিলেন]

"এর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি"—এই বলিয়া শান্তা স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একখানি শাণিত দীপ্ত ছোরা বাহির করিয়া পার্ব্বতীর বক্ষে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সাবধান !"

পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ শান্তাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে হেলিলেন। শান্তা কিন্তু ছোরা হস্তে পূর্ব্ববৎই দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "কে তুমি!—কে তুমি!"—এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত।

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও কালীচরণ।

পরেশ। তাওউই মহাশয়, আপনি দুহাতে সম্পত্তি বিলিয়ে দিচ্চেন—শেষে যে হাত ধুয়ে রাস্তায় বস্‌তে হবে।

বিশ্বেশ্বর। যখন বস্‌তে হবে বস্‌বো।

পরেশ। তবু বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। যতদিন আছে—বিলোতে হবে বৈকি!

পরেশ। আর কি আছে যে বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। সে কি বাবাজি! এই বাড়ীখানা কি সহজ ব্যাপার বিবেচনা কর বাপু!—আর জমীদারি!

পরেশ। সে ত একে একে বিক্রয় হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়!—তবে টাকা আস্‌ছে কোথা থেকে?

পরেশ। সে তো নিলাম খরিদের বাকি টাকা আমমোক্তার যা দয়া করে' এনে দিচ্ছে।—তাও জানেন না? এখন আপনার জমীদারির আয় কত জানেন?

বিশ্বেশ্বর। কত?

পরেশ। কিছু খবর রাখেন না?

বিশ্বেশ্বর। না।

পরেশ। আশ্চর্য্য!—আচ্ছা, জমীদারির আয় একলাখ হবে?

বিশ্বেশ্বর। তা হবে!

পরেশ। না, ৫০,০০০৲?

বিশ্বেশ্বর। মোটে!—

পরেশ। তাও যে নেই।

বিশ্বেশ্বর। নেই নাকি?

পরেশ। এখন বার্ষিক আয় ১০,০০০৲ হবে কিনা সন্দেহ।

বিশ্বেশ্বর। সে কি!—

পরেশ। ছিল দুলাখ্‌, হয়েছে দশ হাজার।

বিশ্বেশ্বর। বটে! বাকি একলাখ্‌ ৯০ হাজার কি হ'ল?

পরেশ। রেভিনিউ না দেওয়ায় নিলাম হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। যাক্‌—আপদ গিয়েছে।

পরেশ। আপনার গোমস্তা খাজনা আদায় করে' টাকা নিজেই গাপ্‌ করেছে।

বিশ্বেশ্বর। করেছে নাকি!—কেন কর্ল? চাইলেই ত দিতাম!

পরেশ। তার উপরে পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গে ষড়্‌ করে' বিনা ইস্তাহারে জমীদারি নিলাম করিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। নীলাম করিয়েছে?—না না তা কি হয়! তুমি শুন্তে ভুলেছ।

পরেশ। শুন্তে ভুলেছি!—আগে তাই শুন্তে পেতাম; এখন বিশেষ তদন্ত করে' জেনেছি।—শুনুন, এখনও একটু হাত গুটোন; নৈলে দুদিন পরে যে খেতে পাবেন না; সাফ খেতে পাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। [হাসিয়া] তাও কি হয় বাবাজি!

পরেশ। জমীদারি যা আছে এখন থেকে আমি দেখ্‌ছি—আপনি হাত গুটোন।

বিশ্বেশ্বর। হাত কখন গুটোন যায়? গরীব চাইলে যে চোখে জল আপনি আসে, হাত যে আপনি এগিয়ে যায় তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধর্ত্তে। থাকৃতে দেবো না! একি হয় বাবাজি!

কালীচরণ। The robbed that smiles, steals something from the thief. [প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। পরেশ! নিজের বাড়ীর খরচ চেষ্টা কর্লে কমাতে পারি। কিন্তু পরের দুঃখ মোচন কর্ত্তে হাত কি গুটোন যায় বাবাজি! তুমি জান না যে ত্যাগে কি আনন্দ, দানে কি সুখ! চক্ষের জল মুছিয়ে দেওয়া, শুষ্ক ওষ্ঠপুটে হাসি ফোটান, ম্লান মুখ উজ্জ্বল করা—এ যে একটা সৃষ্টি। কঠোরকে ভালোবাসান, পাপীকে কৃতজ্ঞ করা—তুমি জান না পরেশ—ছেলে মানুষ—হেঁ হেঁ হেঁ—নিতান্ত ছেলে মানুষ!

পরেশ। আর এদিকে জমীদারি যে একে একে সব পার্ব্বতী কিনে নিল।

বিশ্বেশ্বর। নে'ক। তার ত আনন্দ হচ্ছে।

পরেশ। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। [প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। পরেশ বড় চটেছে।—ও কে? দয়াল না! তাইত দয়ালই ত!—এসো দয়াল। এ যে অনেক দিন পরে!

দয়ালের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। এসো আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু—[ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া কোলাকুলি করিয়া] দেশ থেকে এলে কবে?

দয়াল । আজই ।

বিশ্বেশ্বর । ওঃ ! কতদিন তোমায় দেখিনি ?—আমার সরযূ ভাল আছে ?

দয়াল । চমৎকার !

বিশ্বেশ্বর । আর মহিম !

দয়াল । ততোধিক ।

বিশ্বেশ্বর । বোস বোস সরযূর কথা বল ! কতদিন যে তাকে দেখিনি—নিজের অসুখ, বাতে পঙ্গু—যাক্ সরযূর সঙ্গে তোমার প্রায়ই দেখা হ'ত ?

দয়াল । তা হ'ত ।

বিশ্বেশ্বর । সে আমার কথা তোমায় বল্‌তো !—বল্‌তো যে সে আমায় এখনও ভালবাসে !

দয়াল । তা আর বাস্‌বে না !—তার যে বিয়ে দিয়েছো !

বিশ্বেশ্বর । কি বিয়ে দিয়েছি !

দয়াল । চমৎকার ! এমন সোণার প্রতিমাকে এক চণ্ডালের হাতে সঁপে' দিয়েছ ।

বিশ্বেশ্বর । সে কি !—

দয়াল । তার অবস্থা একবার নিজে গিয়ে দেখে এসো !—তাকে এখন দেখ্‌লে চিন্তে পার্ব্বে না ।

বিশ্বেশ্বর । কেন !

দয়াল । কেন আবার ! মনের কষ্টে, অনাহারে—,

বিশ্বেশ্বর । অনাহারে ! কেন ! আমি মাসে তাকে ৫০০ টাকা পাঠাই, তা কি পাঠান হয় না ?—পরেশ ।—

দয়াল। পাঠান ঠিক্ হয়। তবে তোমার সাধের নাত্‌জামাই সেই পাঁচশর মধ্যে চারশ যে এক বেশ্যার পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর। কি! কার পায়ে ঢেলে দিচ্ছে?

দয়াল। কার পায়ে আবার! সেই গণিকার পায়ে!—বেছে বেছে পাত্র খুঁজে বের করেছিলে খুব! তোমার সম্পত্তি এক বেশ্যার ভোগে লাগ্‌ছে।—বলিহারি!

বিশ্বেশ্বর। তুমি কি বল্‌তে চাও যে মহিম এক গণিকা রেখেছে?

দয়াল। সে কি তুমি জান না? শোননি?

বিশ্বেশ্বর। না। দিদি ত সে রকম কিছু লেখেনি!

দয়াল। লেখেনি যে সে খেতে পায় না?

বিশ্বেশ্বর। কৈ!—না।

দয়াল। লেখেনি যে তার ছেলে অনাহারে জ্বরে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে?

বিশ্বেশ্বর। কে! খোকা?

দয়াল। হাঁ খোকা?

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে?—কি বল্‌ছ সব?

দয়াল। তাও শোননি?

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে?—কৈ! দিদি ত কিছু লেখেনি।

দয়াল। লেখেনি! আশ্চর্য্য!

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে? ঠিক?

দয়াল। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বেশ্বর। বুঝেছি সরযূ। এ সংবাদ শুনে আমার কষ্ট হবে বলে' সে কথা লিখিস্ নি!—ওঃ! এই বয়সেই তোর পুত্রশোক সহ্য কর্ত্তে হ'ল দিদি!

দয়াল। অদৃষ্ট!

বিশ্বেশ্বর। মহিম গণিকা রেখেছে?

দয়াল। হাঁ।

বিশ্বেশ্বর। গণিকা?

দয়াল। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? এ ত বেশ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা! গ্রাম্য ভাষায় বল্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। গণিকা রেখেছে!—কেন!

দয়াল। নাও! এ 'কেন'র জবাব কি দেব!—গণিকা লোকে আবার রাখে কেন!

বিশ্বেশ্বর। মহিম সরযূকে আর ভালোবাসে না? বল কি!

দয়াল। তা বাসে বৈকি! তোমার নাতিনীই ত সে গণিকার খরচ যোগায়।

বিশ্বেশ্বর। মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।—রোস। মহিম সরযূকে আর ভালোবাসে না!

দয়াল। সর্প যেমন ভেককে ভালোবাসে।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু একদিন ত বাস্‌তো!

দয়াল। তা হবে।

বিশ্বেশ্বর। এ যে আমার স্বপ্নের অগোচর! সরযূকে ভালো না বেসে কেউ থাকৃতে পারে। এ যে আমার ধারণার অতীত। সে আমার সরযূকে এত ভালোবাস্‌তো! সে যে সরযূ বৈ আর জান্ত না! সে যে সরযূ বল্‌তে অজ্ঞান ছিল! সে কি আমি সব স্বপ্ন দেখেছি সেকি সব ভ্রম! এ যে আমি কখন ভাবিনি!

দয়াল। যা কখন ভাবনি এমন ব্যাপার পৃথিবীতে অনেক ঘটে।

বিশ্বেশ্বর। [চিন্তিতভাবে] সে যে তাকে বড় ভালোবাস্‌তো! —বেশ মনে আছে। একদিন মনে পড়ে—সে দিন বিজয়া—সেই শরতের শান্ত সন্ধ্যায়, নাতিনী আমার বাগানে একটা নারিকেল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি তার মুখের উপর এসে পড়েছিল; দূরে বিজয়ার বাদ্য বাজ্‌ছিল; বাতাসে গাছে পাতা-গুলো নড়্‌ছিল; মহিম একটি গোলাপ ফুল তুলে হেসে সরযূর কুন্তলে পরিয়ে দিচ্ছিল; একটা ভ্রমর ফুল থেকে আর একটা ফুলে উড়ে বস্‌ছিল।—আর আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই মধুর ছবিখানি আমার চিত্তপটে এঁকে নিচ্ছিলাম।—সে দিন ত মহিম তাকে ভালোবাস্‌তো!

দয়াল। কে না বাসে! সে যে যুবকের সম্মুখে যুবতী, ক্ষুধিত গ্রাসের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য।—ভালোবাস্‌বে না!

বিশ্বেশ্বর। তার পর সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালা হ'লে সরযূ এসে আমাকে বিজয়ার প্রণাম কর্লে। আমি অমনি তাকে কম্পিত আলিঙ্গনে বক্ষে তুলে নিয়ে সেই উদ্ভাসিত মুখখানি বারবার চুম্বন কর্লাম! তারপর তার গলাটি ধরে' হেসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম "সরযূ! বাগানে কি হচ্ছিল!" সরযূ হেসে বল্লে "আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন বুঝি! ভারি দুষ্ট!"—এই 'ভারি দুষ্ট' কথাটা সে এমনি বল্লে—কি বল্‌ব দয়াল —এখনও তা আমার কানে বাজ্‌ছে।

দয়াল। নাও! এখন প্রেমের ইতিহাস আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বেশ্বর। তারপর সেই রাত্রে তারা বিদায় নিল। বিদায় দেবার সময় আবার সরযূকে বক্ষে নিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম! সরযূও কেঁদে উঠ্‌ল।

দয়াল। তাই বলে' এখন সত্য সত্যই কেঁদো না।

বিশ্বেশ্বর। [কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া] তারপর আমি বল্লাম "সরযূ মনে থাক্‌বে ত?" সরযূ তখন—মুখে হাসি চোখে জল—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দয়াল—সরযূ বল্লে "দাদামহাশয়, আপনাকে যে দিন ভুল্‌বো চিঠী লিখে জানাবো।" তার পর গাড়িতে চ'ড়ে তারা দুজন চলে' গেল। সরযূ গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে—"চিঠী লিখ্‌বেন দাদামহাশয়!" গাড়ি চলে' গেল! পৃথিবী দুইহাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌ল। সেই নৈশ আকাশে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে মিলিয়ে গেল।—সে আজ তিন বৎসর হবে।—হাঁ ঠিক্ তিন বছর!

দয়াল। তা কে অস্বীকার কচ্ছে!

বিশ্বেশ্বর। তারপর কত দীর্ঘ দিবস তার সেই হাসি মুখখানি, তার সেই স্বর বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে। কত দীর্ঘরাত্রি তার বায়বী মূর্ত্তিকে অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দিয়েছি। সে ত মানবী নয় দয়াল!—সে যে দেবী, সে যে কবির কল্পনা, ধ্যানের ধারণা, মানসী প্রতিমা— তাই বুঝি মহিম তাকে ধর্ত্তে পারে নি।

দয়াল। ধর্ত্তে বেশ পেরেছিল;—এখন আর সে সব কথা ভাব্‌লে কি হবে! একটা উপায় কর।

বিশ্বেশ্বর। উপায়!—হুঁ তাইত! ছেলেটা বিগ্‌ড়ে গেল।—দয়াল তোমার খাওয়া হয়েছে?

দয়াল। হাঁ হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। উহুঁ। সুবিধা রকম ঠেক্‌ছে না।—ভবানীপ্রসাদ।

দয়াল। এখন আপনি বিহিত একটা কিছু করুন।

বিশ্বেশ্বর। একটা কিছু কর্ব্ব।—তাইত।—একটা কিছু কর্ব্ব।—ওহে ভবানীপ্রসাদ।

ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। ওহে একটা গান গাও ত।

দয়াল। গান গাইবে কি!

বিশ্বেশ্বর। আমার মাথাটা কি রকম কচ্ছে। তাইত—সেই বেশ্যাটির কি রকম চেহারা?

দয়াল। নাও! এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্লেন কিনা যে তার কি রকম চেহারা!

বিশ্বেশ্বর। আমার নাতিনীর চেয়ে সে ভালো দেখ্‌তে? তার চেয়ে টানা ভ্রূ? তার চেয়ে নীল চক্ষু?—কখন উল্লাসে জ্বলে' ওঠে, কখন জলে ভরে' আসে। তার চেয়ে মিষ্ট হাসি?—রাঙ্গা ঠোঁট্‌ দুখানি যেন দুগ্ধশুভ্র দন্তপাঁতির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তার চেয়ে সুগোল বাহু?—সোণার চুড়ি যেন তাকে সোহাগে জড়িয়ে ধরেছে, তার চেয়ে কোমল করপুট? মল্লিকা আর জবা সেখানে প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ কচ্ছে; আমার নাতিনীর চেয়ে তার রং কি রক্তাভ শুভ্র, কণ্ঠস্বর ঝঙ্কারময়, লঘু গতি, ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিমা, কৃষ্ণ কেশদাম? আহা সে ঘাড়টি নাড়্‌ত, আর পাশের চুলগুলি এসে মুখের উপর আদরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তো।—

দয়াল। নাও এখন কবিত্ব আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বেশ্বর। সব চেয়ে ভাল তার চক্ষুদুটি! কত রকম চাইত।—গাও ভবানীপ্রসাদ। মায়ের নাম গাও।

গীত।

আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।

সাঙ্গ হ'ল ধূলা খেলা,　　　হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে ।
অ'াধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে ।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্ব না মা—
ওমা,　　ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে ।

[গাইতে গাইতে ভবানীপ্রসাদের প্রস্থান]

দয়াল । কি বিশ্বেশ্বর কাঁদ্‌ছ !

বিশ্বেশ্বর । না । চল দয়াল একটু বেড়িয়ে আসি ।

দয়াল । চল ।　　　　[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:*:—

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষাভ্যন্তর । কাল—গোধূলি ।

শান্তা একাকিনী ।

শান্তা । আজ আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না । যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তেমনি আমার মন মেঘাচ্ছন্ন । আমার জীবনের প্রধান কাজ যেন কালক্ষেপ করা । আমার জীবনের প্রধান সুখ—আপনাকে আপনি ভুলে থাকা । অথচ খাচ্ছি, শুচ্ছি, কৌতুক কর্চ্ছি ; এই জঘন্য রূপকে দর্পণে দেখ্‌ছি, মাজ্‌ছি, সাজাচ্ছি—কেন ? আর কোন কাজ নাই বলে' । [দীর্ঘনিশ্বাস]—একটা শুষ্ক নদী, একটা উষর ক্ষেত্র, একটা জীবহীন অরণ্য, একটা প্রাণহীন দেহ ! [জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া] বৃষ্টি পড়্‌ছে, ঝিপ্‌ ঝিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে ।

বাতাস নাই, বিদ্যুৎ নাই, মেঘগর্জ্জন নাই। একটা মলিন স্থির পঙ্কিল দিবস। আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি।—কে! ওস্তাদজি।

ওস্তাদজির প্রবেশ।

ওস্তাদ। হাঁ বেটি।

শান্তা। আদাব। বৈঠিয়ে ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। [সেলামানন্তর বসিয়া] হাম্‌কো বোলায়ি থি বেটি?

শান্তা। জি।

ওস্তাদ। কিস্ ওয়াস্তে।

শান্তা। ওস্তাদজি! আপ্ মুঝ্‌সে নারাজ হুয়ে?

ওস্তাদ। রঞ্জ্? কুছ্ নেই।

শান্তা। বেশখ্ হুয়ে। এৎনে রোজ মেরা সাথ্ মোলাকাৎ ভি কিনে, খবর ভি নহি লি! একঠো খৎভি নেই ভেজা!

ওস্তাদ। তুম হাম্‌রা কোন্ হ্যায় বিবিসাহাব!

শান্তা। নারাজ মৎ হোনা!

ওস্তাদ। গোসা হোনেসে তোমারি হরজ কেয়া?—এইসেই দস্তর হ্যায়। তুমলোক একঠো জোয়ান মিল্‌নেসে নউলকা মাফিক সাথ্ সাথ্ ফিরতে হো। এইসেই দস্তর হ্যায়, এইসেই দস্তর হ্যায় [চক্ষু মুছিলেন] লেকেন—মেজাজ সরিফ।

শান্তা। আপকি দোয়াসে।

ওস্তাদ। তুম পর আশিক্ হ্যায়?

শান্তা। কোন্?

ওস্তাদ। মরদ্?

[শান্তা মস্তক অবনত করিলেন]

ওস্তাদ। এইসেই দস্তুর হ্যায়। মরদ জোয়ান হ্যায়।—তুমভি পিয়ার কর্ত্তি হো ?

শান্তা। আলবৎ! আপ্ কেয়া সমঝ্তে হেঁ ময় রূপেয়াকোয়াস্তে—

ওস্তাদ। কভি নেই। লেকেন উস্‌কো বিবি হ্যায় ?

শান্তা। কিস্‌কো ?

ওস্তাদ। তোমারে খসম্‌কো, তোমারে পিয়ারেকো, তোমারে জান্‌কো ?—উস্‌কো বিবি হ্যায় ?

শান্তা। [অবনত মস্তকে নিম্নস্বরে] হ্যায়।

ওস্তাদ। [উঠিয়া] জাহান্নম্‌মে যাও। [সক্রোধে প্রস্থান]

শান্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "বুঝেছি ওস্তাদজি !—সত্য কথা। একথা আমার মনে যে পূর্ব্বে আসেনি তা নয়। ভেবেছিলাম ভালবাসায় সব পবিত্র হয়, মাটি সোনা হয়।—কিন্তু—না তাই বা কেন ! প্রেম যার সঙ্গে, তারই ন্যায্য অধিকার ! নহিলে—

গীত।

তোমারেই ভালোবেসেছি আমি
তোমারেই ভালোবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকশিত-শতদল—
বিতরিব তোমারি গৌরব পরিমল ;
সজলজলদজালম্লান-গগন তলে
তোমারি নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে—করিব তব চিত্তোবিনোদন
তোমারি মিলনগীতি গাহিয়া ;

বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুখে
রহিব তোমারি পথ চাহিয়া ।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব ।

মহিমের প্রবেশ ।

শান্তা । কে ! মহিম বাবু ?

মহিম । হাঁ আমি ।

শান্তা । এসো প্রিয়তম ! [অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গনার্থ হাত বাড়াইলেন] এসো প্রাণাধিক ।—

মহিম । [পিছাইয়া] এ আবার কি ।

শান্তা । আমি আপনাকে ভালোবাসি, এই আমার অপরাধ ! আমি আপনাকে—না আমি আর 'আপনি' বল্‌বো না । তুমি—তুমি—তুমি ! তুমি আমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়, তুমি আমার জীবনের জীবন, তুমি আমার—[মহিমকে বাহুবেষ্টন করিয়া] তুমি আমার, আর কারো নয় ।

মহিম । এ কি ব্যাপার !

শান্তা । বিবাহ ?—বিবাহ নৈলে প্রেম নিষিদ্ধ ?—কে বলে !—বিবাহ ? সে ত রেজেষ্টারি কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া—বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়া । তাই বা কৈ ! প্রজাও জমি ছেড়ে দিতে পারে, বিক্রয় কর্ত্তে পারে । কিন্তু স্ত্রী—আমৃত্যু ক্রীতদাসী । অবজ্ঞাত হোক্, পদাহত হোক্, পরিত্যক্ত হোক্—তাকে তার পতির পাদপদ্ম ধ্যান করে' মর্ত্তে হবে ।—এই ত স্ত্রী ।

মহিম। আজ এ সব কথা কেন শান্তা।

শান্তা। প্রেম বিবাহজ না হ'লেই বেশ্যাসক্তি।—কে বলে?—এই ত প্রেম। দাস্য নাই, বিপত্তি নাই, দায়িত্ব নাই, ভবিষ্যৎ নাই—একটা অবাধ অগাধ অস্থির অসীম উচ্ছ্বাস! আকাশের মত মুক্ত, শরের মত তীক্ষ্ণ, ঝড়ের মত প্রবল, বিদ্যুতের মত জ্বালাময়, তরঙ্গের মত উদ্দাম!—এই ত প্রেম!—[মত্ত মাতঙ্গের মত টলিতে লাগিল] প্রাণ! মন, হৃদয়, জীবন, ইহকাল, পরকাল—একটি চুম্বনের মধ্যে!—এই ত প্রেম। নহিলে—

মহিম। শান্তা, শান্তা [গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিলেন]

শান্তা। নহিলে দড়ি দিয়েই বাঁধ, লৌহশৃঙ্খল দিয়েই বাঁধ, আইন দিয়েই বাঁধ, আর মন্ত্র দিয়েই বাঁধ—প্রেমহীন বন্ধনই অপবিত্র, বাধ্য আলিঙ্গনই বেশ্যাসক্তি!—না না, কি বল্‌ছি! বেশ্যা আমি। বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম। জঘন্য রৌপ্যের জন্য দেহ বিক্রয় করেছি। বিবাহের মর্ম্ম আমি কি বুঝ্‌বো? সমাজের আবর্জ্জনা আমি; রাস্তার হন্যে কুকুর আমি; রোগীর ন্যক্কার আমি। বিবাহের মর্ম্ম আমি কি বুঝ্‌বো!—[পরে নিজের মস্তকের দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে] সে দেশ রসাতলে যাউক যেখানে প্রথমে বেশ্যার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সে বিধান নিপাত যাউক যে বিধানে বেশ্যা আজীবন বেশ্যা। সে পুরুষ নরকে যাউক যে এই লালসার প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঘি ঢালে, যে এই কলঙ্কিনীকুলের কুলবৃদ্ধি করে!

মহিম। স্থির হও শান্তা!

শান্তা ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহিম। আশ্চর্য্য! এরূপ ত কখন দেখি নাই। এ কি সত্যই বেশ্যা! [শান্তার কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া] শান্তা!

শান্তা। যান!—দিনটাও কি আমার নয়?

মহিম। তার অর্থ!

শান্তা। তার অর্থ এই যে আমি এখন খানিক একেলা থাক্‌বো। সেই অনুমতি ভিক্ষা করি।

মহিম। কেন? আমি চলে' গেলেই কি তুমি বাঁচ?

শান্তা। না। তবে লক্ষ্য করেছেন কি, যে, বিহঙ্গ কখন বা সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় পক্ষ বিস্তার করে' ওড়ে, যেন সে আহার জানে না, চিন্তা জানে না, বিরাম জানে না, দুঃখ জানে না। কিন্তু সেই পক্ষীই আবার কখন বা পক্ষ গুটিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে' নীড়ে চুপ্ করে' বসে' থাকে, যেন সে কখন উড়্‌তে শিখেনি।—দেখেছেন কি?

মহিম। দেখেছি।

শান্তা। আমরা সেই জাতি। আমরা যখন পিঞ্জরের গরাদেতে রক্তাক্ত সাপটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করি, আপনারা হাস্যমুখে তাই দাঁড়িয়ে দেখেন। আমরা যখন মর্ম্মে মর্ম্মে গুম্‌রে' মরে' যাই, আপনারা হাসেন। আমাদের দেখে দুঃখ হয় না মহিম বাবু!

মহিম। না, তোমাদের দেখে আমাদের পরম সুখ হয়,—নহিলে বাড়ী ছেড়ে এখানে আসি!

শান্তা। আজ যান।

মহিম। কেন! আমি কি তোমার চক্ষুঃশূল।

শান্তা। তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তুমি আমার—[জড়াইয়া ধরিলেন; তৎক্ষণাৎ সর্পাহতবৎ পিছাইয়া আসিলেন] না না, আপনি আমার কেউ ন'ন কেউ ন'ন।

মহিম। সে কি শান্তা!

শান্তা। আমিও আপনার কেউ নই। আমি তরুলতাটির মত উঠে আজ আপনাকে জড়িয়ে ঘিরে আছি। কিন্তু যেদিন আপনার আমাকে আর ভাল লাগ্‌বে না, সেদিন আমার বাহুর এই ক্ষীণ বেষ্টনবন্ধন ছিঁড়ে আপনি চলে' যাবেন।

মহিমা। কে বল্লে?

শান্তা। আমি জানি! আমি জানি।

মহিম। কখন যাবো না।

শান্তা। যাবে না! সত্য বলুন যাবেন না! সত্য বলুন—বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি—আপনি আমায় ভালোবাসেন? সত্য? সত্য?

মহিম। বাসি।

শান্তা। স্ত্রীর চেয়ে? নিজের চেয়ে? আত্মার চেয়ে?—আমি যেমন ভালোবাসি?

মহিম। বাসি শান্তা।

শান্তা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। দাসী দীপ লইয়া আসিল ও রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মহিম। রাত হ'ল একটা গান গাও।

শান্তা। আপনার স্ত্রী কি রকম দেখ্‌তে?

মহিম। অতি সুন্দরী।—

শান্তা। খুব সুন্দরী!

মহিম। একদিন না হয় গিয়ে দেখে এসো!

শান্তা। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন?

মহিম। বাসে।

শান্তা। কিন্তু এই রকম?

মহিম। কি রকম?

শান্তা। আমার মত?—যেন সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ? রাহুর গ্রাস? দাবাগ্নির আলিঙ্গন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধিত গর্জ্জন? আমি যেমন ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত উত্থিত ফণা তুলে—না না পালান পালান!—আমি আপনার সর্ব্বনাশ; আমি আপনার অভিশাপ; আমি আপনার নরক।—পালান পালান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

স্থান—শান্তার বাসবাটীর সম্মুখে রাস্তা। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

বিশ্বেশ্বর, ভবানীপ্রসাদ ও দয়াল প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বর। এই বাড়ী বোধ হচ্ছে।—না দয়াল?

দয়াল। কিন্তু তোমার তাতে কি! তুমি বুড়ো মানুষ—এ সময়ে—

বিশ্বেশ্বর। না আমি একবার তাকে দেখ্‌বো।

দয়াল। দেখে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। দেখ্‌বো সে কত বড় সুন্দরী। নৈলে আমার নাতিনীকে ছেড়ে—না আমি একবার দেখ্‌বো!—কি ভবানীপ্রসাদ! অত করুণভাবে মাথা নাড়্‌ছো যে!

দয়াল। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। না না, আমার নাতিনীর এখনকার চেহারা তুমি দেখনি দয়াল। তাই বল্‌ছ। তার সেই গোলাপী রঙ্গের গোল গাল দুটি ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে। তার চক্ষুর অপাঙ্গে কে যেন

কালী লেপে দিয়েছে। তার সেই নিটোল কপালে দাগ পড়ে' গিয়েছে। তার মাখমের মত শরীর বাকারির মত শুকিয়ে গিয়েছে। তার মুখে অব্যক্ত বেদনা। তার চক্ষে দুঃস্বপ্ন।

দয়াল। তা ত বুঝ্‌লাম। কিন্তু এ বেশ্যাকে দেখে কি হবে!

বিশ্বেশ্বর। সে—সে আমায় দেখে হাস্‌ল—সে যেন কঙ্কালের হাসি; আমায় 'দাদামহাশয়' বলে' ডাক্‌ল, সে স্বর যেন একটা শুষ্ক ব্যঙ্গ; আমায় প্রণাম কর্ল, অমনি তার চোখ দুটি দিয়ে দর দর করে' ধারা ব'য়ে গেল; আঁচলে মুখ ঢাক্‌ল।—তাকে বল্লাম আমার সঙ্গে চলে' আয়; সে তার কি উত্তর দিলে জানো?

দয়াল। কি!

বিশ্বেশ্বর। বল্ল—'না দাদামহাশয়! আপনি ত আমায় জন্মের মত বাড়ী থেকে বিদায় করে' দিয়েছেন—এখন এই আমার ঘর এই আমার শ্মশান'। আমি তখন তাকে জড়িয়ে ধরে'—বুড়ো মানুষ আমি—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম।

দয়াল। এই!—এই!—আবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠো না যেন!

বিশ্বেশ্বর। না। কেঁদে কি হবে! যখন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি তখন সে গিয়েছে। কেঁদে কি হবে!—কিন্তু আমি একবার এই সুন্দরীকে দেখ্‌বো।

দয়াল। দেখেই বা কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। যদি সে আমার নাতিনীর চেয়ে সুন্দরী হয় তা হ'লে তাকে কিনে নিয়ে গিয়ে পূজার দালানের কোলোঙ্গায় সাজিয়ে রেখে দেবো।

দয়াল। তুমি কি ক্ষেপেছ?

বিশ্বেশ্বর। হয় ত।

ভবানী হতাশভাবে দেওয়ালে হাত দিয়া ঊর্দ্ধমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

বিশ্বেশ্বর। আমি ক্ষেপেছি দয়াল। সত্যই ক্ষেপেছি। আমি একবার [উপরে শান্তা গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিল।] ঐ না?

দয়াল। কৈ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ যে।

দয়াল। হাঁ ঐ বটে।

বিশ্বেশ্বর। দেখি! [চসমা পরিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন] সুন্দরী।—হাঁ সুন্দরী।—ঠোঁট দুটো তেমন পাতলা নয়—লালসাময়। মুখখানি গোল নিটোল।—সুন্দরী। চোখ দুটো টানা নয়—তবে মুখের উপর ভাস্‌ছে বটে। দীর্ঘকেশী।—সুন্দরী!—তবে আমার নাতিনীর মত নয়। ঐ! হাস্‌ছে।—সুস্বর। মন্দ নয়, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই।—ঐ আবার।—সুস্বর!—হুঁ সুস্বর।

দয়াল। বুড়ো মজে' গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ! বড় রাস্তায় গাড়ী রৈল। মাসে পাঁচ শ।—নিয়ে একেবারে ট্রেনে।—কাশী!—বুঝ্‌লে!—একবার নেশা ছুটে গেলে আবার ঠিক হবে।—চল দয়াল।—বুঝ্‌লে ভবানী—পাঁচ শ। [বিশ্বেশ্বর ও দয়ালের প্রস্থান]

ভবানী। গল্প বেশ জমে' আস্‌ছে। এর পর কি হয় বলা যায় না। স্ত্রীলোক নিয়ে সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ বেধেছিল শুনেছি। কিন্তু নাতজামাই আর দাদাশ্বশুরে যুদ্ধ—পুরাণে লেখে না। যা' হোক, এরা সকলেই কিছু না কিছু কচ্ছে। আর আমি?—হসন্তর মত নীচে পড়ে

আছি, আর গান গাচ্ছি। জগতের কোন কাজেই লাগছি না—ঐ বুঝি। —হাঁ। সঙ্গে কে!—একি! স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি! [অন্তরালে অবস্থিতি]

কথা কহিতে কহিতে শান্তা ও হিরণ্ময়ী গৃহদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী। তবে আমি চল্লাম।

শান্তা। কোথায়?

হিরণ্ময়ী। কোন বিশেষ দিক্ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই।—যে দিকে চক্ষু যায়। তোমার আংটিটি আমি রাখ্‌লাম। হয় ত আবার এক দিন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে এখানে আস্‌বো।—আত্মহত্যা কর্ব্ব ভেবেছিলাম—না তা কর্ব্ব না। ঘরেও প্রবেশ কর্ব্ব না।

শান্তা। কেন?

হিরণ্ময়ী। না। যে ঘর ছেড়েছি সে ঘরে আর প্রবেশ কর্ব্ব না। তার পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশে আমার অধিকার নাই। তোমার ঘরেও ঢুকিনি দেখ্‌লে না? তার কারণ কি জান?

শান্তা। কি কারণ?

হিরণ্ময়ী। ঘরের মধ্যে গেলেই মনে হয় যে তার কোণ থেকে সহস্র কেউটে সাপ ফণা বিস্তার করে' আমার পানে ধেয়ে আস্‌ছে; তার ছাদ নেমে এসে আমার বুক চেপে ধরেছে; নিশ্বাস ফেল্‌তে পারি না।

ভবানী। অভাগিনী!

হিরণ্ময়ী। [চমকিয়া] ও কার স্বর!—ও কে।—এখানে ভূত আছে নাকি। পালাই পালাই। [বেগে প্রস্থান]

ভবানী। উন্মাদিনী।

শান্তা। মুক্তি ও দাস্য, আশা ও নৈরাশ্য, লাভ ও সর্ব্বনাশ, স্বর্গ ও নরক আমার প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের ধূমায়িত রঙ্গমঞ্চে হাত ধরাধরি করে' নৃত্য কচ্ছে। [জানু পাতিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া]—ক্ষমা ক'রো। আমি জান্তাম না। আমি জান্তাম না।

ভবানী। [অগ্রসর হইয়া] মা!

শান্তা। কে—কে আপনি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ।

শান্তা। ভিক্ষা চান?

ভবানী। না।

শান্তা। তবে?

ভবানী। কিছু বক্তব্য আছে।

শান্তা। কি! বলুন!

ভবানী। তুমি কে মা!

শান্তা। আমার নাম শান্তা—বেশ্যা।

ভবানী। ছলনা কচ্ছ?

শান্তা। না ব্রাহ্মণ!

ভবানী। তবে কাঁদ্‌ছিলে কেন?

শান্তা। তা জেনে আপনার কি হবে?

ভবানী। তোমার কি দুঃখ আমায় বল।

শান্তা। বেশ্যার কি দুঃখ? তাই আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন!

ভবানী। বুঝেছি! তবে এই দূষিত বায়ু ছেড়ে, এসো মা আমার সঙ্গে, মায়ের চন্দন-সুগন্ধ পবিত্র মন্দিরে—শান্তি পাবে।

শান্তা। শান্তি পাবো! ব্রাহ্মণ! তুমি কি বাতুল!

ভবানী। হবে!

শান্তা। কিংবা আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার মাথার ঠিক নাই।—শান্তি পাবো! আমি! আমার শান্তি [পিস্তল দেখাইল]

ভবানী। [সভয়ে] ও কি!

শান্তা। আমার আর সময় নাই [প্রস্থান]

ভবানী। কে এ নারী—আশ্চর্য্য! [প্রস্থানোদ্যত]

মহিমের প্রবেশ।

ভবানী। এই যে সেই লম্পট। দেখি কি করে।

মহিম। চপলা! চপলা! [দ্বারে আঘাত]

দ্বার খুলিয়া দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঠাকরুণ বাড়ীতে নেই গো!

মহিম। কোথায়?

দাসী। জানি না।

মহিম। 'জানি না' কি রকম!—রাতে আমায় না বলে' ক'রে।—

ভবানী। [অগ্রসর হইয়া] তুমি কত দাও?

মহিম। কে তুমি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ।—তুমি কত দাও?

মহিম। চার শ।

ভবানী। সে হেঁকেছে পাঁচ শ।

মহিম। কে!

ভবানী। এক চুল-পাকা গালতোবড়ানো মান্ধাতার আমলের

বুড়ো। তিন কাল গিয়েছে এককাল আছে—তাও আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার টাকা আছে।

মহিম। তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে?

ভবানী। সে ত আর তোমার স্ত্রীটি নয় যে লাথি ঝাঁটা খেয়ে পায়ের তলায় পড়ে' থাকবে। তুমি দাও চার শ' সে হেঁকেছে পাঁচ শ!

মহিম। বেশ! আমি দেবো ছ'শ।

ভবানী। হাঁ নিলামে চড়িয়ে দাও। প্রেমটাকে নিলামে চড়িয়ে দাও। তার পরে সে ডাক্‌বে সাত শ তুমি ডেকো আট শ।

মহিম। তুমি কে?

ভবানী। আমাকে তোমার চিন্‌বার কথা। তবে প্রথম প্রেমে কারো আশে পাশে চাইবার অবসর থাকে না।—নৈলে—

মহিম। চলে' যাও।

ভবানী। এই যাচ্ছি! যেয়ো না!—

মহিম। আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি—সেই কেমন আর আমিই কেমন! ছাড়্‌ছি না।—দেখেঙ্গে। [প্রস্থান]

ভবানী। যাও যাও—অধঃপাতে যেতে বসেছো, যাও। স্বয়ং ভগবান্ তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, তা দাদামহাশয়। যে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে সে যাবে! কেউ তার গতিরোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু এই নারী—আশ্চর্য্য! [প্রস্থান]

হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্বতী। এসো বল্‌ছি।

হিরণ্ময়ী। ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। ঘরে চল—সুখে রাখ্‌বো।

হিরণ্ময়ী। ঘরে!—না ঘরে যাবো না। প্রতিজ্ঞা করেছি।

পার্ব্বতী। রৌদ্র বৃষ্টি শীতে কেন মিছে—

হিরণ্ময়ী। রৌদ্র বৃষ্টি শীত থল পুরুষদের চেয়ে ভাল। রৌদ্র যখন পোড়ায়,—পোড়ায়, বলে না, যে সে গোলাপ জলে স্নান করিয়ে দিতে এসেছে। শীতের দাঁত যখন মাংস কেটে বসে—সোজা বসে, তার মধ্যে ছলনা নাই। বৃষ্টি যখন নামে—প্রেমালিঙ্গন করে না, সোজা শত্রুভাবে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে!—ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। আমার সঙ্গে এসো।

হিরণ্ময়ী। আমি যাবো না।—পাষণ্ড নরাধম তুমি। ছেড়ে দাও বল্‌ছি—নহিলে চেঁচিয়ে সহর শুদ্ধ এখানে এনে জড় কর্ব্ব। ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

পার্ব্বতী। আমার কিছু বলবার আছে।

হিরণ্ময়ী। এখানে বল।

পার্ব্বতী। তবে ঐ গাছতলায় চল।

হিরণ্ময়ী। তা চল। [উভয়ের প্রস্থান]

চারু ও বিনোদের প্রবেশ।

চারু। ওহে, পার্ব্বতী একটা স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে গেল না?

বিনোদ। হাঁ গেল বটে!—সেই স্ত্রীলোকটা বোধ হ'ল।

চারু। কোন্ স্ত্রীলোকটা?

বিনোদ। ঐ সেইদিন বাগানে যে সাহানায় কড়ি মধ্যমের মত এসে পড়্‌ল।

চারু। বটে বটে! এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় ব্যাপার আছে। চল চল, দেখা যাক্ কি করে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দয়াল ও ভবানীর প্রবেশ।

দয়াল। রাজি হ'ল না ?

ভবানী। না!

দয়াল। তুমি গুছিয়ে বল্‌তে পার নি।

ভবানী। তা পারিনি।

দয়াল। কেন পার্লে না ?

ভবানী। ঘাব্‌ড়ে গেলাম!

দয়াল। কেন!

ভবানী। জ্যোৎস্নালোকে তার ম্লান মুখখানি দেখ্‌লাম,—সে নতজানু হ'য়ে করযোড়ে উর্দ্ধমুখে সজলনেত্রে প্রার্থনা কচ্ছিল "আমায় ক্ষমা ক'রো"—কাকে বল্ল তা জানি না; কেন বল্ল তাও জানি না। কিন্তু আমার চোখে জল এলো। তার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি বলে' মনে হ'ল। আমার বক্তব্য আমি গুছিয়ে বল্‌তে পার্লাম না।

দয়াল। তুমি অত্যন্ত অপদার্থ।

ভবানী। নেহাইৎ।—তার পর নাতজামাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল।

দয়াল। মহিমের সঙ্গে দেখা হ'ল ?

ভবানী। হ'ল।

দয়াল। সে কি বল্ল ?

ভবানী। হিন্দী কৈল।

দয়াল। কি হিন্দী ?

ভবানী। বল্ল "দেখেঙ্গে"।

দয়াল। হাঁরে হতভাগা! নিজের জিনিস মনে ধরে না! লাল ওড়না আর ক্লিওপ্যাট্রা খোঁপা দেখে ভুলে যাস্! সাধা হাসি আর

বাঁকা চাহনিতে মজে' থাকিস্! ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে অলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিস্। মঙ্গলদীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছুটিস্।—

ভবানী। এ উপমাগুলো দিলে বোধ হয় সে বুঝ্‌তো। আপনি গেলেন না কেন বোঝাতে?

দয়াল। কি কর্ত্তাম?

ভবানী। উপমা দিতেন!

দয়াল। আরে, উপমা দিয়ে কি হবে?

ভবানী। তাও ত বটে!

দয়াল। ওরে মূর্খ! প্রেমে পড়ে' উচ্ছন্ন যাস্, নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করিস্, সে নেশা কতক বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ক্রীত চুম্বনে ও প্রাণহীন আলিঙ্গনে কি সুখ পাস্ বুঝি না।—বলিহারি!

ভবানী। বলিহারি!

দয়াল। চল।

ভবানী। চলুন।　　　　[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহকক্ষ। কাল—রাত্রি।

পার্ব্বতী একাকী।

পার্ব্বতী। সে কাজ করেছি।—কি ভয়ঙ্কর! অথচ কি সহজ!—পাপ আর গুরুতর পাপের মধ্যে তফাৎ—এক ধাপ মাত্র! পাপের রাজ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। নৈলে সে রাজ্য চল্‌বে কেন।

পাপের রাজ্যে বাস কর্ত্তে চাও, ত তার আইন মেনে চল্‌তে হবে! এক জায়গায় খাড়া হ'য়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না। হয় উত্থান না হয় পতন! —হতেই হবে। উঠ্‌তে হ'লে, শক্তিবলে কৃতপাপের গুরুভার ঠেলে উঠ্‌তে হবে—শক্ত। নামতে চাও, নিজভারে নেমে যাবে—অত্যান্ত সহজ!—ওকি!—না, পেচকের শব্দ!—যাক্। মৃত জিহ্বা নড়ে না।—ব্যস্!—ওকি শব্দ!—কে?—কৈ!—

চারু, বিনোদ ও কালীচরণের প্রবেশ।

পার্ব্বতী। এ—এ কি তোমরা এত রাত্রে!

চারু। রাত্রি ন'টার বেশী হবে কি?

পার্ব্বতী। না—তা—তা—রাত আর এমন বেশী কি!

বিনোদ। এই বেড়াতে বেড়াতে এইদিকে এলাম!

পার্ব্বতী। তা—তা—বেশ করেছো।

চারু। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। কোথায়!—

চারু। তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি! ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। ছিলাম কোথায়!—

বিনোদ। বলি, বনে ঝোপে কি করা হচ্ছিল!

পার্ব্বতী। কৈ—না—আমি ত—

চারু। ও রকম কচ্ছ কেন?

বিনোদ। কাঁপ্‌ছ যে!

পার্ব্বতী। না। আমি—আমি ত করিনি।

চারু। কি করনি?—কালী, জানো না?

কালী। Where ignorance is bliss it is folly to be wise.

বিনোদ। আমরা দেখেছি!

পার্ব্বতী। কি দেখেছ!

চারু ও বিনোদ উচ্চ হাস্য করিলেন।

পার্ব্বতী। না না আমি করি নি। এই দেখ!—একি! হাতে রক্তের দাগ!—না আমি ত হত্যা করিনি। সে জলে নিজে পড়ে' গিয়েছিল।

চারু ও বিনোদ পুনরায় উচ্চ হাস্য করিলেন।

পার্ব্বতী। অত চেঁচিয়ে হাস্‌ছ কেন?—যাও এখান থেকে বেরোও।

চারু। চল বিনোদ।

[সহাস্যে উভয়ের প্রস্থান]

কালী। When ill indeed, dismissing the doctor don't always succeed.

পার্ব্বতী। তুমিও দেখেছ?

কালী। বুঝেছি পার্ব্বতী!—You have sown the wind and shall reap the whirlwind.

পার্ব্বতী। আমি ত হত্যা করি নাই।

কালী। For the wages of sin is death.

[প্রস্থান]

পার্ব্বতী মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে সহসা দৌড়িয়া বাহির হইতে হইতে শুষ্কস্বরে ডাকিতে লাগিলেন "কালীচরণ—চারু—বিনোদ।—শোন—শুনে যাও—" [নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সরযূর কুটীর-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি।

সরযূ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়—ভূমিশয্যায় উর্দ্ধে চাহিয়াছিল।

সরযূ। অমাবস্যা রাত্রি! আকাশ নির্ম্মল!—উঃ! কি উজ্জ্বল ঐ নক্ষত্রগুলো—আচ্ছা, ওগুলো কতদূরে। দাদামহাশয়ের কাছে শুনেছি, ওগুলো এক একটা সূর্য্য।—এই সময় তিনি ছাদে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাক্‌তেন; আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম; আর তিনি কত দেশের যুগযুগান্তের ইতিহাস, পৃথিবীর জন্মকথা, মহাত্মাদের জীবনচরিত, জ্যোতির্মণ্ডলের বিবরণ আমায় শোনাতেন। আমি সেই মায়াময় উপন্যাস মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুন্‌তাম।—ঐ বুঝি তিনি এলেন [উঠিয়া বসিলেন] না এ কে?

শান্তার প্রবেশ।

সরযূ। কে?

শান্তা। একি! এই ধূসর বসনে, রুক্ষকেশে, ভূমিশয্যায়!—

সরযূ। কে তুমি?

শান্তা। এই স্ত্রী! এই সতী!—মুখে কি জ্যোতি! ললাটে কি মহিমা! অঙ্গে কি লাবণ্য!—শৈলমূলে প্রভাতমণ্ডিত হ্রদের মত শান্ত, স্বচ্ছ, সুন্দর। এই সতী! ঐ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণসিংহাসন, ঐ মাথার কাপড়খানি জ্বল্‌ছে যেন হীরার মুকুট—এই সতী!

সরযূ। তুমি কে?

শান্তা। শয়তানী! এই দেবীর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে হাত যোড় করে' দাঁড়া।—দেবি! [নতজানু হইয়া] দেবি!—

সরযূ। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।—কে তুমি বোন্?

শান্তা। হাঁ—বোন্ বলে' ডাক; আমায় ধন্য কর; আমায় এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার কর।—আমায়—

সরযূ। কে তুমি?

শান্তা। এই কুঁড়ে ঘরে তুমি থাক?

সরযূ। হাঁ।

শান্তা। তোমার দাদামহাশয় শুনেছি বড়মানুষ।

সরযূ। হাঁ। তাই কি?

শান্তা। তিনি তোমায় টাকা পাঠান না?

সরযূ। পাঠান।

শান্তা। কত?

সরযূ। মাসে পাঁচ শ।

শান্তা। তবে!—ও!—বুঝেছি। তবে এই টাকা থেকেই তোমার স্বামী বেশ্যার খরচ যোগান?

সরযূ। [চমকিয়া] কার?

শান্তা। তাঁর এক গণিকা আছে জানো না?

সরযূ। কে তুমি! কি সাহসে আমার কাছে এসে আমার পতিনিন্দা কচ্ছ'।—সমস্ত মিথ্যা কথা!—যাও।

শান্তা। আমার কাছে গোপন করে' আর কি হবে দিদি! আমি যে সবই জানি।

সরযূ। জানো—জানো। আমার কাছে তা বলার কোন প্রয়োজন নাই।

শান্তা। প্রয়োজন আছে। এ তোমারই দোষ—

সরযূ। কি আমারই দোষ!

শান্তা। তোমার স্বামীর কামাগ্নির ইন্ধন যে তুমিই যোগাচ্ছ দিদি! তাঁর বেশ্যার খরচের টাকা যুগিয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন স্বামীর উচ্ছন্ন যাবার পথ যে তুমিই প্রশস্ত করে' দিচ্ছ। আর এক পয়সা দিও না। স্বামীকে অধঃপাতে যেতে দেওয়া কি সতীধর্ম্ম! স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, সহ-অধর্ম্মিণী নয়—

সরযূ। আমি শুন্তে চাই না। পতিনিন্দা শোনা পাপ। যাও।

শান্তা। তোমার যদি কষ্ট হয় ত আর বল্‌বো না দিদি! আমায় বোন্ বলে' ডেকে তুমি আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ।—আর বল্‌বো না। তবে আমি আসি দিদি! [প্রস্থানোদ্যত]

সরযূ। কোথায় যাও বোন্। যেও না। আমি বড় দীনা, আমি বড় একা। আমার কেউ নাই!—যেও না।

শান্তা। সে কি দিদি!—তোমার স্বামী তোমায় ভাল বাসেন না?

সরযূ। একদিন বাস্‌তেন।

শান্তা। আর তুমি?

সরযূ। বাস্‌তাম! পুরুষ যদি যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় এক মুগ্ধা সরলা বিহ্বলা বালার পদতলে পড়ে, জগতে কয়জন বালিকা আছে যে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে? আর আমাদের বিবাহ হয়েছিল। সে ভালবাসায় কোন বাধা ছিল না; তাঁকে ভালবাসা ভিন্ন আমার কোন উপায় ছিল না।

শান্তা। তারপর?

সরযূ। তারপর—

শান্তা। বল্ বোন্। তারপর?

সরযূ। তারপর যে দিন দেখ্‌লাম যে তাঁর বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে তিনি

আমার উপাসনা কচ্ছের্ন, সে দিন প্রথম আমার মনে ভয় হ'ল।—তখন মনে হ'ল—এ ত প্রেম নয়; প্রেম ত কর্ত্তব্য ভোলায় না, কর্ত্তব্য শেখায়; এ একরকম আসক্তি, যার পরিণাম শুভ হ'তে পারে না।

শান্তা। মিথ্যা বল নি দিদি।

সরযূ। আমার ভয় হ'ল।—সেই ভয় থেকে অবসাদ এলো! নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ মনে করে' শিউরে উঠ্‌লাম! এখনও মনে পড়ে—উঃ!

শান্তা। তারপর!

সরযূ। তারপর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় আমায় পুত্র মারা গেল। সংসার অন্ধকার দেখ্‌লাম। কিন্তু সেই অন্ধকারে পথ খুঁজে নিলাম। জীবনের সমস্ত আশা সতীর কর্ত্তব্যপালনে নিবেশ কর্লাম। মনকে দৃঢ় কর্লাম;—প্রতিজ্ঞা কর্লাম, আর ভালবাস্‌তে পারি না পারি, চিরজীবন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য—সতীধর্ম্ম পালন করে' যাবো—কপালে যা'ই থাক্। এখন সেই দিক লক্ষ্য করে' চলেছি।

শান্তা। সরযূ! দিদি! তুমি মানবী নও, তুমি দেবী!—

সরযূ। তারপর আর শুস্তে চাও?—

শান্তা। না আর সবই আমি জানি!

সরযূ। জানো?—কিছু জানো না!—এক বিরাট ভালবাসার অমৃতসমুদ্র আমার সম্মুখে পড়ে' রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জানো কি যে আমার বর্ত্তমান যেমন অন্ধকার, ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার—এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই, বিদ্যুৎ নাই, জোনাকিও নাই, জানো কি যে দিনে দিনে যক্ষ্মারোগীর মত আমার ভিতরে সব ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে! জানো কি!—না তুমি কি জান্‌বে! তুমি কি জান্‌বে!

শান্তা। [হাত ধরিয়া] জানি দিদি!—আমি যে তোমার চেয়ে দুঃখিনী। তুমি ত কর্ত্তব্য করে' যাচ্ছ। আমি আমার কর্ত্তব্য খুঁজে পাই না।

সরযূ। কে তুমি!—এত দয়ার্দ্র হৃদয়, এত কোমল স্পর্শ, এত গদ্গদ স্বর!—কে তুমি! আমি তোমার সম্মুখে আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিলাম—যা এতদিন কারো কাছে করি নি!—কে তুমি যাদুকরী! যে আমার নিগূঢ় ব্যথা আমার প্রাণ নিংড়ে বের করে' নিলে! এ কথা ত কারো কাছে বলি নি—তোমার কাছে বল্‌তে গেলাম কেন!—কেন বল্লাম!

শান্তা। দিদি! যা বলেছো তার জন্য তোমায় কখন অনুতাপ কর্ত্তে হবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—যে তোমার সংসার আবার সুখের হোক্। যার জন্য তোমার সব গিয়েছে, সে তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়ে দেবে!

সরযূ। সে ত বেশ্যা—

শান্তা। বেশ্যা বলে'ই তাকে ঘৃণা কোরো না। জেনো দিদি, অনেক পুরুষ বেশ্যার অধম। [প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া] সে বেশ্যাকে তুমি দেখেছো?

সরযূ। না।

শান্তা। তবে দেখ এই সে হতভাগিনী—তোমার সম্মুখে। [বক্ষে করাঘাত করিয়া] এই শান্তা বেশ্যা! [দ্রুত প্রস্থান]

[সরযূ একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন]

অপরদিক দিয়া টলিতে টলিতে মহিমের প্রবেশ।

মহিম। আমি একবার দেখ্‌বো! পাজি!—একবার দেখ্‌বো।—কে! ও তুমি!

সরযূ । হাঁ আমি !

মহিম । সরে' দাঁড়াও ।

সরযূ দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

মহিম । সরে' দাঁড়াও । আমার ছায়া মারিও না—

সরযূ । কেন ! আমি কি তোমার আপদ ?

মহিম । তুমি আমার— [বিকট শব্দ করিয়া শুইলেন]

সরযূ । তোমার আজ কি কোন অসুখ করেছে ?

মহিম । [উঠিয়া] ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রো না বল্‌ছি । আমার মেজাজ ঠিক থাকে না । তোমাকে দেখ্‌লে আমার জ্বর আসে ।

সরযূ । এতদূর ! ওঃ—আর সহ্য হয় না ।

মহিম । 'সহ্য হয় না ।'—তোমার বাপের বাড়ী চলে' যাও, এখানে যদি তোমার না পোষায় ।

সরযূ । এখানে যদি আমার না পোষায় !—আমি কি তোমার দাসী না গণিকা—যে এখানে যদি আমার না পোষায় অন্যত্র চলে' যাবো ? আমি কি ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে তোমার বাড়ীতে পড়ে' আছি ?

মহিম । তবে !—

সরযূ । হা বিধি !—আমি নিজের জন্য এখানে পড়ে' নেই ; তোমার জন্য পড়ে' আছি । এ ঘর—ভাঙ্গা হোক্ পোড়া হোক্,—এ ঘর তোমারও যেমন, আমারও তেমনি ! আমার এ সংসার ভাঙ্গা হাট,—কিন্তু তবু সে আমারই সংসার । নিজের সংসার ছেড়ে কোথায় যাবো ! স্বামীর আসন্ন সর্ব্বনাশ দেখে কোন হিন্দুসতী পতিকে ছেড়ে চলে' যায় !

মহিম । ওঃ ! ভারি আমার সতী রে !

সরযূ । দেখ, আমি সতী কি অসতী, সে কথার বিচার একজন

মাতালের মুখে, একজন বেশ্যাসক্তের মুখে শুন্তে চাই না। আমার সতীত্ব আমার ধর্ম্ম—তোমার নয়।

মহিম। তোমার ধর্ম্ম!

সরযূ। হাঁ আমার ধর্ম্ম! সেই দেবতার পূজার তুমি ত বিল্বদল মাত্র! তবে তোমার পবিত্রতা কামনা করি এই কারণে যাতে সেই বিল্বদল আমার দেবতার চরণে দেবার উপযুক্ত হয়, যাতে সে আবর্জ্জনায় পড়ে' কলুষিত না হয়।

মহিম। আর যদিই বা কলুষিত হয়!

সরযূ। তা হ'লে আমার অশ্রুজলে তাকে পবিত্র করে' নেবো! সতীর অশ্রুজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয় জেনো।

মহিম। ঈস্!—যাও তোমর বক্তৃতা শুন্তে চাই না।

সরযূ। তবে কি চাও?

মহিম। টাকা।—টাকা বের কর!—আমি তাকে মাসে ছ' শ টাকা করে' দেব। দেখি।

সরযূ। তাকে মাসে ছ' শ টাকা দিতে চাও, হাজার টাকা দিতে চাও, নিজে রোজকার করে' দিও —আমি আর দেবো না।

মহিম। তুমি দেবে না, তোমার চৌদ্দ পুরুষ দেবে!— নৈলে বিবাহ করেছিলাম কেন!

সরযূ। আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছিলে! আমি আর দেবো না। নিজে উপবাস করে' তোমার কামাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য আর এক পয়সাও দেবো না!—ছ' শ টাকা ত ছ' শ টাকা!

মহিম। দেবে না?

সরযূ। না। আমার মনে হচ্ছে আমি ক্রমাগত দাদামহাশয়ের

কাছে থেকে টাকা আনিয়ে তোমায় দিয়ে তোমার উচ্ছন্ন যাবার পথ পরিষ্কার করে' দিচ্ছি— আর দেবো না।

মহিম। দেবে না!—দাও বল্‌ছি [হাঁটু দিয়া ধাক্কা দিলেন]

সরযূ। এক পয়সাও নয়!

মহিম। আচ্ছা দেখ্‌ছি। [ঘরের ভিতরে গেলেন ও পরে পিস্তল লইয়া আসিলেন] দেবে না?—দেও টাকা বল্‌ছি। নইলে!—

সরযূ। বধ কর। আত্মহত্যার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাই।

মহিম। কোথায় রেখেছ, দেও বল্‌ছি।

সরযূ। কখন না।

মহিম। নহিলে—[পিস্তল দেখাইয়া] দেখ্‌ছ!

সরযূ। কর বধ।

মহিম। তবে মর। [পিস্তল লক্ষ্য করিলেন]

বেগে শান্তার প্রবেশ।

শান্তা। [পিস্তল লক্ষ্য করিয়া] খবর্দ্দার!

মহিম। [পিস্তল হস্তচ্যুত হইল] কে তুমি!

শান্তা। আমি শান্তা!

মহিম। ও! তুই!—সরে' দাঁড়া!

শান্তা। নরকের কীট! এই সাধ্বীকে এই দেবীকে যন্ত্রণা দিয়ে, না খেতে দিয়ে, প্রহার করে', আমার খরচ যোগাও!—চেয়ে দেখ ঐ ধূলিধূসরিতা, ঐ রুক্ষকেশা; ঐ মলিনা কঙ্কালপ্রতিমা। চেয়ে দেখ—কামের ক্রীতদাস—দেখ কি করেছো—যদি মানুষ হও ত নতজানু হ'য়ে এই সাধ্বীর মার্জ্জনা ভিক্ষা কর। যদি তিনি মার্জ্জনা করেন, তুমি বড় ভাগ্যবান জেনো।

মহিম। পাজী! আমার টাকায় খাস্ আবার আমার উপর কথা। [পিস্তল কুড়াইয়া লইলেন]

শান্তা। তোমার টাকা! বল্‌তে লজ্জা করে না? তবে শোন! তোমার স্ত্রীর দান—তোমার এই টাকা—আর তোমায় দিতে আমিই তাঁকে নিষেধ করেছি। তোমার টাকা?—জান্তাম না যে এ টাকা ভিক্ষা করে', স্ত্রীর রক্ত শুষে', নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে', দস্যুর অধম হ'য়ে, তুমি আমায় এই টাকা যোগাও। আমি তোমার অর্থে পদাঘাত করি। তোমায় আমি ঘৃণা করি।

মহিম। তবে এখনই তুই তার সঙ্গে জুটেছিস্! আমি তবে তোকেই বধ কর্ব্ব।

শান্তা। কি! আমাকে বধ কর্ব্বে?—দেখ, আমার হাতেও পিস্তল আছে। তোমায় আমায় যদি এই পিস্তলের যুদ্ধ হয় ত তোমার পতন নিশ্চিত। সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা কচ্ছে একবার যে যুদ্ধ করি, পুরুষ পাষণ্ড আর নারীবেশ্যার যুদ্ধ হোক্। জগৎ দেখুক্ কার জয় হয়। না আমি তোমায় বধ কর্ব্ব না। তুমি নরাধম তথাপি তোমার মুক্তির পথ আছে।—তুমি এই লম্পট থেকে মহর্ষি হ'তে পারো। কিন্তু বেশ্যা—চিরদিন বেশ্যা। তোমাকে আমি অনুতাপের সময় দিলাম। এই নাও [পিস্তল ফেলিয়া দিল] আমায় বধ কর। বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে শান্তা বেশ্যার নাম লুপ্ত হ'য়ে যাক্।—এই নাও বুক পেতে দিচ্ছি।

"তবে মর" বলিয়া মহিম গুলি করিলেন। শান্তা ভূতলে পড়িল। ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ প্রবেশ করিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—একটী সজ্জিত কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মহিম ও বন্ধুবর্গ আসীন। সম্মুখে নৃত্যগীত।

একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
একি নিখিল বিশ্বহাসি,—
একি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
একি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি' বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
একি কোটি মুগ্ধতারা!
একি মধুর দৃশ্য—প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
একি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন অলসবিহ্বল শর্ব্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্নসুন্দর।

মহিম। বাহোবা! বাহোবা! চমৎকার! কি চমৎকার নেমে যাচ্ছি! ভেসে যাচ্ছি। একটা ধাক্কাও নেই—যেন প্যারাসুট ডিসেণ্ট!

নন্দ। কোথায় যাচ্ছ জানো?

মহিম। জানি! চুলোয়!—চুলো জায়গাটা কি রকম কিছু ধারণা আছে নন্দবাবু?

নন্দ। বেশ একটু গরম।

মহিম। গরম! হাঁ গরম! বিষম গরম। কিন্তু—না, দাও আর এক গেলাস।

শরৎ। আর খেয়ো না।

মহিম। খাবো না? সেকি বল শরৎ, মদ খাবো না? খাবো। দাও। বাধা দিও না। বাধা দিলেই গোল। মাঝে এসে ধাক্কা দিও না। নাম্‌ছি, নেমে যেতে দাও। শেষে—জানি একটা বিষম ধাক্কা আছে। সে ধাক্কায়—একদম—ব্যস্‌! এখন—দাও।

অতুল। অনঙ্গ!

মহিম। চুপ! বাধা দিও না।

অতুল। আর খেয়ো না।

মহিম। খাচ্ছি।—তাতে তোমার কি। তোমার বাপের পয়সায় মদ খাচ্ছি না কি? তুমি বাধা দেবার কে! যার মদ খাচ্ছি সে—এই নন্দবাবু যদি বাধা দেন—ব্যস্‌ আর খাবো না! আর—এখানে আস্‌বোও না! যেখানে বিনি পয়সায় মদ পাবো, সেখানে যাবো। তোমরা সব কে?

শরৎ। চট কেন ভাই! আমরা তোমার ভালোর জন্যই বল্‌ছি! আর সহ্য হবে না।

মহিম। হবে! সহ্য হবে। মদ খাবো—যতক্ষণ যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি—অসাড় হ'য়ে যাই—মৃৎপিণ্ডের মত অনড় না হ'য়ে যাই। মদ খাবো।

নন্দ। ভাই তোমার জন্যই বল্‌ছি—

মহিম। কি তুমিও! ব্যস্‌ বাবা, চল্লাম! তোমাদের সঙ্গে তবে আমার এই শেষ— [উত্থান]

নন্দ। কোথায় যাও? ব'সো। না হয় মদ্‌ খাও! যেয়ো না!

মহিম। পথে এসো! নন্দবাবু, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু! দাও মদ। [পান] তার মুখখানি বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু তার স্বর,—নন্দবাবু, দাও মদ।

নন্দ। দিচ্ছি! এই নাও [মদ্য প্রদান] কিন্তু ভেবে দেখো! আমি তোমায় ভালোবাসি ব'লেই বল্‌ছি! নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না! পৃথিবীতে এসব জিনিস সম্ভোগের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মাত্রা রাখা চাই। অধিক পরিমাণে যদি অমৃত খাও—সেও পেটে গিয়ে গরল হবে।

মহিম। বিষস্য বিষমৌষধম্‌!—দাও মদ। [মদ্যপান]

নন্দ। এই শেষবার কিন্তু। আর পাবে না। আমরা তোমায় ভালবাসি ব'লেই বল্‌ছি।

মহিম। তোমরা আমায় ভালবাসো নন্দ! ভালবাসো?

নন্দ। বাসি।

মহিম। কি গুণে?

নন্দ। তোমার মহৎ হৃদয়ের জন্য!

মহিম। মহৎ হৃদয়! [সব্যঙ্গ হাস্যে] নন্দবাবু! মহৎ, হৃদয়!

তবে তুমি আমায় জানো না—তাই। [দাঁড়াইয়া] নন্দবাবু—তোমরা আমার পানে তাকাও দেখি। দেখ্‌ছো ? কি দেখ্‌ছো ?

নন্দ। কৈ! কিছু না।

মহিম। আবার তাকাও। কি দেখ্‌ছো ?

শরৎ। তোমাকে—

মহিম। কে আমি ?

শরৎ। অনঙ্গ বাবু।

মহিম। মিথ্যা কথা। আমায় চেনো নি।

শরৎ। কেন ?

মহিম। অতুলবাবু আমায় দেখ্‌ছেন ?

অতুল। দেখ্‌ছি।

মহিম। কে আমি ?

অতুল। অনঙ্গবাবু—

মহিম। না।

অতুল। তবে ?

মহিম। একটা পিশাচ!—মদ খাই কেন তা জানো ?

অতুল। জানি।

মহিম। কিছু জানো না!—হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গায়—হাত দেও! [নন্দের হাত নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া]—দেখ্‌ছো!

নন্দ। দেখ্‌ছি।

মহিম। চলেছে না ? দ্রুত! ঝড়ের মত প্রবল! ধ্বংসের মত ভয়ঙ্কর! দেখ্‌ছো ? দেখ্‌ছো নন্দবাবু!

নন্দ। দেখ্‌ছি।

মহিম। বিগত পাপের জন্য অনুতাপ, আর ভবিষ্যৎ শাস্তির জন্য ভয়;—তারা দুটোয় মিলে আমার জীবনকে শয়তানের কারখানা করে' তুলেছে, তা জানো। পিছন দিকে চাইলে শিউরে উঠি, সম্মুখে চাইলে শিউরে উঠি। তার উপরে—ওঃ! জানো না ভিতরে কি আতঙ্ক।—ও কি !!!

শরৎ। কি ?

মহিম। মা! মা—অ-অমন করে' চেয়ে রয়েছো কেন! ঐ মরামুখ—ঐ বিভক্ত ওষ্ঠ—ঐ স্থির পাষাণ মূর্ত্তি, ঐ অনিমেষ পারদদৃষ্টি—মা মা, অমন করে' চেয়ো না, অমন করে' চেয়ো না। বরং অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও।

শরৎ। ওকি!—কার সঙ্গে কথা কৈছ ?

মহিম। মা! মা!—আমি—আ—মি—

নন্দ। অনঙ্গ!—

[অনঙ্গকে ঝাঁকা দিলেন]

মহিম। ও—ও—ও— [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

নন্দ। অনঙ্গ! অনঙ্গ!

মহিম। [উঠিয়া] কে অনঙ্গ ?—ও! আমি! না—আর পারি না। তবে প্রকাশ করে' দিই। বন্ধুগণ! আমার নাম অনঙ্গ নয়, আমার নাম মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী—যে স্ত্রীর জন্য মাকে অবহেলা করেছে; বেশ্যার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে; প্রতিহিংসার জন্য বেশ্যাকে হত্যা করেছে।

কানাই। কি বল্‌ছো অনঙ্গ!

মহিম। কৈ? কি বল্‌ছি?? হাঁ—না, সব ভুল। আমি কিছু করি নাই। আমি পাপিষ্ঠ নই। আমি পরম পুণ্যাত্মা। মাকে পূজা কর্ত্তাম। স্ত্রীকে ভালবাস্‌তাম। গণিকা—কখন রাখি নাই। যা' বলেছি সব ভুল—সব ভুল!

অতুল। কি বল্‌ছো?

মহিম। আমি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ। ভাল হ'তে পার্ত্তাম, যদি প্রথমে মায়ের প্রতি ভক্তি থাক্‌তো! আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, সেই প্রথম পাপ ক্ষালন করে' দাও—আবার সব ফিরে পাবো।

নন্দ। কি বল্‌ছো?—তোমার নাম মহিমারঞ্জন?

মহিম। না না—ভুল বক্‌ছি। আমি ঘুমোবো।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু!

নন্দ। কি!

ভৃত্য। বাবু পুলিশ!

নন্দ। পুলিশ!—কি চায় জিজ্ঞাসা কর্। [ভৃত্যের প্রস্থান]

নন্দ। হঠাৎ এত রাত্রে পুলিশ? বাগান বাড়ীতে।

কানাই। তোমরা অনঙ্গের মুখের দিকে তাকাও—একবারে ছায়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।

অতুল। তাইত। তাকাচ্ছে দেখ!

শরৎ। নন্দবাবু, তোমার পার্টিতে এসে শেষে সাক্ষী দিতে না হয়।

নন্দ। অনঙ্গ—অনঙ্গ!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন যে, এখানে মহিমবাবু বলে' কেউ আছেন। এই যে দারোগাবাবু—

মহিম। ঐ ধর্লে রে! [পলায়ন]

নন্দ। অনঙ্গ! অনঙ্গ। [পশ্চাদ্‌গমন; অন্য সকলেও পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেলেন]

দুজন কনষ্টেবল ও দারোগাবাবুর প্রবেশ।

দারোগা। কৈ এখানে ত কেউ নেই! ওখানে এত গোলযোগ কিসের? দেখি—[যাইতে উদ্যত]

মহিম ভিন্ন অন্য সকলের প্রবেশ।

কানাই। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

অতুল। উঠেই দৌড়্—

দারোগা। কে?

কানাই। অনঙ্গ।

দারোগা। অনঙ্গ না মহিম?

নন্দ। হাঁ সেই নামই বলেছিল বটে।

শরৎ। তুমি দেখ্‌লে দৌড় দিলে?

কানাই। স্বচক্ষে।

অতুল। হাত পা ভাঙ্গেনি?

কানাই। না ছাদ থেকে ঐ বকুলগাছের উপর পড়ে' তার পর উল্টে পাল্টে নীচে পড়ে' গেল! তার পর তৎক্ষণাৎ উঠেই দৌড়।

দারোগা। কোন্ দিকে?

কানাই। পশ্চিম দিকে।

দারোগা। হনুমান সিং। যাও—পিছনে পিছনে ছোটো।

[একজন কনষ্টেবলের প্রস্থান]

দারোগা। মহাশয়! অনুমতি করেন ত বাড়ীটা একবার খুঁজে দেখি।

নন্দ। কি দারোগা সাহেব! ব্যাপারখানা কি?

দারোগা। বিশেষ কিছু নয়। এই মহিমবাবুর বিপক্ষে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট। মহাশয় অনুমতি হয় ত বাড়ী খানাতল্লাস করি।—যদি কোন জায়গায় তাঁকে লুকিয়ে রাখা হ'য়ে থাকে।

নন্দ। দারোগা সাহেব! আমি অনারারি মাজিষ্ট্রেট।

দারোগা। মাফ কর্ব্বেন। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তে হবে। জানেন ত সব।

নন্দ। আসুন। তবে খুঁজে দেখুন। [সকলে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিশ্বেশ্বর প্রসাদ-উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

সরযূ একটা খাঁচায় পাখী লইয়া তাহাকে পড়াইতেছিলেন।

বিশ্বেশ্বর বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন।

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! একটা কথা বল্‌বো!

সরযূ। একটা কেন! দশটা কথা শুনিয়ে দেন না।

বিশ্বেশ্বর। তোর সদাই এ ম্লানমুখ কেন?

সরযূ। এই কথাটুকু বল্‌বার জন্য অতখানি ভূমিকা! কথাটার

নূতনত্বও ত কিছু দেখ্‌ছি না। মাস দুই ধরে' রোজই ত ঐ কথা বল্‌ছেন ।

বিশ্বেশ্বর। বলি কি সাধে! সর্ব্বদাই ভাবছিস্।—চল্, গাড়ি করে' মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।

সরযূ। না দাদামহাশয়! আমার যেতে ইচ্ছা কচ্ছে না।

বিশ্বেশ্বর। তবে মুখ ভার করে' বসে থাক্‌তে পাবিনে।

সরযূ। [সহাস্যে] কৈ মুখ ভার করে' বসে' আছি দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। তোরই বা দোষ দেই কেমন করে'?—যার স্বামী হত্যা করে' ফেরার!—এও তোর কপালে ছিল!

সরযূ। তিনি এখন অজ্ঞাত বাস কচ্ছেন। আপনি পাণ্ডবদের কথা পড়েন নি বুঝি! আঃ! আমি আর আপনাকে কত শেখাবো কিছুই জানেন না।

বিশ্বেশ্বর। যে দিন শুন্‌লাম যে মহিম তোকে পদাঘাত করেছে, সে দিন মনে হ'ল—কি বল্‌বো সরযূ—মনে হ'ল যে এই শ্যামা পৃথিবী আমার সম্মুখে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে শূন্যে ঝরে' পড়ে' গেল, আর নীচে থেকে নরক লাফিয়ে উঠ্‌লো, আর শয়তানের দল বিবাহকে টিট্‌কিরি দিয়ে উঠ্‌লো।—ওঃ!

সরযূ। সে কি দাদামহাশয়! পতির পদাঘাত সতীর বক্ষে—কৌস্তুভমণি কি ছার—আমার ঠিক মনে হ'ল যে স্বর্গ থেকে মন্দার-পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। সে কি সরযূ!

সরযূ। প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব আপনি জান্‌বেন কোথা থেকে?

বিশ্বেশ্বর। সে কি!—তোদের প্রেম হয়েছিল?

সরযূ। প্রেম! উঃ! কি প্রেম যে হয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো দাদামহাশয়!—ভয়ানক প্রেম!

বিশ্বেশ্বর। কি রকম?

সরযূ। আমরা প্রেমের ইয়ত্তা কর্ত্তে পার্ত্তাম না, অন্ত পেতাম না। দস্তুরমত—কি বল্‌বো দাদামহাশয়—প্রেমের হুজুগে পড়ে'—এমন কি অনেক সময় খাওয়া হ'ত না। দিনটা উপবাসে যেত।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি কর্ত্তিস্?

সরযূ। বসে' বসে' উপমা দিতাম।

বিশ্বেশ্বর। কি উপমা দিতিস্? একটা নমুনা দে দেখি।

সরযূ। এই ধরুন, তিনি বল্‌তেন যে তিনি আমার গলার হার আর আমি বল্‌তাম যে আমি—তাঁর পায়ের চটিজুতো।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ—ব্যঙ্গ কচ্ছিস্—আমার মনে হয়—সত্য সত্যই প্রেম তোদের কখনই হয় নি—

সরযূ। কেন?

বিশ্বেশ্বর। এই বুঝি প্রেম! একে প্রেম বলে না।

সরযূ। তবে কাকে প্রেম বলে? বলুন না দাদামহাশয় প্রেম কাকে বলে!

বিশ্বেশ্বর। তবে শুন্‌বি, এই ধর্ আমার সঙ্গে তোর প্রেম হয়েছে —ধরে' নে।

সরযূ। আচ্ছা ধরে' নিলাম—যদিও সেটা ধরে' নেওয়া খুব শক্ত। তা তর্কের খাতিরে ধরে' নিলাম। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। অথচ আমায় দেখিস্ নি, আমার নাম শুনিস্ নি—তবু প্রেম!

সরযূ। তা কেমন করে' হবে?

বিশ্বেশ্বর। কেমন করে' হবে তা জানি না। তবে হবে। কবিতার ভাষায় একে বলে পূর্ব্বরাগ।

সরযূ। [সবিস্ময়ে] বটে!

বিশ্বেশ্বর। তার পর একদিন—কোন্ সুলগ্নে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, কোন্ সেফালিসুবাসিত মলয়-হিল্লোলে, কোন্ স্বপ্নময় সন্ধ্যায়, কোন্ নিভৃত স্তব্ধ কুঞ্জবনে—দুজনে দেখা। যে দেখা সেই প্রেম।

সরযূ। যেই দেখা সেই প্রেম বুঝি!

বিশ্বেশ্বর। যেই দেখা সেই প্রেম হওন—এখন থেকে আমি বাঙ্গালা নাটকের ভাষায় কথা কৈব, মনে রাখিস্।

সরযূ। আচ্ছা। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। তার পর প্রেমিকের স্বগতোক্তি; প্রেমিকার ব্যাকুলভাব দেখাওন; প্রেমিকের কবিতা আওড়াওন ও প্রেমিকার পতন ও মূর্চ্ছা।

সরযূ। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ।—সব বিরহিণীর একজন করে' সখী থাকা চাই! নৈলে প্রেম হয় না।

সরযূ। নৈলে প্রেম হয় না বুঝি?

বিশ্বেশ্বর। [ঘাড় নাড়িয়া] হবার যো'ই নাই। সখী নৈলে গান গাইবে কার কাছে? গান নৈলে প্রেম জমে না।

সরযূ। বটে।—তার পর!

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ ও বীজন। প্রেমিকার জ্ঞানলাভ ও ধীরে ধীরে চলিয়া যাওন! যাইতে যাইতে প্রেমিকার সাড়ী তরুশাখালগ্ন হওন ও প্রেমিকার পশ্চাতে ফিরিয়া চাওন! প্রেমিকের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলন

আর প্রেমিকের—হা হতোস্মি শব্দ করণ। প্রেমিকার প্রস্থান ও প্রেমিকের—প্রেমিকের কি ?

সরযূ। তা আমি কি জানি ! বর্ণনা কর্চ্ছেন আপনি।

বিশ্বেশ্বর। তা বটে ! কিন্তু ঐ জায়গাটা মেলাতে পার্চ্ছি না। ঐ জায়গাটা মিলিয়ে দে না দিদি ! প্রেমিকের ?—বল্। শীঘ্র বল্। নৈলে জুড়িয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকের ?

সরযূ। প্রেমিকের গৃহে যাইয়া বেশী করিয়া ভাত খাওন ও পুনরায় উঠিয়া পড়িয়া লাগন।

বিশ্বেশ্বর। এঃ ! সব মাটি !

সরযূ। কেন ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ এক ভাত খাওনে সব মাটি। আমার এতখানি পরিশ্রম বৃথাই গেল। শেষে ভাত খাওন ! আঃ ছ্যাঃ !

সরযূ। তবে কি খাওন ?—লুচি ?

বিশ্বেশ্বর। খাওন একেবারে নয়। উপবাস করণ।

সরযূ। উঁহুঃ। খালিপেটে প্রেম হয় না। এ বেশ একটু পরিশ্রমের কাজ। ভাত না খেয়ে লুচি খেতে পারেন। কিন্তু খাওন চাই !—আচ্ছা, তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। রোস্ আগে বিষয়টাকে টেনেটুনে দাঁড় করাই। —ঐ ভাত খাওনে আমাকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছিস্। সাম্‌লে নেই, দাঁড়া।

সরযূ। নেন। তাড়াতাড়ি নেই।

বিশ্বেশ্বর। [সামলাইয়া লইয়া পরে উঠিয়া] কতখানি বলেছি ! —হাঁ—তার পর প্রেমিকের প্রস্থান। তার পর একদিন ঝড় হওন,

প্রেমিকার নৌকা না পাওন, নদীতে ঝাঁপ দেওন, নদী পার হইয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া প্রেমিকার পাঁচিল টপ্‌কাইয়া পড়ন।

সরযূ। উঁহুঃ! হ'ল না!—খানিক বাদ গেল।

বিশ্বেশ্বর। কি?

সরযূ। মড়া আর সাপ।

বিশ্বেশ্বর। তুমি বড় অকবি! নৈলে এর মধ্যে মড়া নিয়ে আসিস্।

সরযূ। আমি নিয়ে আস্‌বো কেন? ভক্তমাল গ্রন্থে রয়েছে। —আচ্ছা তার পরে?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি? প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ। প্রেমিকার লজ্জিতভাব করণ। পুনরায় সখীর প্রবেশ। তার পর দুজনের গোপনে বিবাহ হওন। পল্লীস্থান দেখাওন। যবনিকা পতন।

সরযূ। সে কি! ঐ খানেই প্রেমের শেষ?

বিশ্বেশ্বর। তা—শেষ বৈকি! বিয়ে হ'য়ে গেল। আবার কি চাস্?

সরযূ। তার পর আর কিছু নেই?

বিশ্বেশ্বর। আবার কি?

সরযূ। উঁহুঃ! হ'ল না। তার পর কি আমি বল্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, বল্ দেখি!

সরযূ। তার পর প্রেমিকার শ্বশুরবাড়ী যাওন। প্রেয়সীর রন্ধন করণ, ভাঁড়ার বের করে' দেওন, আর প্রাণনাথের ভাত খাওন ও আপীসে যাওন।

বিশ্বেশ্বর। ও কথা কোন নাটকে কি কাব্যে লেখে না।

সরযূ। অতখানি সত্য কথা কাব্য বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না। যেখানে আসল সত্য কথা আরম্ভ হওন, সেইখানেই নাটকের শেষ হওন।

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা তার পর?

সরযূ। তার পরে দম্পতীর যথাকালে পুত্রকন্যা হওন।

বিশ্বেশ্বর। আর কিন্তু নাটকের ভাষা নয়। তুমি নিজেই বলেছ যে এখানে নাটক শেষ হওন।

সরযূ। বেশ! এখন থেকে চলিত ভাষায় বল্‌বো। তারপর পুন্নরক থেকে ত্রাণ কর্ব্বার জন্য পুত্ররত্ন এসে দেখা দিলেন। আর দেখে কে! তার জন্য মায়ের আহার নেই, নিদ্রা নেই। মা একটু ঘুমিয়েছে, ছেলে কর্ল "ট্যা," অমনি মা উঠে তাকে বুকের উপর করে' নিয়ে দুলিয়ে—"ও—ও—ও—যাদু আমার, মাণিক আমার! ও—ও—ও—আয়রে পাখী।"

বিশ্বেশ্বর। ঠিক বলেছিস্।

সরযূ। ছেলে একটু বড় হ'লেন ত কোল থেকে মাথায় উঠ্‌লেন। জ্বর—ডাক্তার ডাক। পাঠশালা থেকে ছেলে 'ক' লিখে এলেন, ত বাড়ীতে তার মা চাকরাণী জলখাবার নিয়ে হাজির। রাত্রে ছেলে বল্লেন 'মা বড় গরম', অমনি পাখা নিয়ে মা বাতাস কর্চ্ছেন। মা এই ছেলের জন্য কত দীর্ঘ দিবস অনাহারে, কত দীর্ঘ রাত্রি অনিদ্রায়, কাটিয়ে দেয়, আমরণ মায়ের মুখে আর কথা নেই, ধ্যানে আর চিন্তা নাই, নিদ্রায় আর স্বপ্ন নাই। ছেলে ছেলে ছেলে! মরণের পর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে কি না! তাও বা কৈ! একদিন মায়ের কোল খালি করে', বুক ভেঙ্গে দিয়ে, জীবন শূন্য করে', সেই ছেলে, এত যত্ন এত আদর এত স্নেহ তুচ্ছ করে' কোথায় চলে' যায়। আর তাকে দেখ্‌তে পাই না।

বিশ্বেশ্বর। আবার ঐ কথা!

সরযূ। না দাদামহাশয়! এই চুপ কর্লাম!—আহা সেই মুখখানি!

কেমন পুট পুট করে' আমার পানে চাইত। সেই ছোট্ট হাত দু'খানি —সেই কচি কচি আঙ্গুলগুলি!—দেখ্‌তেন যদি দাদামহাশয়!—যেন মোমের পুতুল।

বিশ্বেশ্বর। সে পুণ্যাত্মা স্বর্গে গিয়েছে। কিন্তু তোর পুত্র—আমার পৌত্রীর পুত্র—শেষে কিনা দারিদ্র্যের কশাঘাতে—অনাহারে—

সরযূ। ও কি! কাঁদ্‌ছেন দাদামহাশয়! আপনাকে দুরস্ত কর্ত্তে পার্‌লাম না!—ঐ চেয়ে দেখুন ঐ নারিকেল গাছগুলির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে। যেন সন্ধ্যার জয়পতাকা উড়্‌ছে।

বিশ্বেশ্বর। এ কথা আমাকে একবার লিখে জানালিনে কেন সরযূ!—আর আমি তোকে এত ভালবাসি।

সরযূ। আবার!—আচ্ছা দাদামহাশয়, কাব্যে লেখে যে প্রেমিক প্রেমে মূর্চ্ছা যায়। সে কি রকম দাদামহাশয়! সত্যই কি মূর্চ্ছা যায়?

বিশ্বেশ্বর। আর কত চাপা দিবি দিদি! আমিই বা আর কত চাপা দিব! এ কি চাপা যায়!—এ যে গৈরিক নিস্রাবের মত পাষাণ ভেদ করে' উঠ্‌ছে। আয় দিদি, তার চেয়ে আমরা দু'জনে একবার কাঁদি, একবার একসঙ্গে চীৎকার করে' কাঁদি। সে কান্না আকাশে উঠে বেলাহত সমুদ্রতরঙ্গের মত দয়াময়ীর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ুক। দেখি তাঁর দয়া হয় কি না।

সরযূ। কাঁদ্‌বো কেন দাদামহাশয়! মায়ের বিধান মাথায় পেতে নেব।

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বি?

সরযূ। পার্ব্ব! ভবানীদাদা আমাকে মায়ের নাম শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মা যাকে বড় ভালবাসেন তাকেই দুঃখ দেন—

দুঃখ দিয়ে নিজের বক্ষে টেনে নেন, বেণী আপনার করে' নেন।—ঐ ভবানীদাদা গাইছেন না?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ!—চুপ্ করে' শোন্।

নেপথ্যে ভবানীর গীত।

বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা—
সে সকল দয়া তব তারিণী গো দুখহারা।

বিশ্বেশ্বর। থেমে গেল কেন!—গাও ভবানীপ্রসাদ!—ঐ! গাইতে গাইতে ঐ দিকে চলে' গেল।—ভবানীপ্রসাদ ভবানীপ্রসাদ! তুই এখানে অপেক্ষা কর্। আমি ডেকে আনি! [প্রস্থান]

সরযূ। মেঘ অশ্রু হ'য়ে নেমে গেল।—মা! ক্ষমা ক'রো। আমি অবোধ শিশু। এই সংসারে এসে পুতুল খেলা কর্চ্ছি। আমি কেন! সকলেই। শিশুর পুতুল পুতুল, মায়ের পুতুল ছেলে, যুবার পুতুল অর্থ, বৃদ্ধের পুতুল যশ। এই সব খেলাই একদিন ভেঙ্গে যাবে।—ঐ চাঁদ উঠ্ছে। ঐ পুষ্করিণীর জলে চাঁদের হাট বসে' গিয়েছে। কোকিল ডাক্ছে। কি সুন্দর এই পৃথিবী! এ ত কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।

[বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতে লাগিলেন]

গীত

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।

আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন,
সুখ দুঃখ, এই জীবন, মরণ,
—এও বিধাতার পুতুল খেলা,
—শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়ে ফেলা।

—সুন্দর বাতাস বৈছে।

ছদ্মবেশে মহিমের প্রবেশ।

মহিম। সরযূ!

সরযূ। [চমকিয়া] কে!—ও!—তুমি!—এখানে!—এ ভাবে!—এ বেশে!

মহিম। পুলিশ আমায় তাড়া করেছে! আমি তাই পাঁচিল টপ্‌কে এখানে এসেছি! আমায় আশ্রয় দেবে কি!

সরযূ। এতদিন কোথায় ছিলে?

মহিম। গহ্বরে, শ্মশানে, জঙ্গলে রাস্তায় নানাস্থানে বেড়িয়েছি! কখন বৈরাগী, কখন ঝাঁকা মুটে, কখন নাম ভাঁড়িয়ে ভদ্রলোক সেজে বেড়িয়েছি। শেষে তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি।—দেবে কি?

সরযূ। ওঃ! [ঘর্ম্ম মুছিলেন] না—তুমি যাই হও, তুমি আমার স্বামী। স্ত্রীর কর্ত্তব্য করে' যাবো।—এসো। আমি তোমায় আশ্রয় দিব।

বিশ্বেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! ভবানী ঐ—[চমকাইয়া] এ কে?

সরযূ লজ্জায় দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

বিশ্বেশ্বর। [সাশ্চর্য্য] মহিম না?

মহিম। হাঁ দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। চোপ্ রও! আমি ঘাতকের দাদামহাশয় নই। এখানে এসেছো কেন?

মহিম। আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে।

বিশ্বেশ্বর। বটে!—স্পর্দ্ধা বটে! বেরোও এখান থেকে।

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। চুপ্ সরযূ!—[মহিমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] যে ব্যক্তি নারীহত্যা করে, এখানে তার স্থান নাই।—বেরোও।

সরযূ। [করজোড়ে জানু পাতিয়া] দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! বুঝি। সব বুঝি। কিন্তু এখানে লুকোচুরি হবে না। চিরদিন সোজা পথে চলে' এসেছি। এখন স্নেহের খাতিরে বাঁকা পথে যাবো না। আমার বাড়ীটা হত্যাকারীর আড্ডা নয়।—বেরোও স্ত্রীঘাতক!—তোমার মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়। বেরোও!

সরযূ। [উঠিয়া] তবে আমাকেও বিদায় দিন্ দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি!

সরযূ। উনি য'াই হৌন্—উনি আমার স্বামী।

বিশ্বেশ্বর। ও!—বুঝেছি!—বেশ!—ভেবেছিস্ নাতিনী যে তোকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তোর জন্য কর্ত্তব্য পথ ছাড়্‌বো! মনেও করিস্ না। কর্ত্তব্যের জন্য অনেক ছেড়েছি। তোকে ছাড়্‌তে হয়, ছাড়্‌বো। যদিও তোকে ছাড়্‌তে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হবে, হয়ত পাগল হ'য়ে যাবো। কিন্তু—

যতদিন বেঁচে থাকি, নিজের কর্ত্তব্য করে' যাবো। অপরাধীকে বিশেষতঃ হত্যাকারীকে, বিচারের হাত থেকে রক্ষা কর্ব্ব না। বিচারের চক্ষে ধূলি দিব না।—যা নাতিনী! আমি তোকেও বিদায় দিচ্ছি।

মহিম। তার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই যাচ্ছি। নিজে বিপদের তরঙ্গে ডুব্‌ছি, স্ত্রীকে সেই আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনি কেন!—আমি পুলিশকে ধরা দিব।

সরযূ। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। যেখানে তোমার স্থান, সেইখানেই আমার স্থান;—সে গাছের তলায় হোক্, কারাগারে হোক্, বধ্যভূমিতে হোক্। তুমি যদি আজ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত হ'য়ে আমায় গ্রহণ কর্ত্তে আস্‌তে, আমি সে আহ্বানে কর্ণপাত কর্ত্তাম না। কিন্তু তুমি আজ দীন ভিক্ষুক নিরাশ্রয়!—দাদামহাশয়, তবে বিদায় দিন্।

বিশ্বেশ্বর। বেশ! যা সরযূ! যদি যেতে পারিস্।—চক্ষু! উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো, যদি অশ্রুপাত করিস্। অন্ধ হ'য়ে ত যাবোই। না হয় আগেই হলাম। যাও, সরযূ।—গলায় ঠেলে উঠেছিস্ কি। নেমে যা—যাও সরযূ। আমায় ছেড়ে হত্যাকারীর সঙ্গে যাও।

সরযূ। দাদামহাশয়!—

বিশ্বেশ্বর। চেয়ে দেখ্ সরযূ! এই শুভ্রকেশ যা'র উপর দিয়ে ষষ্টি বৎসরের ঝড়বৃষ্টি ব'য়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখ্ এই লোলবক্ষ যা'র মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ্ এই বৃদ্ধ মুমূর্ষু—না। যাও সরযূ—

সরযূ। একদিকে স্নেহ, আর একদিকে কর্ত্তব্য—

[অদৃশ্যভাবে মহিমের প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। যা সরযূ! দাঁড়িয়ে রৈলি যে! আমাকে ছেড়ে যেতে

পারিস্—যা। দেখ্ আমি তাই খাড়া হ'য়ে দেখ্‌তে পারি কিনা।—চক্ষু! আবার!—না, উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো। [চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত]

সরযূ। ওকি! ওকি! দাদামহাশয়! [হাত ধরিলেন] করেন কি! করেন কি! [জানু পাতিয়া] দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। যাও সরযূ!

সরযূ। [ফিরিয়া] কৈ আমার স্বামী?—চ'লে গিয়েছেন!

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছে?

সরযূ। [কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া] দাদামহাশয়! আমার স্বামীকে আশ্রয় দিলেন না!

বিশ্বেশ্বর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই হত্যাকারীকে বিচারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। আমি শুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছি। যখন আমি অধমের হাতে তোকে সঁপে দিয়েছিলাম, তখনই কি তাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিই নি? আমার হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে তা'র হাতে দিই নি?—কিন্তু আমার সরযূকে সে পদাঘাত করেছে—যে নারীহত্যা করেছে—না এখানে হত্যাকারীর স্থান নাই।

সরযূ। সে হত্যাকারী যদি আপনার পুত্র হোত?

বিশ্বেশ্বর। তাকেও এইরূপই ত্যাগ কর্ত্তাম।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বিচারালয়। কাল—অপরাহ্ন।

যথাস্থানে জজ, জুরী, উকীল, ব্যারিষ্টার। দূরে মহিম, দর্শকমণ্ডলী। উকীল বক্তৃতা করিতেছিলেন।

উকীল। জুরর মহাশয়গণ! এখন, আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ এই যে, আসামীর সহিত বেগ্তার বচসা হয়; তার পরই একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়; পরে আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ কক্ষে প্রবেশ করে' দেখে যে শান্তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ভূমিতলে পড়ে', আসামীর স্ত্রী দূরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে', আর আসামী পিস্তল হাতে করে' দাঁড়িয়ে। লোকজন দেখেই আসামী পিস্তল ফেলেই দৌড় দেয়। এ সমস্ত ব্যাপার আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। পুলিশে খবর পাঠান হয়। তা'রা এসে দেখে যে লাশ নাই! ইত্যবসরে নিশ্চয়ই কেহ সে লাশ সরায়। কে সরায়, তা প্রমাণ হয়নি বটে। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে একখানা ভাড়াগাড়ী ঐ সময়ে সেই বাড়ী থেকে শান্তার বাড়ীর দিকে যায়। ১০ দিন পরে সেই মৃতদেহ শান্তার বাড়ীর পুষ্করিণীতে অর্দ্ধগলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে মৃতদেহ যে শান্তার তা সেই মৃতদেহের একটী অঙ্গুলিস্থ শান্তার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দ্বারা প্রমাণ হয়।

আসামীর স্ত্রী এ বিষয়ে আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় নাই বটে। কিন্তু কোন্ হিন্দুসতী স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

সেই অবধি আসামী ফেরার। এও তা'র বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কথিত হয়েছে।

পিস্তলটী আসামীর বলে' সনাক্ত করা হয়েছে।

এখন এর চেয়ে সন্তোষকর প্রমাণ কি হ'তে পারে—যে এই শান্তার হত্যার জন্য এই আসামী দায়ী? যে কক্ষে হত্যা হয় সে সময়ে সে কক্ষে আসামী, আসামীর স্ত্রী আর এই মৃতদেহ ভিন্ন আর কাহাকেও কেহ দেখে নাই। অতএব হত্যা—হয় আসামী করেছে, নয়ত আসামীর স্ত্রী করেছে। কিন্তু আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্ব্বে—এ কি সম্ভব? শান্তার বচসা আসামীর সঙ্গে হয়েছিল, তার স্ত্রীর সঙ্গে হয় নাই। আর হত্যা করে' কেহ কি স্বামীর হস্তে পিস্তল দিয়ে নিজে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে! আর আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্লে আসামী কি কখন ফেরার হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়!

অতএব জুরর মহোদয়গণ! হত্যা সম্বন্ধে প্রমাণ যতদূর সম্ভব তা হয়েছে। এখন আপনারা বিচার করুন। যদি আসামীর দোষ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত সন্দেহ থাকে, তা হ'লে আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত কর্ত্তে হবে। আর যদি সন্দেহ না থাকে, ত আসামীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বিবেচনা কর্ত্তেই হবে; উপায় নাই। হত্যার অপরাধের দণ্ড ফাঁসি পর্য্যন্ত হ'তে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে' আপনারা বিচার করুন। [বসিলেন]

জজ। আসামী মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

মহিম। ধর্ম্মাবতার! আমি নিরপরাধী।

জজ। সে ত পূর্ব্বেই বলেছ! আর কিছু?

মহিম। ধর্ম্মাবতার! যদি আমার অপরাধ হ'য়েই থাকে ত আমার

মৃত্যুদণ্ড দিবেন না। আমি এখনও যুবা। পৃথিবী আমার কাছে এখনও নূতন। এখনও সংসারে আমার আশা আছে, দেহে শক্তি আছে, মনে বল আছে! আমি পাপী; পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার অবকাশ দিউন। ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে।

জজ। ঐরূপ অনুযোগ বিচারালয়ে নিষ্ফল। বিচার কুঠারের মত শাণিত, কঠিন, নির্ম্মম। তুমি যদি নির্দ্দোষী হও ত সে তোমাকে স্পর্শ কর্ব্বে না, বরং সম্মান কর্ব্বে। কিন্তু যদি অপরাধী হও ত সে নিয়তির মত কঠোর—দয়া করে না। প্রমাণ সম্বন্ধে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

মহিম। আমি হত্যা করি নাই।

জজ। তবে কে হত্যা করেছে?

মহিম। আমার স্ত্রী!—[তিনি যেন শুনিলেন যে অন্তরীক্ষে কে বলিতেছে 'সাবধান']—ও কি! কার কণ্ঠস্বর!—মা মা!—রক্ষা কর রক্ষা কর! [পুনরায় 'সাবধান'] না না নিরপরাধিনী সতীকে এ ব্যাপারে জড়াব না।—না ধর্ম্মাবতার আমার স্ত্রী হত্যা করেন নাই—কিন্তু—কিন্তু—ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে,—ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে।—আমি হত্যা করি নাই।

জজ। কে হত্যা করেছে? সত্য বল কে হত্যা করেছে?

মহিম। আমার স্ত্রী—

দর্শকমণ্ডলী ভেদ করিয়া সরযূ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"সত্য কথা ধর্ম্মাবতার!—হত্যা আমার স্বামী করেন নাই। হত্যা আমি করেছি।"

জজ। আপনি কে?

সরযূ। আমি আসামীর স্ত্রী—

সকলে। সে কি!

সরযূ। শান্তা আমার স্বামীর গণিকা ছিল। সেই আক্রোশবশে আমি তা'কে হত্যা করেছি। হত্যা করে'ই মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে' গিয়েছিলাম। আমার স্বামী বোধ হয় তখন পিস্তল লুকাইবার অভিপ্রায়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন।

উকীল ঘাড় নাড়িলেন।

সরযূ। উকীল মহাশয়! আমাকে অবিশ্বাস কর্ব্বার কারণ কি? আপনারই যুক্তি—যে হত্যা হয় আসামী, না হয় আসামীর স্ত্রী করেছে। আমার স্বামী অস্বীকার কচ্ছেন। আমি স্বীকার কচ্ছি।

জজ। এতদিন তবে এ কথা প্রকাশ করেন নি কেন?

সরযূ। প্রাণভয়ে। কিন্তু যখন নির্দ্দোষীর ফাঁসি হ'তে যাচ্ছে তখন আর নীরব থাকৃতে পারি না।

জজ। [উকীলকে] What do you say?

উকীল। I do think that the matter requires further enquiry, specially as the prisoner denies his guilt and this lady corroborates him.

জজ। Very well; officer of the court you may arrest this wo—I mean lady.

কর্ম্মচারী। As your worship pleases. [সরযূকে] আমি আপনার স্বীকার্য্য মতে আপনাকে গ্রেপ্তার করি।

সরযূ। "করুন"—এই বলিয়া—বাঁধিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শির আরও উন্নত হইল। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল। সকলে সহসা উঠিয়া তাঁহার পানে সহসা সভক্তিবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটী। কাল—প্রভাত।

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও দয়াল।

বিশ্বেশ্বর। টাকা চাই, টাকা চাই, যেমন করে' হোক্।

পরেশ। তা ত দেখ্‌ছি, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে!—তখন ত যা ছিল, দুহাতে বিলিয়ে দিলেন।

বিশ্বেশ্বর। তা দিয়েছি বটে। কিন্তু টাকা চাই।

পরেশ। যে ধার চেয়েছে, ধার দিয়েছেন; সে টাকা ফিরে দেয় নি। অমুকের পিতৃদায়, অমুকের কন্যাদায়, অমুকের দেনার দায়—যত রকম দায় আছে সব নিজের ঘাড় পেতে নিয়েছেন—এখন!

বিশ্বেশ্বর। এখন আমার বিপদে তা'রা সাহায্য কর্ব্বে না?—আমার দায় তা'রা ঘাড় পেতে নেবে না?

দয়াল। মানুষ চিনো নি বিশ্বেশ্বর! তাই উপকারের প্রত্যুপকার আশা কর!

বিশ্বেশ্বর। যখন উপকার করেছিলাম, তখন ভেবে করি নি যে প্রত্যুপকার পাবো। আজ—প্রথম সে কথা মনে হোল।—দেবে না? তা'রা এ বিপদে আমায় কেউ দশহাজার টাকা ধার দেবে না?

পরেশ। দেখুন না চেয়ে!

বিশ্বেশ্বর। বল কি পরেশ! জগতে প্রত্যুপকার নাই? উপকারের প্রতিদান—

দয়াল। গালাগালি—তাতেই যদি সে নিরস্ত থাকে ত ঢের।

বিশ্বেশ্বর। কেন ?

দয়াল। অধম মানুষ!—যত দাও তত চায়; যত তা'র উপকার কর, ততই যেন তার উপকার কর্ত্তে তুমি বাধ্য। যদি না পার—গালাগালি!

বিশ্বেশ্বর। মানুষ এত নীচ!—না না। তা হ'তে পারে না। তা হ'তে পারে না।

পরেশ। এই যে তাঁদের মধ্যে একজন—ঐ ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্‌বো?—একবার চেয়ে দেখুন না।—ও চারুবাবু!

চারু। [নেপথ্যে] কি।

পরেশ। একবার এদিকে আসুন ত।

[নেপথ্যে] বিশেষ দরকারে যাচ্ছি।

পরেশ। দু'মিনিটের জন্য।

[নেপথ্যে] আঃ!

দয়াল। ঐ আস্‌ছে! কিন্তু মুখের ভাবটা দেখ্‌ছো!

চারুদত্তের প্রবেশ।

চারু। কি বল!—আমার সময় নাই।

পরেশ। সময় আছে মনে কর্লেই আছে; আর নেই মনে কর্লেই নেই। একদিন যে এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে' থাক্‌তেন।

বিশ্বেশ্বর। সত্যই সময় নেই ?

চারু। আজ্ঞে!

বিশ্বেশ্বর। সত্য ?

চারু। সত্য।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা—যাও।

চারু যাইতে উদ্যত।

পরেশ। দাঁড়ান। আপনার বেশী সময় অপব্যয় কর্ব্ব না। দাদা-মহাশয়ের কাছে আপনি হাজার পাঁচেক টাকা ধারেন, মনে আছে?

চারু। কৈ?—না।

পরেশ। কিন্তু ধারেন।

চারু। কোন দলিল আছে?

পরেশ। বোধ হয় নেই! মূর্খ দাদামহাশয় দলিল নেন নি। তবে ধারেন।

চারু। কোন পুরুষে নয়।

পরেশ। এই পুরুষেই ধারেন।

চারু। না।—আমার আর্ সময় নাই [যাইতে উদ্যত]

বিশ্বেশ্বর। তুমি আমার কিছু ধারো না ভায়া। আমি তোমার কাছে ধারি।

চারু। [ফিরিয়া] তা হবে। তা হবে।—কত?—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।—নানা কাজে ব্যস্ত, মনেও থাকে না।—কত?

বিশ্বেশ্বর। তা জানি না। তবে মানুষের ধার মানুষের কাছে আছেই ভাই।—কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না।—ভাই! তুমি আমার কিছু ধারো না! কিন্তু আমায় দান কর। আমি বড় বিপদে পড়েছি।

চারু। আমার আর সময় নেই। আমি যাই। [প্রস্থান]

দয়াল। কি বিশ্বেশ্বর! কি ভাব্ছো!

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ—ওহে ভবানীপ্রসাদ—

দয়াল। ভবানীপ্রসাদ কি কর্ব্বে!—

পরেশ। ঐ শ্যামাদাস যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। কোন্ শ্যামাদাস?

পরেশ। যার কন্যাদায়ে আপনি পাঁচহাজার টাকা দিয়েছিলেন—শ্যামাদাস বাবু! ও শ্যামাদাস বাবু!—চলে' গেল।—উত্তরও দিলে না।—আপনার কাছে জানি ও কখনই আস্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন! আমি কি ক্ষেপা কুকুর! লোকে আমার কাছে আস্‌তে এত ভয় করে কেন?—

দয়াল। হয় উপকারীকে চিন্তে পারে না, নয় দেখ্‌তে পারে না।

পরেশ। ঐ বিনোদ বাবু। বিনোদ বাবু! বিনোদ বাবু!

[নেপথ্যে] কি—

পরেশ। একবার এ দিকে আসুন ত।

বিনোদ। [নেপথ্যে] যাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। এই ত ডাক্‌বা মাত্রই এল। মানুষ এত খারাপ হ'তে পারে। দুটো একটা কি রকম বিগ্‌ড়ে যায়।—ঐ ত আস্‌ছে।

পরেশ। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। ওকে আপনি যে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছিলেন—ওর পরিবার আর ওকে ডিক্রীর দায় থেকে বাঁচাতে।

বিশ্বেশ্বর। ও যে আমার ভাগিনেয় জামাই।

দয়াল। ও তাই!—

বিনোদের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। এসো বাবাজি!

বিনোদ। বিশ্বেশ্বর বাবু! এ উত্তম।—বুড়োবয়সে এ কেলেঙ্কারী! আমি নিজেই আস্‌ছিলাম।—এই কেলেঙ্কারী!—এক বেশ্যার পায়ে এই টাকাটা ঢেলে দিলেন। আর আমি কাল আমার মেয়ের বিয়েতে পাঁচ

হাজার টাকা চাইলাম—বলে' পাঠালেন, টাকা হাতে নাই। আর আমি আপনার ভাগিনেয় জামাই।

দয়াল। মাথা কিনে রেখেছ বাপু, মাথায় চড়।

বিশ্বেশ্বর। না না।—শোন বাবাজি, আমার নিজেরই এখন টাকার দরকার। দেই কোথা থেকে।

বিনোদ। অথচ বেশ্যার পায়ে টাকা ঢেলে দিতে পারেন। বেশ—

বিশ্বেশ্বর। বেশ্যার পায়ে!—

বিনোদ। আর কাজ নাই—শঠ, মাতাল, লম্পট।

পরেশ। চোপরাও উল্লুক। [গিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন]

বিশ্বেশ্বর। আহা কর কি! কর কি!

পরেশ। বেরো এখান থেকে।

বিনোদ। বেশ!—এ বাড়ীতে আর কোন্ বেটা পদার্পণ করে।

[প্রস্থান।

দয়াল। ও বাবা, এযে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

বিশ্বেশ্বর। একি—তবে সত্যই কি মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়! এযে --এযে আমি কখন কল্পনাও কর্ত্তে পারি নি।—ভবানীপ্রসাদ! একটা —না আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার মাথা ঘুচ্ছে। চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি।—ঈশ্বর! টাকা না পাই, না খেয়ে মরি, সরযূ ফাঁসি যাক্—মানুষে যেন বিশ্বাস না হারাই, তোমাতে যেন বিশ্বাস না হারাই।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর! আমি এ টাকার যোগাড় কর্চ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বিশ্বেশ্বর। ওকি! আকাশে নক্ষত্রগুলো টল্‌ছে—মাতাল হয়েছে

নাকি! পৃথিবী পায়ের নীচে থেকে নেমে যাচ্ছে। চন্দ্র অগ্নিবৃষ্টি কচ্ছে। বাতাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের ঘাম মুছ্‌ছে। দয়াল! আমায় ধর। পড়ে' যাচ্ছি।

দয়াল। অধীর হ'য়ো না। আমি এ টাকার যোগাড় কর্চ্ছি!—আমি এ টাকা যোগাড় করে' আন্‌ছি।

বিশ্বেশ্বর। আন্‌ছো! আন্‌ছো!—হাঁ নিয়ে এসো! ভিক্ষা করে' হোক্, চুরি করে' হোক—এনে দাও। সরযূ বাঁচুক, তার পর প্রলয় হোক্! কিছু যায় আসে না।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর উন্মাদ হ'য়ো না।

বিশ্বেশ্বর। না না। উন্মাদ হব না। এখনও সরযূ জেলে পচ্‌ছে। সেই সোণার প্রতিমা, সেই মূর্ত্তিমতী ঊষা, সেই ননীর দেহখানি জেলে পচ্‌ছে; সেই সতী, সেই যোগিনী, সেই দুঃখিনী, সেই আনন্দময়ী, সেই সুন্দরী, সেই দেবী, দিদি আমার ম'র্ত্তে যাচ্ছে। আমার দেহের শক্তি, আমার নয়নের জ্যোতি, আমার জীবনের সুখ, আমার পরকালের স্বর্গ—আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, আমার আমি—আমায় ছেড়ে চলে' যাচ্ছে। আমি যেতে দেবো না।—টাকা চাই, টাকা চাই। বুঝ্‌লে দয়াল?—টাকা চাই।

দয়াল। আচ্ছা, আমি এই মুহূর্ত্তে যাচ্ছি, যেখান থেকে হোক্—টাকা নিয়ে আস্‌ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। [প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চিন্ত হব! হাঁ ভয় কি! ১০,০০০৲ টাকা কেউ ধার দেবে না!—সংসারে সব কৃতঘ্ন!—ওরে, তোদের যে আমি সব দিয়ে আজ নিজে ফতুর হ'য়ে, রাস্তার ভিখারী হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি!—দয়া নাই? কৃতজ্ঞতাও নাই?—না তাকি হ'তে পারে।—

ঐ যে—নক্ষত্রগুলো আবার স্থির, শান্ত, জ্যোতির্ম্ময়। এই যে আবার স্নিগ্ধ বাতাস বৈছে! ঐ যে শুভ্র জ্যোৎস্না শ্যামা ধরিত্রীকে স্নেহে জড়িয়ে রয়েছে! —না না! তা কি হ'তে পারে! সৃষ্টি এত সুন্দর; সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষ এত কুৎসিত! হ'তে পারে!—না এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, কর্ব্ব না।

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। এই যে পার্ব্বতী! পার্ব্বতী—আমায় দশ হাজার টাকা ধার দাও।

পার্ব্বতী। আমি?—ধার দেবো? আপনাকে? বলেন কি!

বিশ্বেশ্বর। কেন! কেন! তুমি আমার জমীদারি নিলাম করে' নিয়েছো। তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো—না না তুমি কর নি। আমি হয়েছি—মানুষকে সর্ব্বস্ব দিয়ে—না, আমি কাউকে কিছু দিইনি। কেবল পরের নিইছি—লুট করেছি! কারো দোষ নয়। দোষ আমার। এত বিশ্বাস, স্নেহ, এত—না কোথায়! আমি কাউকে ভালো বাসিনি।—কেবল শাঠ্য জোচ্চোরি হত্যা করে' বেড়িইছি। আমায় দশহাজার টাকা দাও।

পার্ব্বতী। আমি টাকা দেবো আপনাকে। আপনি মস্ত জমীদার, আপনি দাতা, আপনি মহৎ লোক! আমরা সব ছোটলোক।

বিশ্বেশ্বর। না, কে বলেছে। ছোট লোক আমি, নীচ আমি, ঘৃণ্য আমি, পাপী আমি। তোমরা সব ধার্ম্মিক, তোমরা সব পুণ্যাত্মা, তোমরা সব দেবতা—টাকা ধার দাও! আমি একমাসের মধ্যে শোধ দেবো।

পার্ব্বতী। তার জামিন কে!

বিশ্বেশ্বর। আমি আমার জমীদারি বাঁধা রাখ্‌ছি।

পার্ব্বতী। সমস্ত সম্পত্তি?

বিশ্বেশ্বর। আমার যা কিছু আছে—আমার জমীদারি, আমার বাড়ী, আমার ইহকাল, আমার পরকাল—সব নাও। আমায় ১০,০০০৲ টাকা দাও। আমার নাতিনীকে বাঁচাতে চাই। আমার সব যাক্—সে বাঁচুক্।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—তমসুকখানা দেওত। দাদামহাশয় দস্তখৎ করুন! —দাদামহাশয়, আমি আপনার বিপদের কথা শুনেই এসেছি। আমাকেই এ ধার দিতে হবে তাও জানি। তাই একেবারে দলিল তৈরি করে'ই এনেছি। আপনি একদিন আমার বিপদে আমার বাড়ী বয়ে' টাকা এনে-ছিলেন। সে উপকার আমি ভুলি নি দেখ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর। তোমার জয় হোক্।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—

শ্রীশ দলিল দিলেন।

পার্ব্বতী। তবে দস্তখৎ করুন!

বিশ্বেশ্বর। কোথায় দস্তখৎ কর্ব্ব?

পার্ব্বতী। এইখানে।

বিশ্বেশ্বর। দাও! [দস্তখৎ করিলেন]

পার্ব্বতী। বেশ! [দলিল পকেটে রাখিলেন]

বিশ্বেশ্বর। টাকা?

পার্ব্বতী। গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।—

বিশ্বেশ্বর। মা কালী তোমার মঙ্গল করুন! আমি বল্ছিলাম দয়ালকে যে একি হ'তে পারে যে মানুষ অকৃতজ্ঞ!—মানুষে বিশ্বাস ফিরে পেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লাম। তোমার জয় হোক্ পার্ব্বতী।—আর সরযূ! আমি তোমায় বাঁচাবো; আমি প্রমাণ কর্ব্ব, সংসারকে দেখাবো যে তুমি কত বড় সতী, তুমি কত বড় মিথ্যাবাদিনী! তুমি সংসারের চক্ষে

ধূলি দিতে পারো, আমার চক্ষে পার্ব্বে না। তুমি আমায় ছেড়ে যাবে! অমি যেতে দেবো না। [প্রস্থান]

পার্ব্বতী। বুঝেছো শ্রীশ!

শ্রীশ। আজ্ঞে বুঝেছি।

চারু ও বিনোদের প্রবেশ।

পার্ব্বতী। এই যে এসেছো!—একটা দস্তখৎ কর্ত্তে হবে। এই নাও।

চারু। দস্তখৎ! কিসের!

পার্ব্বতী। দেখ না।—সাক্ষী হ'তে হবে।

চারু। [পড়িয়া] ও!—টাকা দিয়েছো?

পার্ব্বতী। না দিলে স্বচ্ছন্দমনে লিখে দেন!—দেখ্‌ছ না!

চারু। ও! বুঝেছি।—চমৎকার!—দেও কলম। [দস্তখৎ করিলেন]

পার্ব্বতী। বিনোদ দস্তখৎ কর।

বিনোদ। কি বল চারু!

চারু। কুছ্ পরোয়া নাই! দস্তখৎ কর।

[বিনোদ দস্তখৎ করিলেন]

বিনোদ। কিন্তু রেজিষ্টারির সময়?

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী আছ।

চারু। বেঁচে থাক। তুমি পাকা বদমায়েস্। কিন্তু এই লোকটা—একেবারে অজমূর্খ।

[তিনজন উচ্চ হাস্য করিলেন। শ্রীশ যোগ দিল।]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বধ্যভূমি। কাল—প্রত্যূষ।

বদ্ধহস্ত সরযূ ও জেলার বাবু।

সরযূ। আর কত দেরি জেলার বাবু।

জেলার। আধ ঘণ্টা খানিক। সিভিল সার্জ্জন আসেন নি।—উপরে কি চাইছ মা ?

সরযূ। একবার শেষবার পৃথিবীটা দেখে নিচ্ছি।—কি সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ!—কি নীল! কি স্তব্ধ!—পাখীরা কৈ গাইছে না ত! তা'রা এখনও উঠেনি!—ঐ সূর্য্য উঠ্‌ছে না ?

জেলার। হাঁ মা।

সরযূ। কি সুন্দর এই পৃথিবী! এত সুন্দর ত তাকে কখন দেখি নাই। আজ ছেড়ে যাচ্ছি, তাই বুঝি তাকে এত সুন্দর দেখ্‌ছি।—এই সৌন্দর্য্য আমি নিত্য উপভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম। ভুবনেশ্বরী! আমি মোক্ষ চাই না। আমি আবার এই সুন্দর জগতে জন্মাতে চাই। আমি আবার এসে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে চাই, আবার বিহঙ্গের সঙ্গীত শুন্তে চাই, আবার সুবাসিত বসন্তপবনহিল্লোলে স্নান কর্ত্তে চাই, আবার ভালোবাস্‌তে চাই। সেবার এসে জন্ম উপভোগ করে' নেবো—এবার বিফলে গেল—ভোগ করা হোল না!—জেলার বাবু! মর্‌বার আগে একবার দাদা-মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে ইচ্ছা ছিল। তিনি আসেন নি ?

জেলার। না মা।

সরযূ। তবে আর তাঁকে বলা হোল না—যে আমি তাঁকে কত ভালোবাস্‌তাম। আমরা পরস্পরকে বড় ভালোবাস্‌তাম জেলার বাবু! তেমন ভালো বুঝি জগতে আর কেউ কাউকে বাসে নি! মুখোমুখি বসে' তিনি কখন আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রৈতেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রৈতাম, তিনি আমাকে বুকে চেপে ধর্ত্তেন, আর আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যেত। ওঃ!—তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে!—জেলার বাবু!

জেলার। কি কর্ব্বে মা, উপায় নাই!

সরযূ। না, উপায় নাই বটে, আমি যে হত্যা করেছি।

জেলার। তুমি হত্যা কর নি। আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি মা।

সরযূ। ঐ যে আমার স্বামী আস্‌ছেন। আমার একবার হাত খুলে দেন না জেলার বাবু!—আবার বেঁধে দেবেন এখনই। [জেলার কথাবৎ কার্য্য করিয়া দূরে যাইয়া অবস্থান করিলেন]

মহিমের প্রবেশ।

সরযূ। এসো, আমি একবার শেষ সাক্ষাতের জন্য তোমাকে ডেকেছিলাম।—পায়ের ধূলা দাও। [পদধূলি গ্রহণ] জন্মের মত যাচ্ছি। জন্মের মত বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ! তুমি এ কাজ কর্লে কেন?

সরযূ। [হাসিয়া] কি কাজ?

মহিম। মিথ্যা করে' এ দোষ নিজের ঘাড়ে করে' নিলে! কেন নিলে!

সরযূ। জানো না কেন?

মহিম। এই নরাধমকে বাঁচাতে? আমার এই জঘন্য কলুষিত জীবন জগতের কোন্ উপকারে লাগ্‌বে সরযূ?

সরযূ। জগতের উপকারের জন্য এ কাজ করিনি, নিজের উপকারের জন্য করেছি।

মহিম। কি উপকার?

সরযূ। সুখ। গলায় দড়ি দিতামই। তবে এ গলায় দড়ি দেওয়ার মত তাতে সুখ হোতো না। এ একটা কর্ত্তব্য করে' ম'লাম।

মহিম। প্রাণ দিয়ে মনের সুখ!

সরযূ। বড় সুখ! মরে সবাই। কেউ ডুবে মরে, কেউ পুড়ে মরে, কেউ সাপে কামড়ে মরে, আর বেশীর ভাগ রোগে ভুগে মরে। মরতেই ত হবে। দুদিন আগে আর দুদিন পরে। পালিয়ে পালিয়ে মরার চেয়ে মৃত্যুকে হেসে এগিয়ে নেওয়া বেশী সুখের নয় কি!

মহিম। কিন্তু সংসার সম্ভোগ ছেড়ে চির জন্মের মত যাওয়া—আমার বড় ভয় করে—বড় ভয় করে।

সরযূ। অত ভয় করে বলে'ইত মৃত্যুর জয়। আর যদি ভয় না করি!—তা হলে'ই ত আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। সে কি কম লাভের কথা?

মহিম। মর্ত্তে তোমার সত্যই ভয় কর্চ্ছে না?

সরযূ। না! [বুক ফুলাইয়া] আমি দাদামহাশয়ের কাছে শুনেছি যে যখন যুদ্ধের বাদ্য বেজে উঠে, সৈন্য আর স্থির থাকৃতে পারে না; নাচ্‌তে নাচ্‌তে কামানের মুখে অগ্রসর হয়। আমি আজ কর্ত্তব্যের গভীর আহ্বানভেরী শুনেছি। সেই ডঙ্কা শুনে আমি উচ্চশিরে নিঃশঙ্কে বিজয়গর্ব্বে ম'র্ত্তে চলেছি।

মহিম। কি কোথায় চলেছ?

সরযূ। জানি না। যদি সব এই জন্মেই শেষ—যদি পরকাল না

থাকে তা হ'লে ত দুঃখ নাই। পরজন্মে আমিই যদি না থাকি, দুঃখ অনুভব কর্ব্বে কে!—

মহিম। আর যদি পরকাল থাকে।

সরযূ। তা ইহকালের চেয়ে খারাপ হ'তে পারে না। এরই মত সে সুখে দুঃখে গড়া। বিশেষতঃ জ্ঞান মতে যদি নিজের কর্ত্তব্য করে' যাই, এটি ধ্রুব যে, পরিণাম বিশেষ মন্দ হ'তে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে পরকাল আছে, সে এই পৃথিবীতেই হোক্, কিংবা অন্য পৃথিবীতেই হোক্। এ বুদ্ধি, এ বিবেক, এ অনুভূতি—এত বড় আয়োজনের কি এই খানেই—এই ষাট বৎসরেই শেষ? এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় আবৃত হ'য়ে আবার মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আস্‌বে। ঐ স্বর্ণাভ নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এই হাস্যময়ী ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ, ঐ বিহঙ্গের ঝঙ্কার শুন, ঐ গাভীর গভীর আহ্বান শুন, ঐ মানুষের স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনি শুন,—এই অনুপমা সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা মনে ভেবে দেখ দেখি! একি কারো ছেলেখেলা! এ কি উন্মাদের প্রলাপ! এ কি মদোন্মত্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির অট্টহাস্য? এর একটা মহত্তর পরিণাম আছেই আছে!—না প্রভু, মর্‌তে আমার কোন ভয় নাই।—তবে আমায় বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ! যাবার আগে আমায় ক্ষমা করে' যাও।

সরযূ। কিসের জন্য?

মহিম। তোমায় গালি দিয়েছি, মেরেছি, আর শেষে তোমায় ফাঁসি কাঠে উঠিয়েছি।

সরযূ। [সহাস্যে] আচ্ছা, কিন্তু ভালো হ'তে চেষ্টা কোরো। তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি। নহিলে তোমার ভবিষ্যৎ ভীষণ জেনো!—তবে বিদায় দাও!

মহিম । ঈশ্বর আর একবার সুযোগ দাও, সরযূকে বাঁচাও, আমায় বাঁচাও । আবার সংসার পত্তন করি । আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, পূজা করি ; স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও, ভালোবাসি ।

সরযূ । পুনর্জন্মে এসে দেখ্‌বো তুমি কত ভালোবাসো ।—তবে যাও । আমি প্রস্তুত হই ।

মহিম প্রস্থানোদ্যত ।

সরযূ । দাঁড়াও, আর একবার পায়ের ধূলা নেই । [চরণস্পর্শ] যাও । [মহিমের প্রস্থান]

জেলার । আমি জানি মা, তুমি হত্যা কর নাই !

সরযূ । তা কি হয় জেলার বাবু ! তা না হ'লে আমার ফাঁসি হবে কেন !

জেলার । তোমার আগেও অনেক নির্দোষীর ফাঁসি হ'য়ে গিয়েছে । মানুষের বিচার আর কি হবে মা !—ঐ বুঝি তোমার দাদামহাশয় আস্‌ছেন ।

পরেশ, দয়াল ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ ।

বিশ্বেশ্বর । এই যে আমার স্নেহের পুত্তলী !

সরযূ । দাদামহাশয় ! দাদামহাশয় ! [বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন]

বিশ্বেশ্বর । রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না দিদি । স্বপ্নেও কখন ভাবিনি যে আমায় বুড়ো বয়সে শেষে এই দেখে ম'র্ত্তে হবে । এরই জন্য কি এতদিন বেঁচে রৈলাম ভগবান্ ! যে আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—সেই নিরপরাধিনীর ফাঁসি দেখ্‌বার জন্য বেঁচে রৈলাম !

সরযূ । সে কি দাদামহাশয় ! আমি যে হত্যা করেছি ।

বিশ্বেশ্বর । না দিদি, তুমি হত্যা কর নি । তুমি এ কাজ কর্ত্তে

পারো না! আমি জানি, আমার অন্তরাত্মা জানে, ঈশ্বর জানেন, তুমি হত্যা কর নি। তুমি হত্যা কর্ত্তে পারো না। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সতীসাবিত্রীর দেশে তোমার বাস, আমার নাতিনী তুমি—তুমি হত্যা কর্ব্বে! আজ যদি সে দিন থাক্‌তো, বিচারের দিন না হ'য়ে যদি আজ অগ্নিপরীক্ষার দিন হোত, ত—আমি চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি যে তুমি সীতা দেবীর মত তোমার পুণ্যের জ্যোতিতে অগ্নির জ্বালাকে ম্লান করে', সেই অগ্নিপরীক্ষায় হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে আস্‌তে। কিন্তু কি কর্ব্ব দিদি—আজ এ আইনের দিন, এজলাসের দিন, সাক্ষীর দিন, জেরার দিন।

সরযূ। আমি স্বীকার করেছি—তা'রা কি কর্ব্বে!

বিশ্বেশ্বর। কি কর্ব্বে! শুধু ঐ চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে দেখ্‌বে, আর কিছু কর্ত্তে হবে না। সাক্ষ্য দিলেই হোল যে চন্দ্র দাহ করে, অগ্নি স্নিগ্ধ করে, বাতাস স্থির, পর্ব্বত চঞ্চল, শিশু পিশাচ, মাতা রাক্ষসী! ঐ শান্ত সজল দৃষ্টির সঙ্গে কি বিষ মেশানো থাক্‌তে পারে? ঐ মৃদু হাস্যের নীচে ছোরা লুকানো থাক্‌তে পারে?—মূর্খ তা'রা, অন্ধ তা'রা।

সরযূ। যা হ'বার তা হয়েছে দাদামহাশয়! এখন বিদায় দিন্।

বিশ্বেশ্বর। স্বামীকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য তুমি আজ এই দড়ির হার গলায় পর্চ্ছ। পৃথিবী আজ তার শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বর্গকে দিয়ে ধন্য হবে, শূন্য হবে! আর আমি—আমি—উঃ! জ্বলে' যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি।

জেলার। ঐ ডাক্তার সাহেব আস্‌ছেন।

সরযূ। তবে আমার যাবার সময় হয়েছে। বিদায় দিন্ দাদামহাশয়! দুঃখ কর্ব্বেন না। এ বিচ্ছেদ একদিন হ'তই। আমায় যে স্নেহ দিয়েছিলেন, তা আজ ফিরিয়ে নিয়ে—বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন—বসুন্ধরা ধনী

হবে। আপনার অপার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্নেহের সঙ্গে অতুল সহিষ্ণুতা মিশিয়ে দেন। জগৎকে বিস্মিত করুন। বিদায় দিন্ দাদামহাশয়! বিদায় দিন্ মামা! [পরেশ ও দয়ালকে প্রণাম।]

বিশ্বেশ্বর। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো! না! আমি পার্ব্ব না। সরযূ! দিদি আমার! [জড়াইয়া ধরিলেন]

দয়াল। এসো বিশ্বেশ্বর [হস্ত ধরিলেন]

বিশ্বেশ্বর। যাও, আমি যাবো না!

সরযূ। যান দাদামহাশয়—লক্ষ্মীটি আমার [কাঁদিয়া ফেলিলেন] নিয়ে যান মামা!

বিশ্বেশ্বর। আমি যাবো না। আমিও তোর সঙ্গে ফাঁসি যাবো। আমি যাবো না।

সরযূ। টেনে নিয়ে যান মামা। [দয়াল ও পরেশ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর "ছাড় আমি যাবো না" বলিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।]

সরযূ শির নত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন "ওঃ!—যাক্ আমি প্রস্তুত জেলার বাবু!"

রক্ষিগণ সরযূর মুখ ঢাকিয়া দিল; হস্তদ্বয় পশ্চাতে বাঁধিয়া দিল। জেলার সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রক্ষিগণ সরযূকে ফাঁসি কাষ্ঠে উঠাইল।

ডাক্তার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ।

উভয়ে ঘড়ি দেখিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিলেন।

"বন্দিনী! শান্তা বেশ্যার হত্যার জন্য তোমার ফাঁসির আজ্ঞা

হয়েছে। আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্চ্ছি। ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।—জল্লাদ! তোমার কার্য্য কর।”

জল্লাদ সরযূর গলে ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তবে—[মুখ ফিরাইয়া] one, two—

বেগে শান্তার প্রবেশ।

শান্তা। খবর্দ্দার! নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। শান্তাকে কেহ হত্যা করে নি। শান্তা জীবিত আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কে তুমি?

শান্তা। আমিই সেই শান্তা।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য
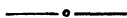
স্থান—কাশীর নদীতীরস্থ একটী কুটীর।

কাল—মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। বিশ্বেশ্বর ও দয়াল।

বিশ্বেশ্বর। মেঘ! রক্তবৃষ্টি কর। বাতাস! ভীমবেগে গর্জ্জে' ওঠো। সমুদ্র! জ্বলে' ওঠো। পৃথিবী! চৌচীর হ'য়ে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়। আর আমি মহাশূন্যে একা দাঁড়িয়ে তাই দেখি।—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়!

দয়াল। বাড়ী ফিরে চল।

বিশ্বেশ্বর। যাবো। দাঁড়াও। আগে দেখি প্রলয় পূর্ণ হোক্। আগে দেখি চন্দ্র সূর্য্য নিভে যাক্, পৃথিবীর শ্যাম শোভা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্, একটা ধূমকেতুর সংঘাতে মহাজ্বালাময় ধ্বংস হোক্।

দয়াল। মাথা খারাপ হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। পৃথিবী যদি থাকে, তবে তার উপর থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হোক্, আর তার পরিবর্ত্তে শুধু যত কালসর্প এই পৃথিবীর উপর নড়ে' বেড়াক্।—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ!

দয়াল। চল বিশ্বেশ্বর—

বিশ্বেশ্বর। মানুষ যদি থাকে, ত যা'রা চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ,

তা'রাই শুধু বেঁচে থাকুক্, আর সব মরে' পচে' গলে' খসে' পড়ে' যাক্ ! তা হ'লে এই ব্রহ্মাণ্ড খাসা চল্‌বে, বোঁ বোঁ করে' ঘুর্ব্বে !—ওঃ !

দয়াল। রাত্রি কত জানো ?

বিশ্বেশ্বর। প্রেম, দয়া, স্নেহ, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য সব মুছে নিয়ে যাও দয়াময়ী ! প্রেমে শুধু কাম থাকুক্; বন্ধুত্বের উপর ঈর্ষা রাজত্ব করুক্; উপকারের শিওরে কৃতঘ্নতা পাহারা দিউক্ ! আহারে বিষ থাকুক্, শরীরে ব্যাধি থাকুক্, ঐশ্বর্য্যে অহঙ্কার থাকুক্, দারিদ্র্যে ঘৃণা থাকুক্ !—খাসা চল্‌বে।

দয়াল। না ! তোমায় জোর করে' না শোয়ালে শোবে না ! এসো।—[হাত ধরিলেন]

বিশ্বেশ্বর। ছেড়ে দাও [হাত ছাড়াইয়া] ও ! তুমি !—তুমি আর আছো কেন দয়াল ! স্নেহময় বন্ধু,—ব্রহ্মাণ্ডের অনিয়ম, ভূত গরিমার ধ্বংসাবশেষ, তুমি একা কেন পিছে পড়ে' আছ ? সব গিয়েছে। তুমিও যাও। যে পৃথিবীতে আজ দাক্ষিণ্য ভিক্ষুক, উপকার প্রপীড়িত, স্নেহ পদাহত, সেখানে তুমি কেন ! সব চোর ধাপ্পাবাজ !—কি সৃষ্টিই করেছিলি মা ! নে তোর সৃষ্টি ফিরিয়ে নে।—দয়াল !

দয়াল। বিশ্বেশ্বর !

বিশ্বেশ্বর। আর মা বলে' ডেকো না। সে বেটি সন্তানকে বিষ খাওয়ায়, সন্তান মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, আর পাষাণী তাই দেখে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে। এই ত মা ! তাকে আর ডেকো না।

দয়াল। তবে কা'কে ডাক্‌বো।

বিশ্বেশ্বর। কেন—কেন !—তাও ত বটে। কা'কে ডাক্‌বো ? মায়ের কাছে থেকে ছুটে যাবো কার কাছে ? আর আছে কে ?

মায়ের অত্যাচারের নালিশ যে ঐ মায়েরই কাছে। আর আছে কে? আছে কে?

দয়াল। মায়ের বিচার মা বোঝেন। তুমি কে!

বিশ্বেশ্বর। ঠিক্ বলেছ দয়াল। মা বলে' ডাক্, মা বলে' ডাক্!—কিন্তু সব শব্দ, সব প্রার্থনা, সব সঙ্গীত ছাপিয়ে ঐ মানুষের কৃতঘ্নতার জয়ভেরী বেজে উঠেছে। সব দুঃখ যন্ত্রণা অন্তর্দ্দাহ এই মহাদুঃখে ডুবে যায়—যে মানুষ অকৃতজ্ঞ। আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী, স্নেহের পুত্তলী সরযূর আত্মহত্যাও এই দুঃখের মহারণ্যে হারিয়ে যায়।

দয়াল। সরযূর আত্মহত্যা বোলো না বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি বল্‌বো!

দয়াল। আত্মোৎসর্গ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সাবিত্রীর পূজা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই সাবিত্রী! নিজের সামগ্রী কেউ ঠিক্ আদর কর্ত্তে জানে না।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক্ বলেছ দয়াল। সরযূ স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে গিয়েছে—আর জগতের জন্য রেখে গিয়েছে—এক অখণ্ড জ্যোতি। তাতে দুঃখ নাই।—কিন্তু গলায় দড়ি দিল!—গলায় দড়ি দিল! আমার উপর অভিমান করে' গলায় দড়ি দিল।—আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম।

দয়াল। আপনি ত দেখেন নি।

বিশ্বেশ্বর। দেখিছি। সেই সাদা সরু গলার চারিদিকে তা'রা দড়ি জড়িয়ে দিল—টেনে ফাঁস দিল!—আচ্ছা দয়াল! কি করে' দিল।

দয়াল। কি আশ্চর্য্য ভ্রম!—স্মৃতি ও কল্পনা তফাৎ কর্ত্তে পারে না।

বিশ্বেশ্বর। সেই দড়ি গলায় দিয়ে আমার নাতিনী ঝুলে পড়্লো, পৃথিবী কেঁপে উঠ্লো, সংসার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

দয়াল। আবার আরম্ভ হোল।

বিশ্বেশ্বর। সেই লম্বমান দেহখানি প্রভাতের বাতাসে একবার রূপের সাপট মার্লে। তারপর একেবারে সব স্থির! স্নেহসজল-নীল চক্ষুদুটি শূন্যে চেয়ে রৈল। সাদা মুক্তার মত দাঁতের উপর, রাঙ্গা ঠোঁট দুখানির উপর, ফেনা জেগে উঠ্ল। আর সেই ননীর মত নরম দেহখানি শুক্‌নো জ্বালানি কাঠের মত শক্ত অসাড় হ'য়ে গেল। আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম।—ও হো হো হো!

দয়াল। অধীর হয়ো না।—ছিঃ!

বিশ্বেশ্বর। তারপর তা'র দেহমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বর্গে উড়ে গেল!—কি সুন্দর!

দয়াল। এখন তা আর ভেবে কি হবে।

বিশ্বেশ্বর। না না! মানুষের কৃতঘ্নতা এসে এ হত্যার দৃশ্য ছেয়ে ফেলুক্; বজ্র কড়কড় শব্দে এসে এ ক্রন্দন থামিয়ে দিক্; রক্তপ্রপাত নেমে এসে এ সুন্দর ধ্বংস ডুবিয়ে দিক্।

দয়াল। একবার এ চিন্তা, আর একবার ও চিন্তা—এ রকম কর্লে মারা যাবে যে!

বিশ্বেশ্বর। ও! হ্যাঁ! বেঁচে থাক্‌তে হবে। পঙ্গু হই, শূল বেদনা ধরুক, শিরঃপীড়ায় মাথায় আগুন ছুটুক—বেঁচে থাক্‌তে হবে। হাঁ হাঁ বেঁচে থাক্‌তে হবে। যাও দয়াল, ঘুমোওগে। আমিও ঘুমোইগে যাই—কালসাপিনী বড় দংশন করেছিস্!— [প্রস্থান]

দয়াল। হারে হতভাগা এত ভালোবাসা নিয়ে সংসারে এসেছিলে কেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটীর বারান্দা। কাল—প্রভাত।

পরেশ, কালীচরণ ও শান্তা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

শান্তা। মহিম বাবু আমায় গুলি করেছিলেন বটে। কিন্তু তাতে আমি সামান্য আহত হ'য়ে পড়ে' গিয়েছিলাম মাত্র। মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লে উঠে দেখ্‌লাম স্থান পরিত্যক্ত, আমার পিস্তল আমার পায়ের তলায় পড়ে'। পিস্তল হাতে করে' বাহিরে এলাম! দেখ্‌লাম প্রতিবেশীরা এসে জমা হয়েছে; গল্প কচ্ছে! আমি পিস্তল অঞ্চলে লুকিয়ে নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠ্‌লাম। কেউ লক্ষ্য কর্ল না। বাসায় গিয়ে শুনি যে বাগানে এক হত্যা হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত্রি—নিদ্রা হয় নি। শেষ রাত্রে বাড়ী ছেড়ে পালাই।

কালী। তার পর?

শান্তা। পরে একখানা খবরের কাগজে পড়্‌লাম যে শান্তা বেশ্যার হত্যার অপরাধে সরযূনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার ফাঁসির আজ্ঞা হয়েছে।

কালী। The hungry judges soon the sentence sign
And wretches hang that jurymen may dine.

পরেশ। তবে মহিম গুলি করেছিল?

শান্তা। হাঁ।

পরেশ। সে কথা তবে তখন আদালতে প্রকাশ কর নি কেন?

শান্তা। কারণ—তিনি যাই হোন্, তিনি দিদির স্বামী।

পরেশ। তাই তুমি মিছা কথা কৈলে যে তুমি আত্মহত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে ? আর এই মিথ্যা কথা কয়ে জরিমানা দিলে।—আশ্চর্য্য।

কালী। Woman's at·best a contradiction still.

[প্রস্থান]

উদ্‌ভ্রান্তভাবে আলুলায়িতকেশা সরযূর প্রবেশ, পশ্চাতে ভবানীর প্রবেশ।

সরযূ। মামা, আপনি দাদামহাশয়কে ছেড়ে দিলেন।

পরেশ। আমি জাস্তে পার্লে কি আর তাঁকে ছেড়ে দেই মা!—পরদিন সকালে উঠে শুনি তিনি আর দয়ালবাবু নিরুদ্দেশ।

সরযূ। আর ভবানী দাদা—তুমিও—

ভবানী। মায়ের ইচ্ছা। [চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান]

সরযূ। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নিশ্চয়, মামা!

পরেশ। না মা কোন ভয় নাই। দয়ালবাবু সঙ্গে আছেন। কোন ভয় নাই।—এখন বাড়ীর ভিতরে তোমার মামীর কাছে যাও। কোন চিন্তা নাই।

সরযূ। আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন। আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন।

পরেশ। এনে দেবো।—তিনি যেখানে থাকেন টেনে আন্‌বো। এসো বাড়ীর ভিতর এসো মা।

শান্তা। আমার জন্যই এই বিড়ম্বনা।

সরযূ। সে কি বোন্! তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্রী। যদি দাদামহাশয়কে আবার দেখ্‌তে পাই, সে তোমারই জন্য পাব।—আর যদি না পাই—আত্মহত্যা কর্ব্ব।

শান্তা। সাবধান দিদি! তার চেয়ে তোমার ফাঁসি ছিল ভালো। আত্মহত্যা কর্ব্বার অধিকার কারো নাই।—আমারও না।

ব্যস্তভাবে ভবানীর পুনঃ প্রবেশ।

ভবানী। দিদি! দাদামহাশয়ের সংবাদ পেয়েছি।

সরযূ। [সাগ্রহে] কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

ভবানী। কাশীতে।—এই নাও দয়ালের পত্র। এই পেলাম! [পরেশকে পত্র প্রদান]

সরযূ। ভবানীদাদা! আজই কাশীযাত্রার আয়োজন কর।—এক্ষণেই—এই মুহূর্ত্তে।

পরেশ। একি মা! তুমি স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছ না। এসো, বাড়ীর ভিতরে এসো।—ওকি সরযূ! [তাঁহাকে ধরিলেন]

সরযূ। তবে—দাদামহাশয় তবে বেঁচে আছেন! মামা! মামা! [বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন]

পরেশ। ওকি মা!—এসো ভিতরে এসো।

সরযূ। এই আস্‌ছি, আমি আস্‌ছি দাদামহাশয়—

[পরেশ ও সরযূর প্রস্থান]

ভবানী। দয়াময়ী! আমার দিদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিস্‌, দাদা-মহাশয়কেও ফিরিয়ে দিলি। তবে এ বাড়ীখানা ফিরিয়ে দে মা! আর কিছু চাই না! ফিরে এসে দাদা আর দিদিকে নিয়ে এই বাড়ীখানায় যেন উঠ্‌তে পারি মা। যাক্‌ জমীদারি। পৈতৃক ভিটে কেড়ে নিস্‌নে।

শান্তা। কেন! এ বাড়ী এখন কার?

ভবানী। পার্ব্বতী বাবুর—এখন দলিল রেজেষ্টারি ক'রে দখল নিলেই হয়।

শান্তা। কি দলিল?

ভবানী। কোটকবালা।—জোচ্চোর তার টাকাও দেয় নি।—হাঁ মা তোমার রাজ্যে এ রকম দিনে দু'পুরে ডাকাতি হয়!

শান্তা। দলিল রেজেষ্টারি হয় নি?

ভবানী। না।

শান্তা। তা হ'লে দলিলখানা যদি ফিরে পাওয়া যায়, তা হ'লে ত আর কোন ভয় নাই!

ভবানী। তা বোধ হয় নাই।

শান্তা। তবে এই সপ্তাহের মধ্যেই দলিল ফিরে পাবেন।—নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবানী। সেকি!—কেমন করে'?

শান্তা। [সম্লানহাস্যে] বেশ্যার অসাধ্য কিছু নাই।

ভবানী। শান্তা, তুমি পূর্ব্বজন্মের কি পাপে বেশ্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ জানি না।

শান্তা। বেশ্যাদের ঘৃণা কর্ব্বেন না। তারা বড় অভাগিনী। তাদের অনুকম্পা করুন। তাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, বন্ধু নাই। তারা যেন অন্ধকার রাত্রিকালে পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, দুধারে দেখ্‌তে পাচ্ছে—দরিদ্রেরও কুটীরে আলো জ্বল্‌ছে; দম্পতীর প্রেমের বিমল হাস্যের ফোয়ারা উঠেছে; শিশুরা স্নেহের নীড়ে নিদ্রা যাচ্ছে। তারা তাই দেখ্‌ছে আর শীতের বাতাসের তীক্ষ্ণতর দংশন অনুভব কর্চ্ছে, অন্তরে গুম্‌রে মরে' যাচ্ছে। কোটি জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে তারাই লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলেছে;—চলেছে, কারণ চলা ভিন্ন উপায় নাই। তাদের হাস্য শ্মশানের চিতাবহ্নি—যত উজ্জ্বল,

তত জ্বালাময়। শেষে সে হাস্য যখন জ্বলে' জ্বলে' নেভে, তখন তার দীর্ঘ নিশ্বাস শ্মশানের উষ্ণ বাতাসে উঠে মিশে যায়। তারাই নিজেদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। তার উপর আপনাদের ঘৃণা আর তাদের উপর চাপাবেন না। [মস্তক অবনত করিল]

ভবানী। ঘৃণা!—তুমি যদি আমার কন্যা হ'তে—

শান্তা। [সাগ্রহে] তা হ'লে!

ভবানী। তা হ'লে, আমি নিঃসঙ্কোচে তোমায় ঘরে নিতাম!

শান্তা। [সাগ্রহে] নিতেন?

ভবানী। নিতাম। মা!—তোমায় দেখে অবধি আমার মনে একটা অসীম অনুকম্পার উদয় হয়েছে—জানি না কেন! মনে হয় যে তুমি বেশ্যা নও, যেন একদিন তুমি সত্যই আমার কন্যা ছিলে, যেন একদিন—

শান্তা। [কম্পিতস্বরে] আর আমি যদি সত্যই আপনার কন্যা হই!

ভবানী। সত্যই আমার কন্যা হও! সেকি! বেশ্যার ঘরে তোমার জন্ম!

শান্তা। বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়।

ভবানী। তবে!

শান্তা। আকাশ! মুখ ঢাকো। পৃথিবী কানে আঙ্গুল দাও! আজ সে কথা প্রকাশ কর্ব্ব।—"বাবা।"—বলিয়া অগ্রসর হইল। ভবানী চমকিয়া পিছাইলেন।

শান্তা। বাবা!—এ কথা জীবনে প্রকাশ কর্ত্তাম না। কিন্তু আপনিই আমায় সাহস দিয়েছেন।—বাবা! আমি সত্যই আপনার কন্যা—

ভবানী। সেকি!—আমার কন্যা তুমি! আমার কন্যা ত মরে' গিয়েছে।

শান্তা। [উঠিয়া] অভাগিনী মরে নি! [অগ্রসর হইয়া] বাবা! —[পিছাইয়া] না। আপনি অধোমুখ! লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে আপনার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে।—না না না। আমায় ঘৃণা করুন, ত্যাগ করুন, পদতলে দলিত করে' চলে' যান।

ভবানী। কন্যা আমার!—তোমার মরণই ছিল ভালো।—[করযোড়ে উর্দ্ধমুখে] একি পরীক্ষায় ফেল্লি মা! হৃদয়ে শক্তি দে মা!

শান্তা। না বাবা! যা বলিছি ভুলে যান! আমি আপনার কন্যা নই। আমি আপনার কেহ নই। আমি কৃষ্ণ সমুদ্রের উপর একটা ঢেউয়ের মত উঠেছিলাম—আবার তারই মত কৃষ্ণসাগরে নেমে যাই।

ভবানী শান্তার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "শান্তা—"

শান্তা। আমি অস্পৃশ্য। আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না—স্পর্শ কর্ব্বেন না।

[দ্রুত প্রস্থান]

ভবানী ঈষৎ ভাবিলেন ; পরে গান ধরিলেন—

পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাইনে, কোথা আছিস্ দে মা সাড়া।
আপন যারা ছিল পাড়ায়—একে একে সরে' দাঁড়ায়,
তুইও শেষে যাস্‌নে ভেসে—ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

পরেশের পুনঃ প্রবেশ।

পরেশ। শান্তা চলে' গিয়েছে।

ভবানী। কে!—না—হাঁ চলে গিয়েছে। [গান চলিল]

পরেশ। ভবানী! কাঁদ্‌ছ যে!

ভবানী। কৈ! না। [গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

পরেশ। একি—এরা কা'রা?—পার্ব্বতী! কি মনে করে'!—দেখা যাক্।

পার্ব্বতী, কালীচরণ ও পশ্চাতে ক্রুদ্ধভাবে

চারু ও বিনোদের প্রবেশ।

পার্ব্বতী। বিশ্বেশ্বর বাবুর কোন খবর পেয়েছেন?

পরেশ। আপনার সে খোঁজে দরকার কি!

পার্ব্বতী। দলিল রেজিষ্টারি কর্ত্তে হবে। তিনি নিরুদ্দেশ হন ত আমায় নিজেই গিয়ে দলিল রেজিষ্টারি করে' আন্‌তে হবে।—এঁরা সাক্ষী।

চারু। কোন পুরুষে নই।

পার্ব্বতী। সেকি!

বিনোদ। পথে বলেছি রফা কর।

পরেশ। রফা কিসের?

চারু। রফা কর।

পার্ব্বতী। [দলিল বাহির করিয়া] এই তোমাদের দস্তখৎ।

চারু। জাল।

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী নও?

চারু। এর সাক্ষী নই; সাক্ষী অন্য কিছুর বটে।—কি বল বিনোদ!

পার্ব্বতী। এ তোমার কাজ কালীচরণ!

কালী। সম্ভব। পার্ব্বতী! আমি এতদিন শুদ্ধ দর্শক হিসাবে

নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষ দেখে আস্‌ছি। তুমি নারীহন্তা জেনেও উদাসীন ছিলাম। That only shows a philosophic mind ; কিন্তু তুমি যখন জোচ্চোরী করে' একে সতীকে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়েছ, আর ঋষির মত দাদামহাশয়কে দেশান্তরে পাঠিয়েছ, তখন আমার philosophic mindএও এক বিষম ধাক্কা লেগে গেল। আর না! সত্য কথা প্রকাশ করে' দাও চারু। তার পর যা হবার হবে। Do well and right and let the world sink.

পার্ব্বতী। [শুষ্কমুখে] সে কি!—আচ্ছা!—এঁ্যা!—তবে আমি আসি পরেশবাবু।—এস চারু! এস বিনোদ! কথা আছে।

ঠিক এই সময়ে ভবানীপ্রসাদ পুনঃ প্রবেশ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দৌড়িয়া গিয়া পার্ব্বতীর টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন।

কালী ও পরেশ। কর কি! কর কি!

ভবানী। সরে' দাঁড়াও—পাষণ্ড! এখনও এ বাড়ী দাদামহাশয়ের। —দূর হ! [পার্ব্বতীকে পদাঘাতে সোপান-নিম্নে ফেলিয়া দিলেন ; পরে হাত ঝাড়িয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠিক করেছি?"

পরেশ। বেশ করেছো। [প্রস্থান]

ভবানী। [চারু ও বিনোদের পানে চাহিয়া] বেশ করেছি?

উভয়ে। বেশ করেছো।

চারু। আর না। আজ প্রকাশ কর্ব্ব।—ও পাজীর সঙ্গে আর না।

[চারু ও বিনোদের প্রস্থান]

ভবানী। [কালীকে] কেমন মহাশয়! ঠিক করেছি?

কালী। চমৎকার!

Perhaps it was right to dissemble your love
But why did you kick him downstairs.

ভবানী প্রশান্তভাবে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।

পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাই না, ওমা ! এসে কাছে দাঁড়া।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

শান্তা একাকিনী।

শান্তার গীত।

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বৈ কাউরে চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
লয়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখ্‌তে মাথা, তোমার মুখে দেখ্‌তে হাসি ;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরাও না, তুমিও কোরো না ঘৃণা।

গীত শেষ করিয়া শান্তা জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল "উঃ ! কি কালো মেঘ করেছে।—ঝড় উঠ্‌বে।" এই বলিয়া শান্তা মেঘের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। দিদিঠাকৃরুণ!

শান্তা অত্যন্ত অধিক চমকিয়া পতনোন্মুখী হইয়া সামলাইয়া লইল ও পরে কঠোর স্বরে কহিল "কি চাও?"

পরিচারিকা। পার্ব্বতীবাবু এসেছেন।

শান্তা। পার্ব্বতীবাবু! সে কে?

পরিচারিকা। তুমি না আস্‌তে বলেছিলে?

শান্তা। ও! পার্ব্বতীবাবু! বুঝেছি।—আজ কি বার!—ও! হাঁ বলেছিলাম বটে!—উপরে ডেকে নিয়ে আয়।

[পরিচারিকার প্রস্থান]

শান্তা। কি বলে' ডেকেছি, আর কি কর্ত্তে হবে!—মা! এতে যদি কোন পাপ থাকে, ক্ষমা কোরো।—এই আমার জীবনের শেষ পাপ। প্রস্তুত হ'য়ে নিই। [আলমারি হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, সমস্ত দেখিয়া ঠিক করিয়া লইল; পরে পিস্তল বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল; পরে তাড়াতাড়ি বস্ত্র ঠিক করিয়া লইয়া কহিল—"এখন আমি প্রস্তুত।—এই যে!"]

দাসীর সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ।

শান্তা। আসুন।—ঝি বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে' দে।

দাসী বাহিরে গেল।

শান্তা। বন্ধ করে' দে। শিকল দে।

পার্ব্বতী। বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ।—কেন!

শান্তা। ও! তাই ত।—ভুল হ'য়ে গিয়েছে।—তা যাক্। [সহাস্যে] দরকার হ'লেই খুলে দেবে এখনি।

পার্ব্বতী। কি সুন্দর সেজেছো আজ। কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

শান্তা। দেখাচ্ছে না কি!—আচ্ছা এইবার দেখুন দেখি! [বৈদ্যুতিক ঝাড় জ্বালিয়া দিল]

পার্ব্বতী।—উঃ! এত সুন্দরী তুমি! কি অদ্ভুত! কি সুন্দর!—সুন্দরী!—[অগ্রসর হইলেন]

শান্তা। দাঁড়ান।—এইবার দেখুন দেখি! [ঘর অন্ধকার করিল] দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

পার্ব্বতী। কৈ? না! কোথায় তুমি প্রাণেশ্বরী।

শান্তা। এই যে! [একটি সবুজ আলো খুলিয়া দিল]

পার্ব্বতী দেখিলেন আপাদলম্বিতকেশা জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তা—গ্রীবাভঙ্গ সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এক হস্তে একখানি কাগজ, অপর হস্তে পিস্তল।

পার্ব্বতী। এ আবার কি!

শান্তা। [কাগজ দেখাইয়া] দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। এ আবার কি!

শান্তা। আপনার পুত্রের নামে পত্র—বাহক হস্তে দলিল পাঠিয়ে দেবার জন্য। পড়ুন। পড়ে' দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। [কাগজ কলম লইয়া, পড়িয়া] ও! তা দস্তখৎ কর্ব্ব কেন?

শান্তা। দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। না। কখন না।

শান্তা। দস্তখৎ করুন—[পিস্তল দেখাইল]

পার্ব্বতী। কখন না।—কি কর্ব্বে!

শান্তা। দস্তখৎ করুন। [পিস্তলের নল পার্ব্বতীর দিকে লক্ষ্য করিয়া] এই মুহূর্ত্তে—নইলে—

পার্ব্বতী। আচ্ছা [পত্র স্বাক্ষরিত করিলেন]

শান্তা। বড় বাধ্য ! ['পত্র খামে পূরিতে পূরিতে]—ঝি ! ঝি !

দাসীর প্রবেশ।

শান্তা।—এই নাও ! তার পর যা যা বলে' দিয়েছি।—যাও, দরোজা ফের বন্ধ কর।

[দাসী প্রস্থান করিয়া দ্বার বন্ধ করিল]

শান্তা আবার সমস্ত আলো জ্বালিয়া দিল।

শান্তা। [সহাস্যে] দেখ্ছেন পার্ব্বতীবাবু যে শয়তানীতে আপনার সমকক্ষ একজন আছে !

পার্ব্বতী। বটে ! তুমি এত বড় শয়তান শান্তা ?

শান্তা। বেশ্যার চেয়ে বড় শয়তান আর কেউ আছে ?—যার স্বরে ছলনা, হাস্যে ছলনা, চুম্বনে ছলনা, আলিঙ্গনে ছলনা ; যে তার শরীর বিক্রয় করে, আত্মা বিক্রয় করে, জীবনের সাররত্ন ভালোবাসা—তাও বিক্রয় করে ; যে রাজার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারে, ঋষির ঋষিত্ব ঘোচাতে পারে, একটা রাজ্য রসাতলে দিতে পারে ; যার জীবনই একটা প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যাবাদ।—এত বড় শয়তান আর কে !—কিন্তু আমি বেশ্যার সন্তান নই। আমি বিবাহিত প্রেমের প্রসূন। [স্বর কাঁপিতে লাগিল] তা যদি জান্তাম, তা হ'লে কোন কৃষকের বধূ হ'য়ে পবিত্র আনন্দময় দারিদ্র্যের নির্ম্মল সুখ ভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম।—কিন্তু আপনি আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।

পার্ব্বতী। [সবিস্ময়ে] আমি !

শান্তা । হাঁ আপনি !—আমার পিতা কে জানেন !—ও জানেন না ! জান্‌বেন কেমন করে' ! তখন তিনি প্রবাসে ছিলেন । কিন্তু এখন তাঁকে আপনি বেশ চেনেন । তবে শুনুন—আমার পিতার নাম শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যাঁর ঘর আপনি শ্মশানে পরিণত করেছেন । আমার মাতার নাম হিরণ্ময়ী—যাঁকে ভ্রষ্টা করে', যাঁর বৃদ্ধ পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যকে হত্যা করে', পরিশেষে—কি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন যে—পরিশেষে তাঁকে হত্যা করেছেন ।

পার্ব্বতী । কে বল্ল ?

শান্তা । প্রমাণ আছে ।

পার্ব্বতী । সে কি !—আমায় ছেড়ে দাও শান্তা ।

শান্তা । এই দিচ্ছি ।

পার্ব্বতী । আমি হত্যা কর্ব্ব মনস্থ করে' হত্যা করি নাই ।

শান্তা । কৈফিয়ৎ বিচারালয়ে দিবেন ।—এই যে—

দ্বার খুলিয়া পুলিশ সহ ভবানী, চারু ও বিনোদের প্রবেশ ।

শান্তা । এই যে ! দারোগা সাহেব ! আমি এই পার্ব্বতীচরণ ঘোষকে আমার মাতা হিরণ্ময়ীর হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করি । সাক্ষী—এঁরা—

দারোগা । বাঁধো—

কনষ্টেবলগণ তাঁহাকে বন্ধন করিল ।

শান্তা । আর বাবা ! আপনার কন্যা আপনার সম্মুখেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছে । তবে—[নিজের চিবুকতলে পিস্তল লাগাইয়া]—বাবা তবে বিদায় দেন ।

ঠিক সেই সময়ে এক মহাবজ্রনাদ হইল । শান্তা কাঁপিয়া উঠিল ! হস্ত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল । শান্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ।

ভবানী। মা কালী আমার কন্যাকে রক্ষা করেছেন। [শান্তার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া] অভাগিনী কন্যা আমার! আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি তোমায় চরণে স্থান দিয়েছেন।—ওঠো অভাগিনী।

শান্তা। [ক্ষীণস্বরে] বাবা!

ভবানী। মা!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিশ্বেশ্বরের শয়ন কক্ষ। কাল—রাত্রি।

বিশ্বেশ্বর একখানি ছোরা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বর। না আমি এইখানেই শেষ কর্ব্ব। আর পারি না। কিন্তু—আত্মহত্যা!—মা দুর্গা! আমার সর্ব্বাঙ্গে স্চ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মার্ব্বে, আর যদি তা আমার অসহ্য হয়—ত অমনি পাপ। তা যদি হয়, তা'হ'লে মানুষকে দানবের শক্তি দাও নি কেন? এই ক্ষুদ্র শরীরটার মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র দিয়েছিলি কেন রাক্ষসী।—কিন্তু জীবনের শেষ অঙ্কে একটা মহা পাপ করে' মর্ব্ব। [ছোরা টেবিলের উপর রাখিলেন; নিজে তাহার পাশে বসিলেন; না কাজ নাই। উঠিয়া কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন] ওঃ! আর পারি না। তিলে তিলে—এও ত মর্চ্ছি!—তার চেয়ে—কিসে পাপ!—আমাকে এ জীবন দিয়েছো—এ আমার সম্পত্তি। আমি রাখি, ছুড়ে ফেলে দেই, তাতে তোমার কি! কর্ব্ব! [টেবিলের কাছে যাইয়া ছোরা লইলেন, করতলে গড়াইতে লাগিলেন;] না কাজ নাই। [পুনরায় তাহা রাখিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ভাবিতে

লাগিলেন ; পরে সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন] ওকি !—কে আমায় সেই পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকে ! মৃত্যুর পরপার থেকে তুমি আমায় ডাক্‌ছো দিদি !—ঐ যে আবার ! দূরে—না নিকটে ! আরও উচ্চে আরও প্রাণমাতানো সুরে ডাক্‌ছে। —এই যাই দিদি। [ছোরা গ্রহণ] —কৈ ! আবার সব স্তব্ধ ! [জানালায় কান দিয়া] কৈ !—স্তব্ধ রাত্রি। কেউ জেগে নাই। একা আমি জেগে। কেউ দেখ্‌ছে না। দেখ্‌ছে কেবল ঐ পূর্ণিমার চাঁদ ;—স্থির হ'য়ে দেখ্‌ছে। ঐ চাঁদের পাশে কে !—সরযূ মা ?—ঐ যে আমায় হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে।—না। কৈ.! কেউ নাই ত ;—কল্পনা !—[বসিলেন ; সহসা উঠিয়া] ঐ যে আবার ডাক্‌ল !— আবার ! আরও কাছে। না। এ কল্পনা—নয়। সরযূ আমায় ডাক্‌ছে !—ঐ আবার ! একি ! তার স্বর কি রাত্রির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে !—ঐ যে আবার ! এই যাই দিদি !—ক্ষমা কোরো দয়াময়ী ! [নিজের বক্ষে ছোরা মারিলেন]

ঠিক সেই সময়ে "দাদামহাশয় দাদামহাশয়" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দ্বার খুলিয়া ভবানীপ্রসাদের সহিত সরযূ প্রবেশ করিয়া বিশ্বেশ্বরের গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। বিশ্বেশ্বরের হস্ত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর। কে তুই মায়াবিনী !

সরযূ। আমি আপনার দিদি সরযূ।

বিশ্বেশ্বর। তুই ত মরে' গেছিস্‌—ওঃ ! আমায় এগিয়ে নিতে এসেছিস্‌ ?

সরযূ। না আমি মরিনি। আপনাকে ছেড়ে কি আমি যেতে পারি দাদামহাশয় !

বিশ্বেশ্বর। মরিস্‌নি! গলায় দড়ি দিয়েছিলি যে—

সরযূ। না দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি তবে সব ভ্রম! তবে এতদিন ছিলি কোথা রাক্ষসী!

সরযূ। কিন্তু এ যে রক্ত!—দাদামহাশয়! এ কি!

বিশ্বেশ্বর। আমি চলেছি দিদি—

সরযূ। কোথায় দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। পরপারে। তবে যাই—সরযূ—দিদি! [সরযূর গলদেশ জড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—অপরাহ্ণ।

মহিম ও শান্তা।

মহিম। সরে' দাঁড়াও। তোমার নিশ্বাসে অস্থিকুণ্ডের দুর্গন্ধ; তোমার অধরে কেউটে সাপের বিষ; তোমার স্পর্শে তুষানলের জ্বালা। —কাছে এসো না। সরে' দাঁড়াও।

শান্তা। কেন আমি তোমার কি করেছি?

মহিম। না কিছু কর নি। আলেয়ার রূপ ধরে' এসে আমায় ভাগাড়ে টেনে এনে ফেলেছ। ঝড়ে মাঝ গঙ্গায় ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে করে' ডুবিয়ে মেরেছ; আমাকে বিশ্বের বর্জ্জিত, সংসারের ঘৃণিত হজ্জে কুকুর ছেড়ে দিয়েছ, আমায় কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর, পাষণ্ড, পশুর অধম করেছ। আর কি কর্ব্বে!

শান্তা। সব দোষ আমাদেরই।—আমরা পাপ, মড়ক, সর্ব্বনাশ,—স্বীকার করি। আমরা ত আছিই, আর যতদিন মানুষ আছে, পৃথিবী আছে, সৃষ্টি আছে, ততদিন আমরা আছি, থাকবো। ব্যাধির কীটাণুর মত, স্রোতের আবর্ত্তের মত, তীরের চোরাবালির মত, আমরা আছি, থাকবো। কিন্তু তোমরা এ দূষিত বায়ুর মধ্যে সেঁধোও কেন? এ আবর্ত্তের মধ্যে এসে পড় কেন? এ চোরাবালিতে পা বাড়িয়ে দাও কেন?—দোষ আমাদেরই।

মহিম। এই কথা শোনাবার জন্যই কি তুমি এখানে এসেছো?

শান্তা। না, আমি তোমায় তোমার সহধর্ম্মিণীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহিম। তার ত ফাঁসি হয়েছে। আমার জন্য—

শান্তা। ফাঁসি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নয়—

মহিম। তবে কার?

শান্তা। পার্ব্বতীর [দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া] সেই—না মাকে ফিরে পেয়েছি, আর কেন।—সে সতীর ফাঁসি হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে বটে।

মহিম। সে কি?

শান্তা। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পরদিনই সেই সতীর মৃত্যু হয়।

মহিম। কিসে?

শান্তা। জানি না কিসে। কোন চিকিৎসক সে রোগ ধর্ত্তে পারে নাই। আমি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলাম। তাঁকে তৈলাভাবে প্রদীপটির মত ধীরে ধীরে নিভে যেতে দেখেছি। সে দৃশ্য আমি কখনও ভুলবো না। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম "কোথায় যাচ্ছ জানো, বোন্?" সতী উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্লেন "পরপারে—দাদামহাশয়ের

কাছে।" আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম "তোমার এই বিষয় কি হবে?" দেবী সহাস্যে তাঁর মাতুলের মুখের পানে চেয়ে বল্লেন "গরীবদের বিলিয়ে দিও মামা, দাদামহাশয় যা কর্ত্তেন্।" তারপর আমার পানে চেয়ে বল্লেন "বোন্—তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় ত ব'লো যে আমি শেষ নিশ্বাসে তাঁর কল্যাণকামনা করে' মরেছি।" এই বলে', তাঁর স্থিরচক্ষু স্বর্গের পানে চেয়ে রৈল।

মহিম। তবে যে বল্লে যে তুমি আমায় আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছ।—আমার স্ত্রী ত স্বর্গে!

শান্তা। আমি তোমায় সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে চাই।

মহিম। তুমি! তুমি আমায় স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে! তুমি বেশ্যা—

শান্তা। তুমি যে তার অধম। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সৎসঙ্গে তোমার বাস, তুমি কি করেছো বল দেখি? তোমার নরকেও স্থান নাই। বেশ্যার ঘরে লালিত, বেশ্যার কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েও, সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে, আমি নিজ শক্তিবলে এক পর্ব্বতচূড়ায় ঠেলে উঠেছি। আর তুমি—যাক্। আমি তোমায় স্বর্গের পথ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ আমি তোমাকে সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যাবো। আজ সে সাধ্য আমার আছে—যদিও আমি বেশ্যা। [সগর্ব্বে শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইল]

মহিম। [চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে] একি!—না না—তুমি ত বেশ্যা নও! বেশ্যা ত ও রকম গ্রীবা বক্র করে' মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায় না। বেশ্যা ত ও রকম উজ্জ্বল স্নেহকরুণ মৃদু হাস্য হাসে না। বেশ্যা ত ও রকম সজল আনত নেত্রে অসীম অনুকম্পাভরে চায় না। তুমি ত বেশ্যা নও।—কে তুমি!—কে তুমি!

শান্তা। আমি নারী!—মায়ের প্রসাদে আমার কলঙ্ক ধৌত হ'য়ে গিয়েছে। আমি আজ মাকে পেয়েছি।

মহিম। [সাগ্রহে] কোথায় পেলে!—কোথায় পেলে! আমি যে পৃথিবীময় মাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি! একদিন উদ্ভ্রান্তবৎ এক সন্ন্যাসীর পদতলে পড়ে' বল্লাম আমার মা কোথায়?" তিনি বল্লেন "খোঁজ, দেখ্‌তে পাবে।" তুমি পেয়েছ? কোথায় মা! কোথায় মা!

শান্তা। দেখ্‌বে এসো। [হাত ধরিয়া মহিমকে লইয়া গেলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—শ্মশান। কাল—সন্ধ্যা।

মহিম ও শান্তা।

মহিম ও শান্তার প্রবেশ।

মহিম। কৈ! মা কৈ!

শান্তা। এইখানেই মা।

মহিম। [সাতিবিস্ময়ে] এখানে!—এ ত শ্মশান।

শান্তা। এর মত জায়গা আর আছে! চেয়ে দেখ ঐ পতিতপাবনী মা সুরধনী তার উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দুই কূল প্লাবিত করে' খরস্রোতে চলেছে। ঐ দেখ নদীর পরপারে রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ঐ দেখ লোলজিহ্বা চিতা জ্বল্‌ছে। ঐ দেখ কত লোক শব কাঁধে করে' আস্‌ছে, নামাচ্ছে, পোড়াচ্ছে; মাটির দেহ ধূ ধূ করে' পুড়ে যাচ্ছে, আর তারা

নির্ণিমেষ নয়নে তাই চেয়ে দেখ্‌ছে; তার পরে চিরজন্মের মত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে' শূন্য ঘরে ফিরে যাচ্ছে!—কি সুন্দর!

মহিম। [সবিস্ময়ে] সুন্দর!

শান্তা। অতি সুন্দর! জীবনের দীপ নিভে গিয়েছে; বেদনার স্পন্দন থেমে গিয়েছে; স্নেহের মোহ পুড়ে গিয়েছে; কৃষ্ণ মেঘের উপর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে; জন্মের উপর মৃত্যু গর্জ্জে' উঠ্‌ছে!—তাই মা আমার শ্মশানচারিণী।

মহিম। কৈ মা!

শান্তা। একবার পরপারে চাও দেখি!—চাও!—কি দেখ্‌ছো?

মহিম। রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

শান্তা। ওখানে নয়। জীবনের পরপারে চাও—কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ?

মহিম। না—

শান্তা। মাকে?

মহিম। কৈ মা!—

শান্তা। একবার প্রাণ ভরে' মা বলে' ডাক দেখি! দেখ, দেখ্‌তে পাও কি না! ডাক!

মহিম। মা! মা!

শান্তা। দেখ্‌তে পাচ্ছ না?—আমি ত পাচ্ছি। [জানু পাতিয়া করজোড়ে] বিশ্বব্যাপিনী বিবসনা উন্মাদিনী কালী করালী মা আমার! ও কি মূর্ত্তি! ঊর্দ্ধবাহু দুটি গগন্ ভেদ করে' উঠ্‌ছে; মাথার চারিদিকে ঘিরে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নৃত্য কর্চ্ছে; কটিদেশ জড়িয়ে ধরে' ধরণী স্তন্য পান কর্চ্ছে; পদতলে রসাতল মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে' আছে!

—ঐ দেখ মা তাঁর মুষ্টি দিয়ে সংহার ও সৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন; তাঁর রসনায় হুঙ্কার ও অভয়বাণীর সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে; তাঁর বক্ষে জন্ম ও মৃত্যু স্পন্দিত হচ্ছে; তাঁর সম্মুখে স্বর্গ, পশ্চাতে নরক—দুই মহাসমুদ্রের মত পড়ে' রয়েছে। তাঁর বক্ষের উপর জগতের যত পুণ্যাত্মা ঘুমিয়ে আছে। ঐ দেখ তোমার দাদামহাশয়, ঐ দেখ তোমার স্ত্রী, ঐ দেখ তোমার মা—জগন্মাতার বক্ষের উপর—ঐ পরপারে।

যবনিকা পতন।

বঙ্গনারী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা

[তৃতীয় সংস্করণ]

[১৩২৬]

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।
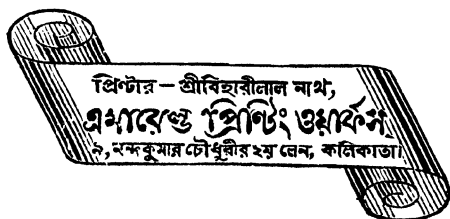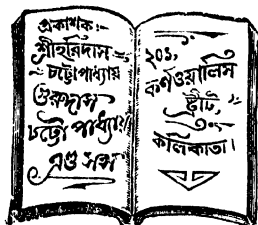
মুখবন্ধ।

স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করেন, কিন্তু তখন ইহা এরূপ বৃহদাকার হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাদৃশ বৃহৎ নাটক রঙ্গভূমিতে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হইবার পক্ষে অনুপযোগীবোধে, তিনি ইহার এক অংশ লইয়া "পরপারে" রচনা করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তিনি অনেকবার এই গ্রন্থখানি তদীয় বন্ধুগণের ও আমাদের সমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি তাঁহার লিখিত কাগজ-পত্রের মধ্যে এ নাটকখানি খুঁজিয়া পাই নাই। তখন আমার ধারণা হয় যে, নাটকখানি কোনরূপে হারাইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এ যাবৎকাল আমার এ সম্বন্ধে এইরূপই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সাতমাস পূর্ব্বে, স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু লাকুটিয়ার জমীদার সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়-চৌধুরী মহাশয় আমাকে বলেন যে, পিতৃদেবের একখানি সামাজিক নাটক তাঁহার নিকট আছে। তদনন্তর আমি নাটকখানি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়া দেখি, যে ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট "বঙ্গনারী"। অনতিবিলম্বে আমি মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয়ে জানাই, এবং তিনি পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আছে দেখিয়া, ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করেন।

নাটকখানি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ,

নাটকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেব-কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই; এজন্য ইহাতে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধুমাত্রেই জানেন যে, সংশোধন-কার্য্যে তিনি বাহুল্যের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন; অনেক সময় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার লিখিত কোন কোনও অংশ সম্পূর্ণ ভিন্নাকৃতি ধারণ করিত বলিলেও, বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। তিনি নাটকখানি লিখিয়া, ভবিষ্যতে যথাযথ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবেন স্থির করিয়া, তৎকালে, অগ্রে "পরপারে", "আনন্দবিদায়", "ভীষ্ম" প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অকাল-মৃত্যু-নিবন্ধন নাটকখানি তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, নাটকখানিতে গীতসংখ্যার অল্পতা দৃষ্ট হইবে। স্বর্গীয় পিতৃদেব পুস্তকখানির জন্য "ঘোরো ঘোরো" নামক গীতটি লিখিয়াছিলেন মাত্র এবং "চিরজীবসুখিনী" ও "এবার হয়েছি হিন্দু" নামক দুইটি গান মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি, কীর্ত্তনের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথায় কোনও গান না থাকায় "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়" গানটি, পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

তৃতীয়তঃ, স্বর্গীয় পিতৃদেব যে এ নাটকখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম কারণ এই যে নাটকান্তর্গত একটি দৃশ্য, দেশকাল-পাত্র হিসাবে, গিরিশবাবুর প্রসিদ্ধ নাটক "বলিদানে"র একটি দৃশ্যের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে; সেটি, বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরকে প্রদানার্থে আশীর্ব্বাদের দৃশ্যের প্রথমটা। স্বর্গীয় পিতৃদেব একথা আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, যদি ঐ দৃশ্যটির সুচারু পরিবর্ত্তন

সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার করিবেন যে, এরূপ দৃশ্য-সাদৃশ্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত না হইলেও, ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

পরিশেষে, গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনাদি আয়াসসাধ্য কার্য্যের জন্য পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিমধিকমিতি।

নিবেদক—

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

"বঙ্গনারী" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

৺দ্বিজেন্দ্রের ইহলোক-ত্যাগের পর তাঁহার যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বঙ্গনারী" বোধ হয়, শেষ পুস্তক। কারণ, তাঁহার প্রকাশের উপযুক্ত আর কোনও গ্রন্থ থাকার বিষয় আমরা অবগত নহি, সম্ভবতঃ নাই। আর যে দুইখানি ক্ষুদ্র প্রহসন আছে, তাহা বিশেষ কারণবশতঃ প্রকাশিত হইবে না। "বঙ্গনারী", "পরপারে"র সহিত একত্রে লিখিয়া, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়াছিলেন জানিতাম, কিন্তু পরে তাহা তাঁহার অপ্রকাশিত লেখার মধ্যে পাওয়া যায় নাই; তাহার কারণ শ্রীমান্ দিলীপ "মুখবন্ধে" লিখিয়াছে। যাহা হউক, সে অমৃতনিঃস্যন্দিনী লেখনী-নির্গত হাস্য, করুণ, বীর-রসাশ্রিত কোনও নূতন গ্রন্থ পাঠকবর্গ আর দেখিতে পাইবেন না, এ দুঃসংবাদ পাঠকবর্গকে দিতে হইল। আমাদের দ্বিজেন্দ্র গিয়াছে, সে দুঃখ আমাদের, আমাদের সঙ্গে তাহার অবসান হইবে, কিন্তু দেশের দ্বিজেন্দ্র গিয়াছে, সে দুঃখ দেশের, তাহার অবসান নাই।

সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রের যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সকলগুলিই আমাকে দেখিয়া দিতে হইয়াছে বলিয়া শ্রীমান্ দিলীপ লিখিয়াছে যে, সে আমার নিকট ঋণী। আমি যে কেন এ বয়সে এ শ্রম স্বীকার করিয়াছি, তাহা বালক দিলীপ কি বুঝিবে? যে কার্য্য দ্বিজেন্দ্র জীবিত থাকিতেও মধ্যে মধ্যে আমি আনন্দের সহিত করিতাম, সে কার্য্য এখন আমি যে বিশেষ আনন্দের সহিত করিয়াছি, তাহা নহে, তথাপি কেন করিয়াছি, তাহা কাহাকে বলিব? যাক্, সে কথায় কাজ নাই।

এখন "বঙ্গনারী" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। "বঙ্গনারী" একখানি সামাজিক নাটক। ইহা যে কেবল উদ্দেশ্য-শূন্য সামাজিক চিত্র, তাহা নহে। বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আন্দোলনের সম্বন্ধে একটা বিচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিবাহে পণপ্রথা লইয়া আজকাল বঙ্গ হিন্দু-সমাজে যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রের অভিমত ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহিত যে সকল বিতর্কাদি হইত, তাহারও সারাংশ এই নাটকের পাত্রপাত্রী দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে। সদানন্দের কথার অধিকাংশ গ্রন্থকারের নিজের অভিমত। সদানন্দের চরিত্রেও গ্রন্থকারের নিজের চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। "আমি এখন আর হাসির গান গাই না—ভাল লাগে না।" একথা, স্ত্রীবিয়োগের পর, দ্বিজেন্দ্র কতবার বলিয়াছেন। সদানন্দ বিলাত-ফেরত, সরল উদার, মহৎ ও সচ্চরিত্র ও পরদুঃখ-কাতর ;—দ্বিজেন্দ্রও তাই। কবি সদানন্দকে দিয়াই নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

পণপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, যে, এই পণ-প্রথা যতই কুৎসিত বা নিন্দনীয় হউক না কেন এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য যিনি যতই বদ্ধপরিকর হউন না কেন, ইহা সহজে নিবারিত হইবে না। যেখানে, কন্যার বিবাহ, নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে দিতেই হইবে, অথচ পুত্রের বিবাহে সে নিয়ম নাই ; যেখানে, উপযুক্ত পাত্রের বাহুল্য নাই, অথচ প্রতিযোগিতা বিলক্ষণ আছে ; যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অভিভাবক-বিহীন বালকের ন্যায় সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, দেশে অর্থের অভাব, অথচ বিলাসাদির বাহুল্য অসঙ্গতভাবে সংবর্দ্ধিত ; পূর্ব্বের ন্যায় জাতি কুল, শীল প্রভৃতির প্রতি লোকের তাদৃশ লক্ষ্য নাই, লোকের দৃষ্টি অর্থের উপর বার আনা, এবং কন্যার রূপের প্রতি চারি আনা,—তাহাও, ভবিষ্যতে কুরূপা কন্যা হইলে, বিবাহ দিতে কষ্ট হইবে বলিয়া,—সে দেশে যখন পণপ্রথা একবার

প্রবল হইয়াছে, তখন তাহাকে দূর করা ভার। দেখা যায়, যাঁহারা পণপ্রথার নিন্দা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে পুত্রের বিবাহ সময় মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করেন। হয়ত মুখে বলেন, যে "আমি কিছু চাই না কিন্তু এখন পুত্রের বিবাহও দিব না", এবং এইরূপ বলিয়া, যে সকল পাত্রীর পিতা অক্ষম, তাহাদের বিদায় দেন ; কিন্তু পরেই দেখা যায় যে, মনোমত পাত্রী, অর্থাৎ তৎসহ বেশ দু'পয়সা পাইলে, একেবারে মতটা বদলে যায়। কেহ কেহ ভাবী বৈবাহিকের ভদ্রাসন বিক্রয় করাইয়াও পুত্রের বিবাহে আতসবাজী পোড়াইতে ও ব্যাণ্ড বাজাইতে কুণ্ঠিত হন না দেখা যায়। তবে এগুলি নিতান্ত পিশাচের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ফল কথা, পণপ্রথা সহজে নিবারিত হইবার নহে।

তাহা হইলে, এ দরিদ্র দেশে কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার মোটামুটি একটা আভাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ, বাল্য-বিবাহ এদেশের ভয়ানক বিপজ্জনক। যে দেশে অন্নাভাব দিন দিন প্রবলরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সে দেশে উপার্জ্জনে অক্ষম বা ছাত্রাবস্থায় অবস্থিত লোকে বিবাহ করিয়া দরিদ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেন? কন্যাকে বয়স্থা করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া, আবশ্যক হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে, এমত ভাবে শিক্ষা দিয়া, তাহাদের সম্মতিক্রমে নিজের অনুরূপ গৃহে তাহাদের বিবাহ দাও ; না পার, কন্যা ব্রহ্মচর্য্য করুক। যে দেশে বালবিধবাদের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আছে, সে দেশে অক্ষম পিতার কুমারী কন্যারাই বা কেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে না? ধনী, সক্ষম লোকে কুমারী কন্যা কেন, বিধবা-বিবাহ পর্য্যন্ত দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অক্ষম পক্ষে বিবাহ অপরিহার্য্য নয়।

সমাজ যতদূর উন্নত বা সংস্কৃত হউক না কেন, মধ্যে মধ্যে তাহার সংস্কার না হইলে, কালে তাহাতে আগাছা ও আবর্জ্জনা হইবেই ; সর্ব্বত্র

ইহা সংসারের নিয়ম। অতএব সনাতন প্রথার, অন্ততঃ যাহাকে তোমরা সনাতন প্রথা বল, তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সকল অভিমত প্রকাশ করাই এ নাটকের স্থূল উদ্দেশ্য।

তাহার পর, কবির সর্ব্বজনবিদিত চরিত্র অঙ্কনে অসীম শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কেদার এক চমৎকার অভিনব চরিত্র। উপেন্দ্র ধর্ম্মের ভাণকারী ভণ্ডের চরম আদর্শ। বিনোদিনী ও সুশীলা,—একজন কেবল সংস্কৃত ও অপরা, কেবল ইংরাজী শিক্ষিতা নারীচরিত্র। এ সকল বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের জীবনী লিখিতে ইচ্ছা করেন, এ প্রবন্ধ অন্ততঃ তাঁহাদের কিছু উপকারে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া, দ্বিজেন্দ্রের এ সম্বন্ধে মতামত লিখিলাম, এবং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও একটু আভাস দেওয়া গেল মাত্র। ইতি—

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

কুশীলবগণ

পুরুষ

উপেন্দ্র	...	...	উকীল
দেবেন্দ্র	...	...	ঐ ভ্রাতা
সদানন্দ	...	...	দেবেন্দ্রের বাল্যবন্ধু
কেদার	...	...	দেবেন্দ্রের বন্ধু
যজ্ঞেশ্বর	...	...	মহাজন
বরেন্দ্র	...	...	দেবেন্দ্রের পুত্র
বিনয়	...	...	সদানন্দের পুত্র

ভক্তগণ, বালকগণ, ক্রেতৃগণ, জেলার, জমাদার ও
পাহারাওয়ালাগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

মানদা	...	...	দেবেন্দ্রের স্ত্রী
বিনোদিনী	...	...	ঐ প্রথমা কন্যা
সুশীলা	...	...	ঐ দ্বিতীয়া কন্যা
কুমুদিনী	...	...	ঐ তৃতীয়া কন্যা

বঙ্গনারী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের বৈঠকখানা। কাল—অপরাহ্ণ।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্ব ভাই! বি, এ, দেবার আগেই ছেলে পিলে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লাম। কাজেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সামান্য বেতনে চাকরি নিতে হ'ল।

সদানন্দ। তোমার বাবার সম্পত্তি কি রকম ভাগ হ'ল?

দেবেন্দ্র। তিনি সবই প্রায় দাদার নামে উইল ক'রে রেখে গিয়েছেন। আমার অংশে পৈতৃক ভিটেটি আর বাড়ীর আসবাব। আর তিনি যে ৫০০০ টাকা ধার করেছিলেন তার দায়িত্ব আধাআধি।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য!

দেবেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য ?

সদানন্দ। তোমার পিতাঠাকুর রোজগারে ছেলেকে সব দিয়ে গেলেন, আর বে-রোজগারে ছেলের নামে শুধু বাড়ীখানি আর—

দেবেন্দ্র। বাবার বিষয় তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে যেতে পারেন। —আর সকলের বাপের বিষয় থাকে না।—না তার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই।

সদানন্দ। তা হবেও বা। তোমার পিতাঠাকুর একটু অদ্ভুত ধরণের লোক ছিলেন।—তোমাদের সব কি নামকরণ করেছিলেন ? কি একজনের নাম—

দেবেন্দ্র। হাঁ, দাদার নাম দিয়েছিলেন, বিক্রমাদিত্য ; আমার নাম দিয়েছিলেন Julius Caesar, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নামের উপর পুত্রের ভবিষ্যৎ অনেক নির্ভর করে।

সদানন্দ। কৈ তা ত দেখি না। কালিদাস, চৈতন্য, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র কারো নামের ত একটা বিশেষ মাহাত্ম্য দেখি না ! খুব ভালো নামওয়ালা বড়লোক ত কৈ একটাও খুঁজে বের কর্ত্তে পারি না।

দেবেন্দ্র। তার পর ঠাকুর্দ্দা আমাদের নাম বদলে দেন। বাবা তাতে ভারি চটে যান।

সদানন্দ। তোমার ছেলেপিলে এখন ক'টি ?

দেবেন্দ্র। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে।

সদানন্দ। ছেলেরা কি করে ?

দেবেন্দ্র। বড়টি সন্ন্যাসী, ছোট পড়ে।

সদানন্দ। মেয়ে তিনটির বিয়ে দিয়েছ ?

দেবেন্দ্র। বড়টি বিধবা। ভালো দিতে থুতে পারিনি, তাই পাত্র বড় সুবিধা রকম পাই নি। তারা নেহাইৎ গরিব। মেয়েটি আমার কাছেই থাকে।

সদানন্দ। দ্বিতীয়টি?

দেবেন্দ্র। পাত্রের সন্ধান কচ্ছি।—মেয়েটি বি, এ, পাশ।

সদানন্দ। ও! সেই মেয়েটি না, যে আমার ছেলে বিনয়ের সঙ্গে খেলা কর্ত্ত?

দেবেন্দ্র। হাঁ। তাকে এখন যার তার ঘরে বিয়ে দেওয়াও চলে না। লেখাপড়া শিখেছে।

সদানন্দ। বড় মেয়েটিও ত লেখাপড়া জান্ত। একদিন আমার কাছে হিতোপদেশের শ্লোক মুখস্থ বল্‌ছিল।

দেবেন্দ্র। হাঁ। বাবা আমার এক মেয়েকে সংস্কৃত আর এক মেয়েকে ইংরাজি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেখা—দুই রকম শিক্ষায় দুইজন কি রকম দাঁড়ায়।

সদানন্দ। আর একটি মেয়ে?

দেবেন্দ্র। সে নিতান্ত ছোট—নেহাইৎ রুগ্ন। এক মেয়ের ত বিয়ে দিলাম—যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে। এখন আর এক মেয়ের বিয়ের সমস্যায় পড়িছি।

সদানন্দ। তার বিয়ের ভাবনা কি? সে ত পরমা সুন্দরী।

দেবেন্দ্র। এখন আর বরের বাপ সুন্দরী খোঁজে না। সমাজ যে এখন বরের হাট খুলে বসেছে। টাকা নৈলে এ জঘন্য সমাজে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! সমাজের এতে কোন অন্যায় নাই।

দেবেন্দ্র। সমাজের অন্যায় নাই! কন্যার বিবাহ দিতে কত বাপ সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেল।—অন্যায় নাই!

সদানন্দ। দেবেন্দ্র! পুত্রকন্যা যখন এ সংসারে এনেছো, তাদের ভরণপোষণ কর্ত্তে তুমি বাধ্য। ছেলের ভরণপোষণ তুমি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ক'র্ব্বে, আর মেয়েদের দশ বৎসর না পেরোতেই যে ভরণপোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকি পনর বৎসর ভরণপোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? তার উপর পুত্র হ'লেন তোমার যা কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর মেয়ে কি ভেসে এসেছিল? কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে। সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না—এই তার অপরাধ।

দেবেন্দ্র। আমি ত কন্যাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি না। বরের বাপ দাবী করে কেন?

সদানন্দ। নৈলে টাকা কাকে দেবে? হিন্দুসমাজমতে তোমার কন্যা হবে সেই বরের পিতারই পরিবারভুক্তা। তারই তাকে খাওয়াতে পরাতে হবে। তার হাতে টাকা দেবে না ত কার হাতে দেবে?

দেবেন্দ্র। সে যদি সে-টাকা বাজে খরচ করে, কি উড়িয়ে দেয়?

সদানন্দ। সে ত কন্যার পিতাও উড়িয়ে দিতে পার্ত্তো। তার শ্বশুর যখন তাকে খেতে পর্ত্তে দেবার ভার নিচ্ছে, তখন সে, যতদূর সম্ভব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে। আর কি কর্ব্বে? পরে যা দাঁড়ায়—হাত নেই।

দেবেন্দ্র। আমি ত আমার সঙ্গতিমত আমার কন্যাকে যৌতুক দিতে অসম্মত নই। কিন্তু বরপক্ষ যে দেঁড়েমুষে আদায় ক'রে—ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিতে চায়।

সদানন্দ। মোটেই না। সে ত তোমার কাছে আস্‌ছে না ডাকাতি কর্ত্তে। তুমি যাচ্ছো তার কাছে টাকা দিতে।

দেবেন্দ্র। কি করি, কন্যাদায়!

সদানন্দ। কন্যার বিবাহ দেওয়াই যদি অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়ায়, তবে যেখানে সস্তায় পাও সেইখানে যাও না। তুমি বি, এ, পাশ করা এম্, এ, পাশ করা ছেলে চাও—অর্থাৎ বরের ভাবী আয়ের দিকে তোমার বেশ লক্ষ্য। বরের বাপই বা ৫,০০০।১০,০০০ হাঁকবে না কেন? এণ্ট্রেন্স পাশ করা ছেলে নাও ১,০০০ টাকায় হবে হয়ত। তোমার কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী হয়, আরও কম হবে।

দেবেন্দ্র। তাহ'লে বিয়ে দাঁড়ালো কেনা বেচা?

সদানন্দ। কেনা বেচা কথাটা শুন্তে খারাপ বটে, কিন্তু সংসারে প্রায় সবই তাই। যে বাপে ছেলের বিয়েতে টাকা নেয়, তারই আবার তার মেয়ের বিয়েতে টাকা দিতে হ'চ্ছে। হরেদরে পুষিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ঠিক্ যে, যার মেয়ের সংখ্যা বেশী, তার লোক্‌সান বেশী, আর যার ছেলের সংখ্যা বেশী, তার লাভ বেশী। কিন্তু এ রকম বৈষম্য ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। একজন রাজার ছেলে, আর একজন ভিখারীর ছেলে; একজন বুদ্ধিমান্, আর একজন নির্ব্বুদ্ধি; একজন যে সবল, আর একজন যে রুগ্ন হ'য়ে জন্মায়—কি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। তাইত! তবে উপায়?

সদানন্দ। নিজের উপায় কর্ত্তে না পার, ছেলেপিলেদের উপায় ত কর্ত্তে পার। অল্পবয়সেই তাদের বিবাহ দিও না। তারা সবল ও সমর্থ হবার পূর্ব্বে তাদের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিও না। এই বাল্যবিবাহে জাতিটাকে যেমন বিব্রত, অথর্ব্ব ক'রে রেখেছে, আর কিছুতে তেমন কর্ত্তে পারে নি।

দেবেন্দ্র। হুঁ। সনাতন হিন্দুপ্রথা তা হ'লে তুমি উল্টোতে চাও?

সদানন্দ। একটু চাই বই কি—দেবেন্দ্র! সনাতন হিন্দুপ্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হ'ত তাহ'লে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। এ প্রথার মধ্যে কেবল ধর্ম্মের পুণ্যরশ্মি নাই। এর মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে, তাদের উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে।

দেবেন্দ্র। তুমি ভাবিয়ে দিলে।

সদানন্দ। তুমি নিজেই দেখ্‌ছো না? তোমার যদি অল্পবয়সে বিবাহ না হ'ত, ত তুমি হয়ত ভবিষ্যৎটা গুছিয়ে নিতে পার্ত্তে। এই খইয়ে বন্ধনে পড়্‌তে হ'ত না।

দেবেন্দ্র। ছেলের অল্পবয়সে বিবাহ দেবো না। মেয়েরও দেবো না?

সদানন্দ। মেয়েদের যোগ্য বয়সে বিবাহ দেবে—যদি ভালো পাত্রে দিতে পারো।

দেবেন্দ্র। সে সঙ্গতি যদি না থাকে?

সদানন্দ। তাদের ব্রহ্মচর্য্য শেখাও। বালবিধবারা যদি ব্রহ্মচর্য্য শিখ্‌তে পারে, বালিকা কুমারীরা কেন না পার্ব্বে? আর এই কুমারীরা ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে না, এই যদি তোমার মত হয়, তবে বাল-বিধবারাও পারে না; তবে বিধবাবিবাহ প্রচালিত কর।

দেবেন্দ্র। তোমার মতটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

সদানন্দ। আমার মত শুন্‌বে? আমার মত—যেখানে ভালো বরে বিবাহ দেবার সঙ্গতি আছে, সেখানে বালিকা বিধবাই হউক, আর বালিকা কুমারীই হোক, বিবাহ দাও। আর যেখানে আর্থিক অসামর্থ্য সেখানে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কারো বিবাহ দিও না। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও।

দেবেন্দ্র। কিন্তু তাতে বিপদ্‌টা ভাব্‌ছো কি ?

সদানন্দ। ভাব্‌ছি। কিন্তু সংসারের কোন্ অবস্থা আছে, যে বিশুদ্ধ শুভ ?

দেবেন্দ্র। কিন্তু কতক কুমারীর বিবাহ না দিয়ে বিপদ্ বাড়াচ্ছো !

সদানন্দ। ওদিকে কতক বিধবার বিবাহ দিয়ে বিপদ্ কমাচ্ছি। দেবেন্দ্র ! আমাদের দেশ বড় গরিব, কিন্তু পোষ্যসংখ্যা বাড়াবার জন্য আগ্রহ সব দেশের চেয়ে এই দেশেরই বেশী। কবি গোবিন্দ ব'লেছেন বটে—

বিরম প্রসবে অযুতে অযুতে
বলবীর্য্য বিবর্জ্জিত দাস সুতে,

কিন্তু ভাবলেন না যে, এর জন্য দোষী ঐ ভারতললনা নয়, দোষী তাঁরাই নিজে। দেবেন্দ্র ! এ প্রথা উল্টাও। এর সঙ্গে অনেক অন্য প্রথা বড় জীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। তাদের মেরামৎ কর্ত্তে হবে। কিন্তু আগে এই প্রথা। এই বাল্যবিবাহ জাতটাকে যেমন মজ্জাভাবে দুর্ব্বল, অন্নাভাবে শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু, আর উদ্যমাভাবে অথর্ব্ব ক'রেছে, এমন আর কোন প্রথায় করেনি।

দেবেন্দ্র। কি ! কেঁদে ফেল্লে যে ভাই !

সদানন্দ। না, আচ্ছা তবে এখন আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সেই রকমই আছে। এই সদানন্দের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। দশ বৎসরের ত কম নয়। বাল্য-জীবনের সহপাঠীদের দেখ্‌লে তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। আর সেই শৈশবকাল মনে পড়ে। যেদিন এই সদানন্দের গলা জড়িয়ে নিঃশঙ্কে রাস্তা দিয়ে চ'লে যেতাম, মন খুলে

হাস্তাম।—কি মধুর এই শৈশবকাল! যখন শরতের পূর্ণচন্দ্র উঠ্তো, আর আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইতাম, বর্ষার মেঘের গর্জ্জনে নেচে উঠ্তাম, গ্রীষ্মের রাত্রিকালে যখন আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হ'ত, তার পানে চেয়ে চেয়ে চোখ যেন ঠিক্‌রে যেত।—কি মধুর শৈশবকাল! যখন কাল কি খাবো ভাব্‌তে হ'ত না, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ের খরচের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না—কি দিনই গিয়াছে!—কে?—কেদার?

কেদারের প্রবেশ।

কেদার। বেটা ছাড়বে না।

দেবেন্দ্র। কে?

কেদার। ঐ জগা। দেঁড়েমুষে সুদ আদায় কর্ব্বে।—আসল ত নেবেই। আমি ব্যারিষ্টারের কাছে যাচ্ছি। পথে এই কথা ব'লে গেলাম।

[গমনোদ্যত।

দেবেন্দ্র। আরে যাও কোথায়?

কেদার। ব্যারিষ্টারের বাড়ী।

দেবেন্দ্র। একটু ব'সে যাও।

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। কিছু জলযোগ—

কেদার। সময় নেই।

দেবেন্দ্র। এত বেলায়—

কেদার। সময় নেই! কাল আস্‌বো। হাঁ দেখ—না আগে পরামর্শ করি। তবে আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে।

দেবেন্দ্র। কিসের মধ্যে?

কেদার। থাক্, পরে বল্‌ব। [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। আরে শোন।

কেদার। [নেপথ্যে] সময় নেই। [দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন]

মানদার প্রবেশ।

মানদা। খাবার হ'য়েছে। স্নান কর। হাস্‌ছো যে?

দেবেন্দ্র। কেদার এসেছিল।

মানদা। তাই কি?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য বেচারী খেটে খেটে সারা।—সুদ কে ছাড়ে?

মানদা। কিসের সুদ?

দেবেন্দ্র। আমার পৈতৃক ঋণের সুদ ৩,০০০ টাকা। তারা ছাড়্‌বে কেন? বেচারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—এই ছুটোছুটি ক'রে ভূতের ব্যাগার খেটে মর্চ্ছে।

মানদা। তোমারও ত ওই ছাড়া আর কথা নেই। এসো—খাবে এসো।

দেবেন্দ্র। চল।

মানদা। হাঁ, আর বরেন্দ্র বলেছিল যে, সে ১০০৲ চায়।

দেবেন্দ্র। কত?

মানদা। ১০০৲ টাকা।

দেবেন্দ্র। কেন?

মানদা। জানি না।

দেবেন্দ্র। তাকে ব'লো যে জুয়ো খেলে যদি সে টাকা উড়িয়ে দিতে চায়, ত যেন সে নিজে রোজগার ক'রে উড়িয়ে দেয়।

মানদা। নৈলে সে অভিমান কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। করুক।

মানদা। এক ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

দেবেন্দ্র। এও যাক্। আমি আর পার্ব্বনা।—যাও, কেবল দাও দাও। ছেলের সঙ্গে ঐ এক সম্বন্ধ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

উপেন্দ্রের ভক্তগণ ও কেদার।

নবীন। আমাদের প্রভুকে আপনি দেখেন নি?

কেদার। দেখেছি বৈ কি, অনেকবার দেখেছি।

বিনোদ। তবে চিন্তে পারেন নি।

কেদার। বোধ হয় পেরেছি।

শঙ্কর। আজ্ঞে না। নৈলে তাঁর সম্বন্ধে এরকম কুৎসা কর্ত্তেন না। তিনি বৈষ্ণব—সাধু, ভক্ত, পরমভক্ত!

নবীন। তাঁর টিকি—[দেখাইয়া] এতখানি—

কেদার। আজকাল কি টিকির 'লম্বাত্ব' হিসাবে সাধুত্বের পরীক্ষা হচ্ছে?

নবীন। আজ্ঞে না! ভক্তি—ভক্তি। আমাদের প্রভুর হরিভক্তি—আপনি দেখেন নি। কি রকমে বোঝাবো।

কেদার। দরকার নেই।

বিনোদ। হরিনাম কর্ত্তে কর্ত্তে তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়েন।

কেদার। বটে!—সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও পড়েন?

শঙ্কর। সাধ্য কি! বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁর কাছে শিখ্ছি।

কেদার। তা শিখুন। একটু ভালো ক'রে শিখুন, উদ্ধার হ'য়ে যাবেন।

নবীন। সাধ্য কি।—তবে সেই আশায় তাঁর চরণতলে গড়াচ্ছি।

কেদার। তা গড়ান।

বিনোদ। এমন ত্যাগী মহাপুরুষ—

কেদার। ত্যাগী! এক পয়সা কখন কাউকে ছেড়েছেন?

বিনোদ। পয়সা?—পয়সা—তুচ্ছ, তিনি যে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করেন—

কেদার। বিনামূল্যে?

বিনোদ। তাঁর কাছে পয়সা তুচ্ছ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যদি একবার তাঁর মুখে যদি শুনেন—

কেদার। উদ্ধার হ'য়ে যেতাম।

নবীন। এই ত ত্যাগ! বিনামূল্যে মনের যে ব্যাধি, তার ঔষধ বিতরণ করেন।

কেদার। আরাম না হ'লে মূল্য ফেরৎ দেন?

শঙ্কর। ফেরৎ কি!—মূল্য নেন না।

কেদার। একেবারে?—রোগীর সেবাও বিনি পয়সায় করেন বোধ হয়?

বিনোদ। কি বল্লেন কেদার বাবু?—রোগীর সেবা কর্ব্বেন—প্রভু?

ঐ দেখুন তাঁর চেহারা টাঙ্গানো রয়েছে।—ঐ চেহারায় তিনি রোগীর সেবা কর্ব্বেন!

কেদার। ও বাবা! অন্যায় বলেছি। তা রোগীর অর্থাৎ রোগিণীর চেহারাখানাও যদি যুতসৈ হয়?

বিনোদ। বলেন কি মহাশয়! আমাদের প্রভুকে নিয়ে ঠাট্টা!

কেদার। ঠাট্টা করা আমার অভ্যাস নয়। তবে আজকাল কলকাতায় ঘরে ঘরে এই রকম অবতার মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌ছেন। আর আচ্ছা দেশ বাবা, এদের ভক্তও জুট্‌ছে ত!

বিনোদ। ঐ যে প্রভু আস্‌ছেন!

অন্য দুইজন। প্রভু আস্‌ছেন! প্রভু আস্‌ছেন!

কেদার। আস্‌ছেন কি—উদয় হচ্ছেন। দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, যে আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

বিনোদ। হাঁ, হাঁ, উদয় হচ্ছেন—উদয় হচ্ছেন।

অন্য দুইজন। উদয় হচ্ছেন! উদয় হচ্ছেন!

মালা জপিতে জপিতে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে উপেন্দ্রের প্রবেশ।

ভক্তগণ। অবধান, অবধান। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।]

উপেন্দ্র। তোমাদের জয় হোক্‌।

বিনোদ। প্রভু! কেদার বাবু—

উপেন্দ্র। ও! কেদারবাবু [সহাস্যে] সৌভাগ্য।—কেদারবাবু! কি মনে করে?

কেদার। একবার প্রভুর কাছে বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বটা শুন্‌বো বলে এসেছি প্রভু!

উপেন্দ্র। তত্ত্ব!—আমি কি জানি!—মূর্খ!—সেই মহাধর্ম্ম! যা [সপ্রণামে] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—

ভক্তগণ। অহো! [উদ্দেশে প্রণাম]

উপেন্দ্র। বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ উৎপত্তির কারণ।

ভক্তগণ। গভীর! গভীর!

উপেন্দ্র। পুষ্প যদিও দেখিতে সুন্দর, তথাপি—

ভক্তগণ। তথাপি।

উপেন্দ্র। পুষ্পেই বৃক্ষের চরম পরিণতি নয়। চরম পরিণতি বীজে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সেই পুষ্প, ভগবদ্গীতা সেই বীজ।—গোবিন্দ শ্রীহরি!

ভক্তগণ। ও হো—হো—হো—হো [প্রণাম]

কেদার। বদমাইসী থেকে জোচ্চুরী, জোচ্চুরী থেকে ভণ্ডামী।

ভক্তগণ। সে কি কেদারবাবু!

কেদার। চোপ রও কুকুরের দল। নহিলে ভণ্ডামী থেকেই রাগ, রাগ থেকেই চপেটাঘাত। আমি সব সৈতে পারি, ভণ্ডামি সৈতে পারি না। এক পয়সা গরিবকে দিতে মাথায় রক্ত ওঠে, কারো দুঃখে দৃক্পাত নাই, বক্তৃতার জোরে মহাপুরুষ! এ রকম মহাপুরুষকে পুলিশে দেয় না কেউ?

ভক্তগণ। ঈর্ষা! ঈর্ষা!

কেদার। তোদের স্তবে আমার ঈর্ষা! আমি তোদের চাকরি দেবো এ সম্ভাবনা যদি থাকৃতো, ত আমার পায়ের তলায় তোরা এসে লেজ নাড়্‌তিস্। উপেন্দ্র ঠাকুর! আমি তোমার কাছে আসি নি। আমি

এসেছিলাম যজ্ঞেশ্বর বাবুর কাছে! ভেবেছিলাম, এখানে তাঁর দেখা পাবো!—আমি একবার তোমাকেও একটা কথা বল্‌তে চাই। উপেন্দ্রবাবু!—আমি কোন রকমেই আমার সরল বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যে, তোমার পিতাঠাকুর তাঁর সমস্ত বিষয় তোমার নামে উইল ক'রে গিয়েছেন, কেবল ঋণটি দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান বিভাগ ক'রে গিয়েছেন।

উপেন্দ্র। আপনি কি বল্‌তে চান যে এ—

কেদার। জাল উইল! তাই বল্‌তে চাই। আর তা একদিন প্রমাণ কর্ব্বই কর্ব্ব। তবে মহাশয়গণ আমি বিদায় হই। [প্রস্থানোদ্যত।

উপেন্দ্র। শুনুন কেদারবাবু!

কেদার। না মহাশয়। আর সহ্য হচ্ছে না। ভেবেছিলাম যে যজ্ঞেশ্বর বাবুর জন্য অপেক্ষা কর্ব্ব; কিন্তু—পার্লাম না। এখানকার বাতাস আমার পক্ষে একটু বেশী ভারী ঠেক্‌ছে।—আমার নিঃশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে। আমি যাই। [প্রস্থান।

উপেন্দ্র। আরে শুনুন—

[নেপথ্যে কেদার।] সহ্য হবে না—

উপেন্দ্র। তবু একবার—

[নেপথ্যে কেদার।] মাথা খারাপ।

নবীন। প্রভু! এই পাষণ্ডটাকে আবার ডাক্‌ছেন!

উপেন্দ্র। আহা—বেচারী! নৈলে ওর গতি কি হবে?

বিনোদ। প্রভুর দয়ার শরীর।

শঙ্কর। পাপীর উদ্ধারের জন্যই ত প্রভু এসেছেন।

উপেন্দ্র। আহা! কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন কর।

ভক্তগণ কীর্ত্তন সুরু করিল।

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়—
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
(প'ড়ে)　চ'লে চ'লে পাগলেরই প্রায়।
ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।
ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই ?
সব, দ্বেষ-হিংসা টুটি' আসি' পড়ে লুটি'
(ও তার)　ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায়।
বলে,　ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই।
এ যে,　নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?
(ও সে)　বলে 'কে ত কেউ পর নাই'
(ও সে)　বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে)　বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালবেসে
(আমি)　ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই।'
(ঐ যে)　নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই)　প্রতিধ্বনি উঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয়।

[জনৈক ভৃত্য জলখাবার লইয়া আসিল। উপেন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন ও ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলেও আহার চলিল।]

উপেন্দ্র। এই দেখ ভক্তগণ! ভগবানের কি বিচিত্র কৌশল! ঘাস মানুষের কোন কাজেই লাগ্‌ত না যদি পশুতে না ঘাস খেত। সেই ঘাস থেকেই পাঁটার মাংস, আবার—এই পাঁটার মাংস কেমন সহজে মানুষের শরীর গঠন করে! কি আশ্চর্য্য!

ভক্তগণ। কি আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। গম হইতে ময়দা, এবং ময়দা ঘির সহিত মিশ্রিত হইয়া—লুচির সৃষ্টি।—কি আশ্চর্য্য।

ভক্তগণ। কি আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। এখন ঐ লুচি ও পাঁটার মাংস মিলিত হইয়া উদরের দিকে চলিয়া যাউক্! [আহার] হরি হে তুমিই সত্য।

ভক্তগণ। তুমিই সত্য! [উদ্দেশে প্রণাম।

নবীন। প্রভু! তবে এখন আমরা ও ঘরে গিয়ে হরিনাম যে সত্য সেটা অনুভব করি?

উপেন্দ্র। হাঁ, তা বটে। রাত্রি সমাগত—

বিনোদ। প্রভু চরণে রাখ্‌বেন!

উপেন্দ্র। কোন চিন্তা নাই বৎস।

শঙ্কর। আমরা পাপী।

উপেন্দ্র। হরির কৃপা থাক্‌লে ভবার্ণবে কোন ভয় নাই!—কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে যাও।

[কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ নিষ্ক্রান্ত।

উপেন্দ্র। যে ভজে, সে ভক্ত ; অর্থের জন্যই হোক্, আর ভক্তির জন্যই হোক্। কিন্তু এই কেদারটা আমায় যেন চিনেছে বোধ হচ্ছে। ওকে ভজাতে হবে। যাক্, এখন মুখস ছাড়া যাক্। এই যে যজ্ঞেশ্বর !

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। এসো এসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

যজ্ঞেশ্বর। কি ?

উপেন্দ্র। এই পিতাঠাকুরের ধারটা সবই দেবেন্দ্রই দিক না।

যজ্ঞেশ্বর। সে দেবে কোথা থেকে ?

উপেন্দ্র। ভিটে বিক্রয় করুক—

যজ্ঞেশ্বর। আদায় ক'রে দিতে পারো ত আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এক পয়সা ছাড়্‌ছি না—

উপেন্দ্র। তোমার যে খাঁই বড্ড বেশী দেখ্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমারই বা কম কৈ !—সমস্ত বিষয় পেয়েও আশ মেটে না।

উপেন্দ্র। কিন্তু তোমার ত আর পুত্র পরিবার নাই।

যজ্ঞেশ্বর। হ'তে কতক্ষণ ?

উপেন্দ্র। সে কি ! আবার বিয়ে কর্ব্বে নাকি ?

যজ্ঞেশ্বর। পাত্রী খুঁজ্‌ছি।

উপেন্দ্র। বটে !—আমায় ত বল নি।

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সেই কথাই বল্‌তে এসেছি।

উপেন্দ্র। ব্যাপারখানাটা কি ?

যজ্ঞেশ্বর। তোমার ভাইয়ের একটি অনূঢ়া কন্যা আছে—

উপেন্দ্র। আছে। এই যে কেদার বাবু ! আবার—?

কেদারের পুনঃ প্রবেশ।

কেদার। একবার দেবর্ষির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম।

যজ্ঞেশ্বর। দেবর্ষি কে?

কেদার। স্বয়ং বক্তা। চমৎকার জুড়ি মিলেছে, এই উপেন্দ্রবাবু আর এই যজ্ঞেশ্বরবাবু, মহর্ষি আর দেবর্ষি।

উপেন্দ্র। দেখুন কেদারবাবু, আপনি অতি সুন্দর লোক। অর্থাৎ কিনা—

কেদার। যদি মহর্ষির শিষ্য হই। বলেছি ত মহর্ষি! আমরা পাপপুণ্যে গড়া মর্ত্ত্যের মানুষ। অতখানি স্বর্গের অনাবৃত জ্যোতিঃ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব কি?

উপেন্দ্র। কিন্তু—[ঢোক গিলিলেন]। আমি আস্‌ছি কেদারবাবু! কিছু মনে কর্ব্বেন না। [প্রস্থান।

কেদার। তোমরা যখন দু'জন একসঙ্গে জুটেছো, তখন দুই কারিগরে নিশ্চয়ই একটা শয়তানি মৎলব আঁটছো—যাক্। এখন শোনো। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! যদি সুদ না ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমরা ঠিক্ করেছি যে, আসলও দেবো না সুদও দেবো না। কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি কেদার?

কেদার। আমি শুন্তে চাইনে। দেবো না, ব্যস্, চুকে গেল।

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবু কি শেষ কালে তোমাদের পরামর্শে এই সাব্যস্ত কর্লেন!

কেদার। দেবো না, কর্ব্বে কি? কর মোকদ্দমা, আমি উকিলের পরামর্শ নিয়েছি। দলিল খারাপ, প্রমাণ হবে না। ভালোয় ভালোয় সুদ ছেড়ে দাও ত চাঁদ, নইলে কর নালিশ।

যজ্ঞেশ্বর। কেদার! নালিশ ক'রে ক'রে আমার চুল পেকে গেল। নালিশ কর্ব্ব তার আর আশ্চর্য্য কি?

কেদার। এখনও সুদ ছেড়ে দাও বল্‌চি। আপোষে মিটমাট কর। নইলে আসলও দেবো না সুদও দেবো না।

যজ্ঞেশ্বর। আসলও দিতে হবে, সুদও দিতে হবে, মায় ডিক্রির খরচাও দিতে হবে।

কেদার। দেখ যজ্ঞেশ্বরবাবু! সুদ ছেড়ে দাও। চালাকি রাখ।

যজ্ঞেশ্বর। চালাকি আবার কি?

কেদার। চালাকি বৈ কি! আসলও ছাড়্‌বে না, সুদও ছাড়্‌বে না, এ আবার চালাকি নয়ত কি?

যজ্ঞেশ্বর। এ আবার চালাকি কিসের? সুদে টাকা ধার দিয়েছিলাম, সুদ ছাড়্‌বো না। এর মধ্যে আবার চালাকি কি?

কেদার। [ঘড়ি দেখিয়া] এঃ, নয়টা বেজে গেল। ট্রেনেরও সময় হ'য়ে এল। ছাড়্‌বে না?

যজ্ঞেশ্বর। না।

কেদার। নরকে যাও। [প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, একটা কথা! ও কেদার! কেদার! শোন, শোন।

কেদারের পুনঃ প্রবেশ।

কেদার। কি সুদ ছেড়ে দেবে? শাপ দিয়েছি, আর ফিরিয়ে নিতে পার্ব্বো না। তবে এখনও যদি সুদ ছেড়ে দাও ত এই পর্য্যন্ত না হয়, মেরে কেটে বল্‌তে পারি যে, নরকে একবৎসরের বেশী তোমায় থাক্‌তে হবে না।

যজ্ঞেশ্বর। তা না হয় তায় বেশী কিছু দিন থাক্‌লাম, তাতে যাচ্চে আস্‌ছে না—এক কাজ কর যদি, তাহ'লে আমি সুদ মায় আসল ছেড়ে দিতে পারি।

কেদার। সেটা কি কাজ? নিশ্চয় একটা অসাধ্য কাজ।

যজ্ঞেশ্বর। অসাধ্য এমন কিছু নয়। তাতে দু'পক্ষেরই উপকার।

কেদার। বটে! কথাটা বেশ জমকে এনেছো ত? [ছড়ি রাখিলেন] শুনি ব্যাপারটা কি?

যজ্ঞেশ্বর। দেবেন্দ্রবাবুর এক বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে শুনেছি। আমারও সম্প্রতি দ্বিতীয়পক্ষবিয়োগ হয়েছে, তিনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন—

কেদার। তোমার সঙ্গে! এ ত বড় মজা!! তোমার সঙ্গে!!!

যজ্ঞেশ্বর। তাতে আর কি? তাঁর মেয়েও বয়স্থা হ'ল। এখন যদি—

কেদার। তোমার সঙ্গে! এ ত ভারি কৌতুক! [হাস্য] যজ্ঞেশ্বর! তোমার মাথা খারাপ, চিকিৎসা করাও।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি হাস্‌ছো কেন? প্রস্তাবটা কর্ত্তে পার যদি, তাহ'লে দেবেন্দ্রবাবুর দু'দিক্‌ই বজায় থাকে।

কেদার। যজ্ঞেশ্বরবাবু! আমার যদি একটা মেয়ে থাক্‌তো, আর সে কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, আর যা যা দোষ হ'তে পারে, তা তার থাক্‌তো, আর তার বিয়ে না হওয়ার দরুণ যদি হিন্দুসমাজ আমাকে শূলে দিতে পার্ত্ত ত, আমি মেয়েটাকে বরং হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে, হিন্দু-সমাজকে চোখ রাঙ্গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শূলে যেতাম, তবু তোমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম না। খাঁটি কথা। [প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। বটে! তোমার বড় আস্পর্দ্ধা কেদার! তোমায় দেখাচ্ছি! রোস!

উপেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর! তুমি গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব কচ্ছ´?

যজ্ঞেশ্বর। কর্চ্ছি।

উপেন্দ্র। কিন্তু—এ ত বিবাহ নয়, এ যে ব্যভিচার।

যজ্ঞেশ্বর। উপেন্দ্র! আমার কাছে আর ঋষিত্বে কাজ কি? আমরা কি পরস্পরকে এখনও চিনি নাই? আমরা কি একসঙ্গে [ইঙ্গিত করিলেন]।

উপেন্দ্র। চুপ্।

যজ্ঞেশ্বর। আমি কি জানি না? আমরা দু'জনেই পাষণ্ড। তবে আমি শুদ্ধ পাষণ্ড, তুমি তার উপর ভণ্ড। তুমি আমার বড় ভাই।

উপেন্দ্র। ব্যস্! কি ক'র্ত্তে হবে বল।

যজ্ঞেশ্বর। সাহায্য ক'র্ব্বে?

উপেন্দ্র। ক'র্ব্ব।

যজ্ঞেশ্বর। ব্যস্। [হাত ধরিলেন]। তবে আমি নির্ভর কর্ত্তে পারি?

উপেন্দ্র। সম্পূর্ণ।

যজ্ঞেশ্বর। তবে আমি এখন যাই। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

দেবেন্দ্র ও মানদা।

দেবেন্দ্র। বাবার ধার শোধ না দিয়ে আমি আর কোন খরচ ক'র্ত্তে পার্‌বো না।

মানদা। মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না।

দেবেন্দ্র। তবে তাড়িয়ে দাও।

মানদা। ওমা! সে কি?

দেবেন্দ্র। বাবার ধার আর রাখ্‌তে পারি না। সুদে আসলে আমার অংশে প্রায় ৫০০০৲ টাকা হ'তে চ'ল্ল।

মানদা। কিন্তু মেয়েরও ত একটা বিয়ে দিতে হয়।

দেবেন্দ্র। কেন যে হয় তা ত জানি না। ছেলের চেয়ে কি মেয়ে বড় হ'ল?

মানদা। আমার কাছে তারা দুই সমান।

দেবেন্দ্র। তবে? আমার দু'টি ছেলে, তার একটি অর্থাভাবে অভিমানে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল, আর একটিকে মাইনে না দিতে পেরে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি।

মানদা। তবু তারা এক রকম ক'রে খাবে। কিন্তু মেয়ে!—

দেবেন্দ্র। ওঃ! গৃহিণী তুমি বল্‌ছো ঠিক কথা, কিন্তু এটির পরে আবার আর একটি। যাও গৃহিণী, ভিতরে যাও। কন্যার

বিবাহ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যত উদাসীন ভাব্‌ছো, আমি তত উদাসীন নই। যাও।

[মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সকালে রৌদ্রের নীচে ঐ গাছের পাতাগুলো নড়্‌ছে।—আমি যদি ঐ গাছটাও হ'তাম—সুখে শীতের রৌদ্রে গা ঢেলে দিতাম। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হ'ত না।—বিয়ে করেছিলাম—আচ্ছা গরীবের ঘরে সন্তান হয় কেন—সব ভুল!—কে! সদানন্দ!

সদানন্দের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। এসো ভাই।

সদানন্দ। তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

দেবেন্দ্র। অসুখ! [ইতস্ততঃ করিয়া] না!

সদানন্দ। না—খুলে আমায় বল না!

দেবেন্দ্র। কিছু না।—সদানন্দ! তুমি ছেলেবেলা গান গাইতে!

সদানন্দ। এখনও গাই, তবে সে সব গান আর গাই না।

দেবেন্দ্র। তবে?

সদানন্দ। প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর ভাল লাগে না। অন্য গান গাই।

দেবেন্দ্র। তাই গাও একটা।

সদানন্দ। বেশ।

দেবেন্দ্র। [হাসিয়া] তোমার গান আর আজ কেউ শুন্‌বে না।

সদানন্দ। শুনতেই হবে। শুন্‌ছো, আমি একটা যাত্রার দল কচ্ছি, জানো?

দেবেন্দ্র। সত্য নাকি? সং সাজ্‌বে কে?

সদানন্দ। তার লোকের অভাব হবে না।—দেখ দেবেন্দ্র! আমি আজ যাই।

দেবেন্দ্র। কেন?

সদানন্দ। বিশেষ দরকার আছে। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একবার তোমায় দেখে গেলাম। কাল আস্‌বো।

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ আমার অকৃত্রিম বন্ধু! যদি ওর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত! না—সমাজের কাছে ও যে পরম অপরাধী। বিলেত ফেরত! চুরি কর, জাল কর, বেশ্যা রাখ—সমাজ সব সৈবে; কিন্তু বিলেত যাত্রা অমার্জ্জনীয়। যাক্! মেয়ের বিয়ের জন্য আমার কয়দিন নিদ্রা হয় নি। শরীর—

[নেপথ্যে]। দেবেন্দ্রবাবু বাড়ী আছেন?

দেবেন্দ্র। আছি আসুন।

হরি, নবীন, শঙ্কর ও বিনোদের প্রবেশ।

নবীন। বেশ বাড়ীটি।

শঙ্কর। পৈতৃক বাড়ী কি না? জমিদারি কায়দা।

হরি। একটু পুরোণো।

নবীন। তাহ'লে কি হয়? খাসা বাড়ী!

হরি। একটু ছোট।

নবীন। কিন্তু কি হাওয়া; যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। চন্দ্রকান্ত বাবু যা ক'রে গিয়েছেন—চরম!

বিনোদ। ৫০০০৲ টাকা ধার ক'রে তিনখানা গ্রাম কিনে ফেল্লেন। বৈষয়িক বুদ্ধি খুব!

হরি। তবে বিষয় ভাগটা উচিত হয়নি। তা ব'লতেই হবে।

দেবেন্দ্র। তিনি যা ক'রেছেন, বেশ বিবেচনা ক'রেই করেছেন। তাতে আমার নিজের কোন দুঃখ নাই জান্‌বেন।

হরি। তা বটে। তবে কি না যদি এই ধারটা না রেখে যেতেন।

নবীন। হাঁ দেবেন্দ্র! সে ধারটার কি কিনারা কর্লে? যজ্ঞেশ্বর-বাবু ত আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারেন না।

দেবেন্দ্র। এখনও কিনারা ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

শঙ্কর। যজ্ঞেশ্বরবাবু নালিশ ক'র্ত্তে চান না। তবে কি করেন তিন বৎসর হ'য়ে গেল,—সুদও বেড়ে যাচ্ছে। আর ৫০০০৲ টাকা ছেড়েই বা দেন কেমন ক'রে।

দেবেন্দ্র। তা ত বটেই।

নবীন। ও ল্যাঠা চুকিয়ে দিন দেবেন্দ্রবাবু। নালিশ কর্লে ত দিতেই হবে। তার উপর ডিক্রির খর্‌চা।

দেবেন্দ্র। তা ত দেখ্‌ছি। কিন্তু দেই কোথা থেকে! কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। বৈঠকখানা বাড়ীটা ও আসবাবপত্র বিক্রয় কর্ত্তে হবে আর কি! তবে মায়া হয়। পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু—

হরি। শুনুন, আমি একটা প্রস্তাব করি। আপনার শুধু এ খরচ নয়, মেয়ের বিয়েরও ত একটা প্রকাণ্ড খরচ সম্মুখে র'য়েছে!

দেবেন্দ্র। তা ত র'য়েছেই।

হরি। যদি এক ঢিলে দু'টো পাখী মার্ত্তে পারেন মন্দ কি? আমি ব'ল্‌ছিলাম কি—[কাসিয়া] যদি—শুনুন—অর্থাৎ—

কেদারের প্রবেশ।

শঙ্কর। এই যে কেদারবাবু—

কেদার। বেটা ছিনে জোঁক। এক পয়সা ছাড়্‌বে না। বেটা—অধম। আর কি ব'লব? তার উপর—গোদের উপর বিষফোড়া। বেটার কি আস্পর্দ্ধা! বেটা বলে কি?—লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড—উঃ! বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন? কেবল সেই দুঃখ হ'চ্ছে।

দেবেন্দ্র। অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন কেদার?

কেদার। উত্তেজিত! বেটার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,—মর্‌তে ব'সেছে;—হতভাগা, পাজী, নচ্ছার! বেটা বলে কি—যদি তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, সে না হয় ধারটা ছেড়ে দিতে পারে। আস্পর্দ্ধা! আমি বেটাকে দু'ঘা দিয়ে এলাম না কেন, শুধু এই দুঃখ হ'চ্ছে। বড় মনস্তাপ হচ্ছে; উঃ! বড় মনস্তাপ—বেটা—মুদ্দফরাস, চণ্ডাল-হাড়ি-ডোম!—

হরি। কেন কেদারবাবু! একজন ভদ্রলোককে মিছামিছি গালা-গালি দেন?

কেদার। গালাগালি কেন দিই? কেন যে দিই, সেটা আমি নিজেই জানি না,—তবে দিই। দেওয়াই আমার স্বভাব। আমার স্বভাব পাজীকে পাজী বলা।

নবীন। কিন্তু কেদারবাবু—

কেদার। চোপ্ রও। যত সব খোসামুদের দল! পয়জারের

পাঝাড়া! যাও না তার পায়ের তলায় লেজ নাড়ো গিয়ে। এখানে এসেছো কি ক'র্ত্তে? দেবেন্দ্র! এদের তাড়িয়ে দাও। এরা কোন শয়তানী মৎলব ক'রে এসেছে নিশ্চয়। তাড়িয়ে দাও!

দেবেন্দ্র। সে কি কেদার! ভদ্রলোক—

কেদার। ভদ্রলোক!—এরা!—ফর্সা একখানা কাপড় পর্‌লেই বুঝি ভদ্রলোক হয়? এদের তাড়িয়ে দাও।

দেবেন্দ্র। কেদার!

কেদার। বেশ, তবে আমি চ'ল্লাম। তোমার সঙ্গে তবে আমার এই শেষ।—বেশ।   [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! চলে গিয়েছে। মহাশয়গণ!

নবীন। আমরা কিছু মনে করিনি, ও উন্মাদ, ওর কথা আমরা ধরিনে।

হরি। দেখুন দেবেন্দ্রবাবু, আমিও ঐ প্রস্তাব ক'র্ত্তে যাচ্ছিলাম।

দেবেন্দ্র। কি প্রস্তাব?

হরি। ঐ কেদারবাবু যা বল্লেন। দেখুন, আপনার এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়। এদিকে—আপনার কন্যার বিবাহ, ওদিকে—ধার।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌বো।

শঙ্কর। হাঁ দেখ্‌বেন। এমন সুযোগ জীবনের মধ্যে দুই একবার মাত্র হয়।

হরি। তবে আমরা উঠি। কবে ব'ল্‌বেন?

দেবেন্দ্র। কাল।

হরি। বেশ, ভাল কথা, তবে চল।

নবীন। চল।   [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। তাইত! বড় সমস্যার মধ্যে ফেল্লে। বিয়ে—বড্ড বুড়ো।—কি কর্ব্ব? তদ্ভিন্ন উপায় কি?—না, বড্ড বুড়ো, তার উপর মহা পাষণ্ড। মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিতে পারিনে। এই যে দাদা।

উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। হাঁ দেবেন! তোমাদের খবর নিতে এলাম। সব ভাল আছ তো?

দেবেন্দ্র। হাঁ দাদা! শারীরিক একরকম ভালোই আছি, কিন্তু মানসিক কষ্টে আছি। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট—

উপেন্দ্র। সে ত আছেই। সংসারে কেবল দুঃখ। সুখ নাই। শাস্ত্রকারেরা ব'লেছেন যে, এ সংসার মায়া। কিন্তু এ মায়াবন্ধন ছিন্ন ক'রে যাওয়াও শক্ত। বুদ্ধদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর মনের অসীম বল ছিল। কিন্তু আমরা পাপী, পারি না। সংসারের চিন্তা থেকে যত পার আপনাকে বিচ্ছিন্ন রেখো। তুমি আমার ছোট ভাইটি, তাই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। ভেবো না।

দেবেন্দ্র। কিন্তু না ভেবেও যে পারি না। ছেলেপিলেগুলোকে ত গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে পারি না। তার উপর আবার—

উপেন্দ্র। ঐ ত দেবেন্দ্র! তাই ত বলি শ্রীকৃষ্ণের করুণা বিনা জীবের গতি নাই। রাধেকৃষ্ণ!

দেবেন্দ্র। বড় ছেলেটা বিগ্‌ড়ে গেল। ছোট ছেলেটাও কুষ্মাণ্ড হ'য়ে দাঁড়ালো। এক মেয়ের বিয়ে দিলাম। বিধবা হ'ল। আর এক মেয়ের ত কোন কিনারাই কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

উপেন্দ্র। সংসারের নিয়ম। কি ক'র্ব্বে বল ভাই?

দেবেন্দ্র। এদিকে সংসারের নিত্য খরচ—

উপেন্দ্র। তাও বটে। সংসারে খরচ না ক'রেও উপায় নেই। দাম না দিলে কেউ কিছু দিতে চায় না! নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ এই যে চাউল—তাও কিন্তে গেলে দাম চায়! কি ক'র্ব্বে বল? খরচ—নিত্য খরচ। নারায়ণ! গোবিন্দ!

দেবেন্দ্র। দাদা, আমাদের পৈতৃক ঋণটা তুমি শোধ দেবে? আমার অংশ আমি ক্রমে দেবো। আমি আগে এ দিকটা গুছিয়ে নেই। আমার দেয় ৫০০০৲ টাকা, যদি তুমি দাও।—

উপেন্দ্র। ৫০০০৲ টাকা! দেবেন্দ্র, ৫০০০৲ টাকা নীচের দিকে তাকিয়ে একটা তুড়ি দিলেই পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্র। যায় না ব'লেই ত তোমার কাছে চাচ্ছি। আগে আমি এ কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হই, তারপরে—

উপেন্দ্র। দেখ দেবেন্দ্র, তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দাও। সে হয়ত সুদ মায় আসল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবে 'খনি। আমি অনুরোধ কর্ব্ব। তুমি আমার ছোট ভাইটি, নৈলে—হরে মুরারে।

দেবেন্দ্র। দাদা! কি বল্‌ছো?

উপেন্দ্র। নৈলে উপায় কি বল? ওর অগাধ সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। কিন্তু ওর আর কত দিন?

উপেন্দ্র। তারপর সব তোমার মেয়ের। তোমার আর কোন চিন্তা থাক্‌বে না। দেবেন্দ্র! বোঝো। ছোট ভাইটি আমার! তোমার নিতান্ত মঙ্গল কামনাতেই আমি এ উপদেশ দিচ্ছি। গোপাল! গোবিন্দ! ভেবে

দেখ, এমন সুবিধা সচরাচর ঘটে না। তার অতুল সম্পত্তি—সব তোমার।—কেশব! মধুসূদন!

দেবেন্দ্র। [চিন্তিতভাবে] হুঁ।

উপেন্দ্র। ভেবে দেখো। আমি আজ উঠি; দেখ দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীর ধারে জঙ্গল হ'য়েছে, কাটিও, নৈলে অসুখ ক'র্ব্বে। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই ব'লেই তোমায় এই উপদেশ দিচ্ছি। [ফিরিয়া] দেখ, তোমার যখন যা দরকার হবে আমায় জানিও। ছোট ভাইটি আমার! দেখ না, আমি প্রায়ই এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাই। জয় রাধেকৃষ্ণ! [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। তোমার অসীম অনুগ্রহ দাদা! মুখের হাসিটি ব্যয় কর্ত্তে তোমায় কখন কাতর দেখি নি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে] তাইই সংসারে ক'জন করে?

বরেন্দ্রের প্রবেশ।

বরেন্দ্র। বাবা! মা ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি-যা।

[বরেন্দ্রের প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। মেয়ে জবাই ক'র্ব্ব। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি। তারপর মেয়ের কপালে যা আছে, তাই হবে।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। বাবা! মা একবার ভিতরে ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। তাঁকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

[সুশীলার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সমাজ! এমনি নিয়ম করেছো, যে, কন্যা গৃহের

অভিশাপস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদায় কর্ত্তে পার্লে বাঁচি। তাই মাতা কন্যা প্রসবে লজ্জিতা হয়—পিতার মুখ কালীবর্ণ হ'য়ে যায়। যাক্। আর ভাব্‌বো না। ঐ রাস্তার কুকুরটাও যদি হ'তাম! মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হোত না—চোখে জল আস্‌ছে।

মানদার প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। [গাঢ়স্বরে] গৃহিণী! ঠিক্ করেছি।

মানদা। কি?

দেবেন্দ্র। জবাই কর্ব্ব?

মানদা। কাকে?

দেবেন্দ্র। সুশীলাকে!

মানদা। সে কি?

দেবেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দেবো।

মানদা। সে কি? সে যে বুড়ো! একেবারে বুড়ো। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

দেবেন্দ্র। এককাল ত' আছে? সেই এককালের সঙ্গেই বিয়ে দেবো।

মানদা। কেন,—চন্দ্রবাবুর ছেলের সঙ্গে?

দেবেন্দ্র। সে পাঁচ হাজার টাকা চায়।

মানদা। যোগাড় কর।

দেবেন্দ্র। কোথা থেকে গৃহিণী!

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। ব্যস্। জলের মত সোজা হ'য়ে গেল। ধার কর্ব্ব? শোধ দেবে বোধ হয় তুমি?

মানদা। তা সে একরকম ক'রে হ'য়ে যাবে 'খনি।

দেবেন্দ্র। সে এক রকমটা কি রকম, সেইটে যদি অনুগ্রহ ক'রে বল, তা'লে আমার ভারি একটা উপকার হয়। আর ধার চাইবই বা কার কাছে ?

মানদা। কেন ? দাদার কাছে ?

দেবেন্দ্র। দাদার কাছে গৃহিণী ? দাদার কাছে!—[ম্লান হাস্য করিলেন।]

মানদা। কেন ? ভাইয়ের বিপদে তিনি রক্ষা কর্ব্বেন না ?

দেবেন্দ্র। এটা কি যুগ মনে আছে গৃহিণী ?

মানদা। একবার চেয়েই দেখনা।

দেবেন্দ্র। চেয়ে দেখেছি। সে অপমানও হ'য়ে গেছে।

মানদা। তবে ?

দেবেন্দ্র। তবে! সম্মুখে তাকাও, পাশে তাকাও, পেছনে তাকাও, এ 'তবে'র উত্তর পাবে না। উঁচুদিকে তাকিয়ে একবার ডেকে দেখ দেখি "ভগবান্ তবে" ? উত্তর নাই। শূন্য পরিত্যক্ত প্রান্তর। খাঁ খাঁ কচ্ছে।

মানদা। তবে এই স্থির ?

দেবেন্দ্র। [প্রায় সরোদনস্বরে] আমরা দু'জনে সুশীলাকে জন্ম দিয়েছি, বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছি, এ সোণার প্রতিমাকে রক্তমাংসে গ'ড়ে তুলেছি। কিসের জন্য গৃহিণী ? সমাজের পায়ে বলি দেবার জন্যই নয় কি ? এখন এসো। তুমি ধর তার পায়ের দিকে, আমি ধরি তার মাথার দিকে। ক'সে ধর। আর যজ্ঞেশ্বর বসাক্ কোপ। তারপর ? তারপর ঐ রক্তরাক্ষস সমাজের মুখে ছড়িয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুর-কক্ষ।　কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

বিনয় ও সুশীলা।

বিনয়। সুশীলা! তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে?

[সুশীলা মুখ নত করিয়া পদনখ দ্বারা ভূমি-খনন করিতে লাগিলেন।]

বিনয়। তোমাকে দেখে গিয়েছে?

সুশীলা। [নতমুখে] হাঁ।

বিনয়। তবে সব ঠিক?

সুশীলা। জানি না।

বিনয়। তুমি বিবাহ কর্ব্বে?

সুশীলা। জানি না।

বিনয়। তোমার বিবাহ তুমি জানো না?

[সুশীলা মুখ উঠাইলেন। বিনয় দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত।] সুশীলা সহসা কহিলেন,—"বিনয়!"

বিনয়। কি সুশীলা!

সুশীলা। বিনয়!

বিনয়। কি সুশীলা? বল—চুপ করে' রৈলে যে!

সুশীলা। বিনয়! তুমি আমায় এখনও ভালোবাসো?

বিনয়। ভালোবাসি?—সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ সুশীলা?—তা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারো। আমি কখন মুখ ফুটে সে কথা বলিনি। কথাটি বল্‌বার জন্য আমার আপাদমস্তক তপ্ত রক্তস্রোত ব'য়ে গিয়েছে। বাক্য

উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছে, তবু বলিনি।

সুশীলা। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো ?

বিনয়। জানো না কি ? বুঝ্‌তে পারো নি ? মুখ ফুটে বলিনি। তবু আমার চাহনিতে, আমার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়, বুঝ্‌তে পারো নি কি ?

সুশীলা। মুখ ফুটে বলনি কেন ?

বিনয়। তোমারই মঙ্গলের জন্য। কারণ, আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না।

সুশীলা। পারে না কেন ?

বিনয়। তোমার বাবা দিবেন না। কারণ জানো ? কারণ, আমি বিলাত ফেরত।

সুশীলা। আর বাবার অমতে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি ?

বিনয়। সে কি ? আমার জন্য তুমি কর্ত্তব্যপথ ছাড়্‌বে ? না সুশীলা, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তুমি দায়ী নও। আমি আর এখন শিশুটি নই। আমার নিজের একটা সত্ত্বা আছে। যদি বাবার ইচ্ছা ছিল, যে আমায় একটা যে সে খোঁয়াড়ে বেঁধে রেখে আস্‌বেন তার সময় ছিল। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এখন আমি ভাব্‌তে শিখেছি। এখন তিনি যা খুসী তা কর্ত্তে পারেন না।

বিনয়। তোমার পিতার প্রতি তোমার কি একটা কর্ত্তব্য নাই ?

সুশীলা। পিতারও কি সন্তানের প্রতি একটা কর্ত্তব্য নাই ?

বিনয়। তোমার বাবা যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য কর্চ্ছেন।

সুশীলা। এ কথা বেশ ধীর, প্রশান্ত, স্থিরভাবে বল্‌তে পাচ্ছ বিনয়? একজন ষাট বৎসর বয়সের বুড়ো! তিনি যে একজন লম্পটের হাতে আমায় সঁপে দিতে বসেছেন, কিসের জন্য? সমাজের জন্য; অর্থের জন্য; আমার সুখের জন্য নয়।

বিনয়। তাই যদি হয়, তোমার পিতার ইচ্ছার পায়ে আপনাকে বলি দিতে পারো না কি?

সুশীলা। কেন দিতে যাবো?

বিনয়। উৎসর্গ।

সুশীলা। আমি এ অন্যায় রকমে আমাকে উৎসর্গ কর্ত্তে চাই না,—পারি না। আমি পিতাকে, সমাজকে, ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য নিজের প্রতি এতটা অবিচার ক'র্ত্তে পারি না। উৎসর্গ বল্‌ছো বিনয়! একে উৎসর্গ বল? একটা হিতের জন্য আপনাকে বলি দেওয়ার নাম উৎসর্গ? একটা হিংস্র পশুর—এই সমাজের,—উদর পূর্ণ কর্ত্তে যাওয়ার নাম উৎসর্গ নয়। এ আত্মহত্যা। আমি রাজি নই। বিনয়! বল, আমি যদি আমার পিতার অমতে তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। না সুশীলা, তোমার পিতার অমতে আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না। আমার প্রবৃত্তি যে কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠ্‌বে, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। তবে বল আমায় ভালোবাসো না?

বিনয়। ভালোবাসি বলেই বল্‌ছি। তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও আমার ভয় হয়, পাছে আমার হাতের ধূলা সেখানে লাগে। তোমার মুখপানে চেয়ে দেখি, আর আমার এক পা অগ্রসর হ'তে ভয় হয়, পাছে সে রূপের পবিত্র মন্দির কলুষিত ক'রে ফেলি।

শুদ্ধ নিশীথে আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবি, আর স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের বিবাহ অসম্ভব।

সুশীলা। তবে আমাদের মধ্যে এই শেষ দেখা।

বিনয়। [চিন্তা করিয়া] তাই হোক্।—এ শাস্তি—বড় কঠোর শাস্তি। তোমায় না দেখ্‌তে পেলে, পৃথিবী শূন্য বোধ হবে, আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য—আমাদের আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর। আমি তাতে এসে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াবো না। তোমার কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার করে' দিচ্ছি। তবে বিদায় সুশীলা।

[প্রস্থান।

সুশীলা। [ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া] তুমিও এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছ। বেশ! আমি বিবাহই কর্ব্বো না। বিবাহ—এই নির্ম্মম পুরুষের সংসর্গে আসাই অন্যায়। একে ভালোবাস্‌তে হবে! এর দাসীত্ব কর্ত্তে হ[illegible] [illegible]মায় ত্রাণ করেছ বিনয়! সত্যই আমায় পরিষ্কার করে' দিলে। [illegible]ন বিবাহই কর্ব্বো না।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। সুশীলা!

সুশীলা। কে—দিদি!

বিনোদ। কিছু বুঝ্‌তে পার্লে না।

সুশীলা। কি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না?

বিনোদ। এই মহৎ হৃদয়।

সুশীলা । মহৎ হৃদয় !

বিনোদ । কি বিনয় ! কি উৎসর্গ !—কি দৃঢ়তা ! কিছু বুঝ্‌তে পার্লে না !—এত শিশু নও তুমি । ভগবান্ ! পুরুষ এত উচ্চে উঠ্‌তে পারে ! আর আমরা নারী—শুধু বিস্মিত-নেত্রে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকি । এদের পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও সমান নই ।

সুশীলা । কেন দিদি ?

বিনোদ । বুঝ্‌তে পার্লে না যে, বিনয় তোমায় কত ভালোবাসে । বুঝ্‌তে পার্লে না যে, স্বর্গ হাতে পেয়েও, সে তা ধূলিমুষ্টির মত ছুঁড়ে ফেলে দিল—কর্ত্তব্যের খাতিরে—তোমার পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের খাতিরে—যা তুমি বুঝ্‌লে না ।

সুশীলা । আমার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য আমি জানি । কারো বোঝাবার দরকার নাই ।

বিনোদ । কিছু জানো না । কিছু বোঝো না । ইংরাজি শিক্ষা তোমায় শুধু অহঙ্কার শিখিয়েছে । আর কিছু শেখাতে পারে নি ।

সুশীলা । দিদি ! তোমার বক্তৃতা শুন্তে চাই না ।—যাও ।

বিনোদ । বাবা কি তোমায় কম ভালোবাসেন ভাবো ? তিনি তোমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন ;—আর তাঁর পরম সুখ হচ্ছে মনে কর ? তাঁর বিশাল হৃদয়ে সন্তানের জন্য কত ব্যথা, কত চিন্তা, কত বেদনা, তুমি কি বুঝ্‌বে ?

সুশীলা । যা বোঝো তুমি ।

বিনোদ । হাঁ আমি বুঝি । আমি দেখেছি, কত দীর্ঘ নিশীথ চক্ষে তিনি চেয়ে আছেন । আমি শিওরে বসে' বাতাস আমি স্বহস্তে তাঁর জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধে দিয়েছি ; গ্রাস

উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছে, তবু বলিনি।

সুশীলা। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো?

বিনয়। জানো না কি? বুঝ্‌তে পারো নি? মুখ ফুটে বলিনি। তবু আমার চাহনিতে, আমার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়, বুঝ্‌তে পারো নি কি?

সুশীলা। মুখ ফুটে বলনি কেন?

বিনয়। তোমারই মঙ্গলের জন্য। কারণ, আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না।

সুশীলা। পারে না কেন?

বিনয়। তোমার বাবা দিবেন না। কারণ জানো? কারণ, আমি বিলাত ফেরত।

সুশীলা। আর বাবার অমতে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। সে কি? আমার জন্য তুমি কর্ত্তব্যপথ ছাড়্‌বে? না সুশীলা, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তুমি দায়ী নও। আমি আর এখন শিশুটি নই। আমার নিজের একটা সত্বা আছে। যদি বাবার ইচ্ছা ছিল, যে আমায় একটা যে সে খোঁয়াড়ে বেঁধে রেখে আস্‌বেন তার সময় ছিল। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এখন আমি ভাব্‌তে শিখেছি। এখন তিনি যা খুসী তা কর্ত্তে পারেন না।

বিনয়। তোমার পিতার প্রতি তোমার কি একটা কর্ত্তব্য নাই?

সুশীলা। পিতারও কি সন্তানের প্রতি একটা কর্ত্তব্য নাই?

বিনয়। তোমার বাবা যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য কর্চ্ছেন।

সুশীলা। এ কথা বেশ ধীর, প্রশান্ত, স্থিরভাবে বল্‌তে পাচ্ছ বিনয়? একজন ষাট বৎসর বয়সের বুড়ো! তিনি যে একজন লম্পটের হাতে আমায় সঁপে দিতে বসেছেন, কিসের জন্য? সমাজের জন্য; অর্থের জন্য; আমার সুখের জন্য নয়।

বিনয়। তাই যদি হয়, তোমার পিতার ইচ্ছার পায়ে আপনাকে বলি দিতে পারো না কি?

সুশীলা। কেন দিতে যাবো?

বিনয়। উৎসর্গ।

সুশীলা। আমি এ অন্যায় রকমে আমাকে উৎসর্গ কর্ত্তে চাই না,—পারি না। আমি পিতাকে, সমাজকে, ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য নিজের প্রতি এতটা অবিচার ক'র্ত্তে পারি না। উৎসর্গ বল্‌ছো বিনয়! একে উৎসর্গ বল? একটা হিতের জন্য আপনাকে বলি দেওয়ার নাম উৎসর্গ? একটা হিংস্র পশুর—এই সমাজের—উদর পূর্ণ কর্ত্তে যাওয়ার নাম উৎসর্গ নয়। এ আত্মহত্যা। আমি রাজি নই। বিনয়! বল, আমি যদি আমার পিতার অমতে তোমাকে বিবাহ করি?

বিনয়। না সুশীলা, তোমার পিতার অমতে আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না। আমার প্রবৃত্তি যে কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠ্‌বে, তা হ'তে পারে না।

সুশীলা। তবে বল আমায় ভালোবাসো না?

বিনয়। ভালোবাসি বলেই বল্‌ছি। তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও আমার ভয় হয়, পাছে আমার হাতের ধূলা সেখানে লাগে। তোমার মুখপানে চেয়ে দেখি, আর আমার এক পা অগ্রসর হ'তে ভয় হয়, পাছে সে রূপের পবিত্র মন্দির কলুষিত ক'রে ফেলি।

শুদ্ধ নিশীথে আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবি, আর স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের বিবাহ অসম্ভব।

সুশীলা। তবে আমাদের মধ্যে এই শেষ দেখা।

বিনয়। [চিন্তা করিয়া] তাই হোক্।—এ শাস্তি—বড় কঠোর শাস্তি। তোমায় না দেখ্‌তে পেলে, পৃথিবী শূন্য বোধ হবে, আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য—আমাদের আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর। আমি তাতে এসে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াবো না। তোমার কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার করে' দিচ্ছি। তবে বিদায় সুশীলা।

[প্রস্থান।

সুশীলা। [ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া] তুমিও এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছ। বেশ! আমি বিবাহই কর্ব্বো না। বিবাহ—এই নির্ম্মম পুরুষের সংসর্গে আসাই অন্যায়। একে ভালোবাস্‌তে হবে! এর দাসীত্ব কর্ত্তে হবে!—আমায় ত্রাণ করেছ বিনয়! সত্যই আমায় পরিষ্কার করে' দিলে। আমি বিবাহই কর্ব্বো না।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। সুশীলা!

সুশীলা। কে—দিদি!

বিনোদ। কিছু বুঝ্‌তে পার্লে না।

সুশীলা। কি বুঝ্‌তে পার্লাম না?

বিনোদ। এই মহৎ হৃদয়।

সুশীলা। কার?

বিনোদ। বিনয়ের।

সুশীলা। মহৎ হৃদয়!

বিনোদ। কি বিনয়! কি উৎসর্গ!—কি দৃঢ়তা! কিছু বুঝ্‌তে পার্লে না!—এত শিশু নও তুমি। ভগবান্! পুরুষ এত উচ্চে উঠ্‌তে পারে! আর আমরা নারী—শুধু বিস্মিত-নেত্রে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকি। এদের পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও সমান নই।

সুশীলা। কেন দিদি?

বিনোদ। বুঝ্‌তে পার্লে না যে, বিনয় তোমায় কত ভালোবাসে। বুঝ্‌তে পার্লে না যে, স্বর্গ হাতে পেয়েও, সে তা ধূলিমুষ্টির মত ছুঁড়ে ফেলে দিল—কর্ত্তব্যের খাতিরে—তোমার পিতার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের খাতিরে—যা তুমি বুঝ্‌লে না।

সুশীলা। আমার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য আমি জানি। কারো বোঝাবার দরকার নাই।

বিনোদ। কিছু জানো না। কিছু বোঝো না। ইংরাজি শিক্ষা তোমায় শুধু অহঙ্কার শিখিয়েছে। আর কিছু শেখাতে পারে নি।

সুশীলা। দিদি! তোমার বক্তৃতা শুন্তে চাই না।—যাও।

বিনোদ। বাবা কি তোমায় কম ভালোবাসেন ভাবো? তিনি তোমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন;—আর তাঁর পরম সুখ হচ্ছে মনে কর? তাঁর বিশাল হৃদয়ে সন্তানের জন্য কত ব্যথা, কত চিন্তা, কত বেদনা, তুমি কি বুঝ্‌বে?

সুশীলা। যা বোঝো তুমি।

বিনোদ। হাঁ আমি বুঝি। আমি দেখেছি, কত দীর্ঘ নিশীথ নিদ্রাহীন চক্ষে তিনি চেয়ে আছেন। আমি শিওরে বসে' বাতাস করেছি। আমি স্বহস্তে তাঁর জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধে দিয়েছি; গ্রাস

মুখে তুল্‌তে গিয়ে, তা হাত থেকে পড়ে' গিয়েছে। গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে আনমনে আবোল তাবোল বকেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি—তুমি করো নি।

সুশীলা। কেন সেধে তিনি এত কষ্ট ভোগ কচ্ছে'ন ?

বিনোদ। একদিন বুঝ্‌তে পার্ব্বে। আজ পাচ্ছ' না—কারণ, কেবল স্বার্থ তোমায় পূর্ণ করে' রেখেছে, অহঙ্কার তোমায় ছেয়ে রেখেছে। একদিন—যেদিন ত্যাগের সৈন্য এসে এই দুর্গ থেকে,—স্বার্থকে তাড়িয়ে দেবে, আর অহঙ্কারের কুজ্ঝটিকা ঝরে' পড়ে' যাবে—সেইদিন বুঝ্‌বে।

সুশীলা। দিদি ! বাবা জানেন ; তিনি দশজনকে বলেছেন যে, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। সে স্বভাব শোধরাবার বয়স আমার নাই।—আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেব না।—থাকে প্রাণ—যায় প্রাণ।

বিনোদ। তবে আর কি কর্ব্বো বোন্। [প্রস্থান।

সুশীলা। কন্যার একটা পুরুষ জুটিয়ে দিলেই হ'ল। পিঁজ্‌রেয় পুরতেই হবে। ওঃ !—দেখি কার সাধ্য আমায় জোর করে' বিয়ে দেয়।

মানদার প্রবেশ।

মানদা। এই যে সুশীলা !—এখানে একা কি কর্চ্ছিস্ মা ? আয়, হাত ধুয়ে নে। চুল বেঁধে দিই। বর আস্‌ছে।

সুশীলা। বর আস্‌ছে না—যম আস্‌ছে। তার জন্য সাজগোজ কেন মা ? গায়ে কাদা মেখে থাক্‌লে যমে ছাড়ে না।

মানদা। ওসব কি কথা সুশীলা !

সুশীলা। [সহসা] মা ! আমি কি তোমাদের বাড়ীর একটা আপদ্ ?

মানদা। সে কি কথা ?

সুশীলা। নৈলে আমাকে দূর কর্ব্বার জন্য এত আয়োজন কেন ? মা ! বল, আমি নিজেই চলে' যাচ্ছি।

মানদা। সে কি ! মেয়েটার কি একটু বুদ্ধি নাই।

সুশীলা। খুব বুদ্ধি আছে। নৈলে বুঝ্‌লাম কেমন করে' ? কেমন ধরেছি। আশ্চর্য্য হচ্ছ মা ? ধর্লাম কেমন করে' তা বল্‌বো না। কিন্তু ধরেছি [হাস্য, পরে সহসা গম্ভীরভাবে] মা ! কিছুই দরকার নাই [সহসা ভিতরে গিয়া একখানি ছোরা আনিয়া] এই নাও। দাও কোপ। [ঘাড় পাতিয়া] দাও।

মানদা। সে কি মা !

সুশীলা। না, তাই দাও। একেবারে মেরে ফেল। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন !—যারা জাতে কষাই তারাও যে তোমাদের চেয়ে ভালো—একেবারে মেরে ফেলে। গায়ে সূঁচ বিঁধিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে মারে না। মা ! এসব মিছে আয়োজন। আমি এ বিবাহ কর্ব্বো না।

মানদা। কি সব বলছিস্ সুশীলা ?

সুশীলা। হাঁ মা ! আমি তোমাদের যদি বড় বেশী থাচ্ছি, যদি তোমাদের সুখের পথে বড় বেশী বিঘ্ন হ'য়ে আছি, আর কোন ভাবনা নাই, কাল রাত্রিতে আমায় আর দেখ্‌তে পাবে না। কোন ভয় নাই। মা ! বাবাকে বল যে এ বিয়ে আমি কর্ব্বো না। জোর করে' আমার বিয়ে দিতে পার্ব্বেন না। তার আগে—দেখ্‌ছ ত এই ছুরি ? এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দেবো।

মানদা। [হাত ধরিয়া] বালাই ! ও কথা বল্‌তে আছে ?

সুশীলা। মা ! জানি, এ বড় নির্লজ্জার মত আচরণ হ'ল ; কিন্তু

কি কর্ব্বো, আমার যে কেউ নাই। বাবা—যিনি রক্ষক, মা—সব দুঃখ থেকে যাঁর বুকে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিই, ভগ্নী, স্বজন—আজ যে সব বিমুখ। যখন বাহিরে এতগুলো খড়্গ উঠেছে, আমায় বধ কর্ব্বার জন্য—মা গর্দ্দানায় তেল মাখাচ্ছেন,—বাপ বলিদানের মন্ত্র পড়্‌ছেন, তখন আমার নিজের রক্ষার জন্য নিজেই খড়্গ ধর্ত্তে হয়। চেয়ে দেখ মা! শোন—আমি এ বিয়ে কর্ব্বো না, তার আগে আত্মহত্যা কর্ব্বো। [প্রস্থান।

মানদা। সত্যাই মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি। না কাজ নেই। বাবুকে বলিগে। [প্রস্থান।

বরেন্দ্রের প্রবেশ।

বরেন্দ্র। কৈ! দিদি ত এখানে নাই।

কেদারের প্রবেশ।

কেদার। কৈ বরেন!—তোমার বাবা কোথায়?

বরেন্দ্র। বেরিয়েছেন।

কেদার। বেরিয়েছেন কি রকম?—যা ভয় করেছিলাম। এক মিনিটে সব ভেস্তে গেল। কখন বেরিয়েছেন?

বরেন্দ্র। তা ত জানি না।

কেদার। এঃ! কখন আস্‌বেন?

বরেন্দ্র। তাও জানি না।

কেদার। তা জেনেই বা লাভ কি? আমি ত আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বো না? অথচ বিশেষ দরকারী কথা; না ব'ল্লেও নয়। [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভাবিয়া] আঃ! পৃথিবীতে এই ঘটনাগুলো কেন হয়? কেউ বিশেষ দরকারে দেখা কর্ত্তে এলো ত' চাঁদ বেরিয়ে ব'সে আছেন!

এতেই বলতে হয় ঈশ্বর নাই ; আমি বল্লাম ঈশ্বর নাই, প্রমাণ কর। নৈলে এ রকম কথনও হয় ? আমি শ্রীরামপুর থেকে ছুটে আস্ছি, শুদ্ধ এই কথা ব'ল্‌বার জন্য—ত.চাঁদ বেরিয়ে বসে আছেন। [ঘড়ি দেখিয়া] আর অপেক্ষা করা চলে না। বাইশ মিনিট !—তোমার বাবাকে ব'লো, —না, মোকদ্দমার বিষয় তুমি কি বুঝ্‌বে ? না, শোনো—যতখানি মনে রাখ্‌তে পারো তোমার বাবাকে ব'লো। ব'লো যে, আমি সব ঠিক ক'রে এসেছি। করুক বেটা মোকদ্দমা।

বরেন্দ্র। কে ? যজ্ঞেশ্বর বাবু ?

কেদার। এঁ্যা ! জগা আবার বাবু হ'ল কবে থেকে ? বেটা—হাড়ি, ডোম, চামার, মুদ্দফরাস—

বরেন্দ্র। তিনি বোধ হয় আর মোকদ্দমা ক'র্ব্বেন না।

কেদার। ভয় পেয়েছে ! জ্যাক্‌সন্ সাহেবের কাছে গিয়েছি—আর ভয় পেয়েছে ; এখন পথে এসো বাছাধন। নালিশ কর্ব্বে কি চাঁদ ! দলিল প্রমাণ হবে না। বেটা ভয় পেয়েছে।

বরেন্দ্র। আজ্ঞে তা নয় কেদারবাবু ! তাঁর সঙ্গে মেজদি'র বিয়ে।

কেদার। বিয়ে ! কি ! বলি ওহে ! বিয়ে কি রকম !! [ছড়ি রাখিলেন] দস্তুর মত বিয়ে ?

বরেন্দ্র। আজ পাকা দেখা হবে।

কেদার। পাকা দেখা কি রকম ! বলি—ওহে—পাকা দেখাটা কি রকম ? যাক্ ট্রেণটা গেল। যাক্।—এ কি রকম ? কথাবার্ত্তা নাই, মেয়ে দেখা, পছন্দ, পাকা দেখা—এক নিঃশ্বাসে ! আমি জান্তেও পারিনি ! পাকা দেখা—কবে ?

বরেন্দ্র। আজ।

কেদার। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] বেশ! এ বিয়ে হবে না। আমি এখানে আজ খাবো। ব'লে দিও। যা আছে—বেশী উদ্যোগ ক'রো না। সুশীলা কোথায়?

বরেন্দ্র। দেখ্‌ছিনে।

কেদার। তার এ বিয়েতে মত নাই কি?

বরেন্দ্র। তা কি জানি।

কেদার। তার মত থাক্‌লেই বা কি?—এই যে মা!

সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।

কেদার। তোমার নাকি বিয়ে? [সুশীলা নীরবে দরজা ধরিয়া কেদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।]

কেদার। এ বিয়ে হচ্ছে না। আমি কোন মতেই হ'তে দিচ্ছি না। —তোমার এ বিয়েতে মত নাই ত মা?

[সুশীলা নীরব রহিলেন।]

কেদার। বুঝেছি। বরেন্দ্র! এ বিয়ে হবে না। সুশীলা—মা! তোমার বাবাকে ব'লো, যে তিনি যদি তোমাকে খেতে দিতে না পারেন, আমি দেবো। আমার মা নেই। তুমি আমার মা হবে। চল মা আমার বাড়ী চল।

[সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

কেদার। কেঁদ না মা! এ বিয়ে ত হবে না। বরেন্দ্র! কাগজ কলম নিয়ে এসো। যাও।

[বরেন্দ্র চলিয়া গেলেন]

কেদার হাসিলেন, পরে মাথা নাড়িলেন, পরে কহিলেন—"বুঝেছি

দেবেন! সব বুঝেছি। আমার অবস্থা তুমি লও, ও তোমার অবস্থাটা আমায় দাও দেখি। কি কর্ত্তে হয় একবার বেটা সমাজকে দেখিয়ে দিই। বেটা কষাই, মুদ্দফরাস—মাফ কোরো মা! তোমার সম্মুখে গালাগাল দিয়ে ফেল্লাম। কিন্তু বড় দুঃখে ব'লে ফেলেছি। না, লেডির সম্মুখে বলাটা ঠিক হয় নি। না, সমাজ বেশ সাধু—বড় ভালো; সেই পুরাতন আর্য্য-ঋষিদের সমাজ—কখন খারাপ হ'তে পারে!

[কাগজ কলম লইয়া বরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।]

কেদার। এনেছো? দাও।—না—তুমিই লেখো।

বরেন্দ্র। কি লিখ্‌বো?

কেদার। লেখো—"এ বিয়ে হবে না।" লিখে রাখো, পরে সকলকে দেখিও। মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছ কি? লেখো।

[বরেন্দ্র লিখিলেন।]

কেদার। কি লিখ্‌লে দেখি। [কাগজ লইয়া] "এ বিয়ে হবে না"। দেখি—কলমটা দেখি। [কলম লইয়া] এই আমার দস্তখৎ—"শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য"। [সঙ্গে সঙ্গে দস্তখৎ।] ব্যস্‌, কাগজখানা রেখে দিও। পরে সকলকে দেখিও। দস্তখৎ করেছি। আর কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই মা!—দস্তখৎ করেছি। নিশ্চিন্ত থাক।

বরেন্দ্র। [হাসিয়া] আচ্ছা লোক যা হোক্‌। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।
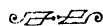
স্থান—দেবেন্দ্রের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রাহ্ন।

উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, সদানন্দ ও উপেন্দ্রের ভক্তবৃন্দ।

উপেন্দ্র। তবে আর কি দেবেন্দ্র! আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেল।—শুভস্য শীঘ্রম্।

হরি। হাঁ শীঘ্রম্। কি বল নবীন?

নবীন। প্রভু ব'লেছেন।

শঙ্কর। কি ভাব্‌ছেন দেবেন্দ্রবাবু?

দেবেন্দ্র। না ভাব্‌ছি না কিছু। ঐ বাড়ীর ভিতরে কেউ কাঁদ্‌ছে না?

উপেন্দ্র। কৈ—না।

হরি। দেবেন্দ্রবাবু! আপনার কন্যা অনেক শিবপূজা ক'রে এহেন বর লাভ করেছেন।

শঙ্কর। কুবেরের মত সম্পত্তি।

নবীন। ও—হো।

বিনোদ। বয়সের জন্য ভাব্‌বেন না।

হরি। চুলে কলপ দিয়ে নিলে কে বল্‌বে বয়স বছর পঁচিশের বেশী?

সদানন্দ। নল্‌চে আর খোল দু'টিই বদ্‌লাতে হবে।

শঙ্কর। কি ভাব্‌ছেন দেবেন্দ্রবাবু? আর বিলম্ব কি?

দেবেন্দ্র। না—এই—তবে—আশীর্ব্বাদ করি সদানন্দ?

সদানন্দ। তোমার ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! তুমি মন খুলে এ কাজ কর্ত্তে না বল্লে, আমি

এ কাজ ক'র্ত্তে পারি না। তুমি বল ভাই! আমি তাহ'লে স্বচ্ছন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ করি।

উপেন্দ্র। আমি বল্‌ছি।

নবীন। প্রভু বল্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। না, তুমি বল।

সদানন্দ। আমি কি বল্‌বো? তোমার জামাই, তোমার মেয়ে।

দেবেন্দ্র। তবু একটা শুভকার্য্য কর্ত্তে যাচ্ছি; তুমি হৃষ্টমনে প্রসন্ন-মুখে সম্মতি না দিলে, মনে কেমন একটা খট্‌কা থেকে যায়। তুমি মন খুলে বল। আশীর্ব্বাদ করি? সদানন্দ! তুমি আমার শৈশবের বন্ধু। এ সময়ে নীরব! এ শুভকার্য্যে তোমার মুখে হাসি নাই দেখে আমি এ কাজে হাত দিতে পারি না।—বল ভাই!

সদানন্দ। যদি বল্‌তে বল—তবে বলি। তোমার মেয়ের এ বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়াও ভাল।

হরি ও শঙ্কর। কেন সদানন্দবাবু?

উপেন্দ্র। আমি বল্‌ছি দেবেন্দ্র! আমার চেয়ে সদানন্দের কথা বড় হ'ল? আমি তোমার সহোদর, আমি বল্‌ছি।

নবীন। প্রভু ব'ল্‌ছেন।

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু! আপনি কেন বল্‌ছেন জানি না। কিন্তু আপনার স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়ে বোধ হচ্ছে যেন একটা কুটিল কটাক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনার স্বরে একখানা ছোরা শানাচ্ছে—সেটা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, তবে কাকে জবাই কর্‌বেন,—সেইটে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। নিজের ভাইঝিকে কি? সেইটে কল্পনায় আন্‌তে পার্চ্ছি না।

হরি। আপনি বলেন কি সদানন্দবাবু! আপনি মহর্ষিকে এ কথা বল্‌ছেন!

সদানন্দ। তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার বিবেচনা করি না। তোমরা ক্ষুদ্রজীব। কিন্তু আপনি—উপেন্দ্রবাবু! আপনি—ভণ্ড। দুঃখের বিষয়—অন্য একটা লাগ্‌সৈ ভদ্র গা'ল খুঁজে পেলাম না।

নবীন। মহাপ্রভুকে—

উপেন্দ্র। চুপ্ কর নবীন। সদানন্দবাবু! আমায় যদি দশজনে ভক্তি করে, সে দোষ কি আমার? বৃক্ষের পরিণতি ফলে। যদি দশজনে সেই ফল খেয়ে বৃক্ষকে প্রশংসা করে, সে দোষ কি বৃক্ষের?

সদানন্দ। উপেন্দ্রবাবু। মাফ কর্ব্বেন, আপনাকে গালি দিয়েছি। কারণ, আপনি যাই হোন—দেবেন্দ্রের ভাই। আমি কখন আপনাকে পূর্ব্বে গালি দিই নাই। যাক্ দেবেন্দ্র! এ বিবাহে তোমার কন্যার মত আছে?

দেবেন্দ্র। জানি না।

উপেন্দ্র। মেয়ের আবার মত?

নবীন। প্রভু ব'লেছেন।

[সদানন্দ উপেন্দ্রের প্রতি একবার শুদ্ধ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। পরে কহিলেন] সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল না দেবেন্দ্র! যদি বালিকা বয়সে তার বিবাহ দিতে। কিন্তু যখন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাকে অবিবাহিত অবস্থায় রেখেছো, তাকে শিক্ষা দিয়েছো, তখন অন্ততঃ তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার মতকে অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারো না।

যজ্ঞেশ্বর। দেখুন সদানন্দবাবু! এ শুভকার্য্যে আপনি কেন বাধা দেন? দেবেন্দ্রবাবু! আমি আসল মায় সুদ ছেড়ে দিচ্ছি।

সদানন্দ। কন্যার মত আগে নাও।

উপেন্দ্র। কন্যা এ বিষয়ে কখনই অমত কর্ব্বে না। আমাদের মতেই তার মত।

[সসৈন্যে কেদারের প্রবেশ, সকলের হাতে যষ্টি।]

কেদার। এই যে আমি এসেছি। ঠিক সময়ে এয়েছি।

সদানন্দ। কেদার যে! এ সব কি?

কেদার। পরে বল্‌ছি। আগে—এই যে [যজ্ঞেশ্বরকে] ওঠো সোণার চাঁদ, বেরিয়ে যাও।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি! দেবেন্দ্রবাবু—

কেদার। ওঠ্ বল্‌ছি বেটা অকালকুষ্মাণ্ড, পচা কাঁটাল, টোকো আঁব!—ওঠ্—বেরো।

দেবেন্দ্র। কি কর কেদার!

কেদার। চুপ কর, ঝগড়া হবে। ওঠ্ বেটা—বেতো ঘোড়া, ঘেয়ো কুকুর, ওঠ্, নৈলে বসালাম মাথায় লাঠি, বেটার একপা গঙ্গার জলে, একপা ডেঙ্গায়—এখন এসেছ বিয়ে কর্ত্তে।—ওঠ্ বেটা ইঁদুরের বাচ্ছা—

যজ্ঞেশ্বর। তুমি আমায় গালাগালি দাও কেন?

উপেন্দ্র। এ ত তোমার বড় চাষার মত ব্যবহার কেদার!

কেদার। মহর্ষি যে! তাই ভাবছিলাম যে দেবর্ষি আছেন, মহর্ষি কৈ? [যজ্ঞেশ্বরকে] ওঠ্ বেটা যবনের এঁটো, নৈলে জুতাপেটা ক'র্ব্বো।

সদানন্দ। ওহে কেদার!

কেদার। সদানন্দবাবু! কোন কথা কৈবেন না বল্‌ছি। আমার ট্রেণের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। বেটাদের সব না তাড়িয়ে যাচ্ছি না। সোজা

কথা। এরা মানে মানে ওঠে, ত' অক্ষতশরীরে যেতে পারে, নৈলে আমায় লাঠি ব্যবহার কর্ত্তে হবে। অত্যন্ত সোজা। উঠ্‌বি বেটা হুলো বিড়াল—না হু'ঘা না খেয়ে উঠ্‌বিনি ?

হরি। এ ত বড় অন্যায়! ভদ্রলোকের অপমান!

কেদার। চোপরও! যত পয়জারের পাঝাড়া, শুয়োরের ভাগাড়, কুকুরশোঁকার জঙ্গল, মুদ্দফরাসের আঁস্তাকুড়!

শঙ্কর। কি কেদারবাবু! আমাদের সকলকে জড়িয়ে গাল দিচ্ছ!

কেদার। চোপরও উল্লুক!

শঙ্কর। কি! তুমি আমায় উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বল্‌ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দেখ, তোমরা মারামারি ক'রো না।

শঙ্কর। ফের যদি বল—

কেদার। ফের বল্‌ছি—"উল্লুক"!

শঙ্কর। ফের উল্লুক বল্‌ছো?

কেদার। হাঁ বল্‌ছি।

শঙ্কর। আচ্ছা, বল।

কেদার। আমার দেরি হ'য়ে যাচ্চে। সদানন্দবাবু!—আমার অপরাধ নেই।—বেরো বেটা টোকো আমের ছিব্‌ড়ে, ওঠ্। [হাঁটুর গুঁতো দিলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। হাঁটুর গুঁতো দিচ্ছ?

কেদার। হাঁ দিচ্ছি। টের পাচ্ছ না? এই আবার দিলাম [গুঁতা দেওন] টের পাচ্ছ কি? ভাইগণ! মারো লাঠি।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু আমি নালিশ ক'র্ব্বো, ছাড়্‌ব না;

দেখ্‌বো। [যজ্ঞেশ্বর ও ভক্তগণের প্রস্থানকালে হরি ও শঙ্কর "দেখ্‌বো" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।]

কেদার। দেখিস্‌, যত পারিস্‌। যত সব যবনের এঁটো, জ্বরো-রুগীর বমি। আর এ বেটা—আজ বাদে কাল পটল তুল্‌তে হবে—আবার এসেছে বিয়ে ক'র্ত্তে। মহর্ষি! আপনি যূথভ্রষ্ট হ'য়ে, ময়লা কাপড়ের ছেঁড়া টুক্‌রোর মত পড়ে রৈলেন যে—বাড়ী যান; গীতা পড়ুনগে যান ।

উপেন্দ্র। এর জন্য তোমায় জেলে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

কেদার। একশ'বার। কর্ত্তব্য ত কর্লাম; তার ফল ঈশ্বরের হাতে।

সদানন্দ। কেদার! লোকে গীতা পড়ে, কিন্তু তুমি ভাই অনুষ্ঠান কর। এস ভাই আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান।

কেদার। কিন্তু আমার আর ঠিক তিন মিনিট সময় আছে।

দেবেন্দ্র। কি ক'র্লে কেদার ?

কেদার। কথা ক'য়ো না—ঝগ্‌ড়া হবে। ১২ আর ৫ = ১৭; পাবো। দেবেন্দ্র! এর সঙ্গে ফের যদি মেয়ের বিয়ে দাও, সৈব না; এক কথায়—সৈব না। তার পরদিনই আমার এক ঘুষিতে তোমার মেয়ে বিধবা হবে। বলে রাখ্‌লাম কিন্তু।

[প্রস্থান।

[দেবেন্দ্র একাকী বসিয়া রহিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। একমাস জেল হয়েছে! বল কি সদানন্দ!

সদানন্দ। জেলে যেত না। ১০।১৫ টাকা জরিমানা হ'ত। তবে—অদ্ভুত লোক যা হোক।

দেবেন্দ্র। কি রকম?

সদানন্দ। হাকিম জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"মেরেছো।" কেদার উত্তর দিল, "হাঁ খুব মেরেছি।" হাকিম বল্লে তার জন্য তুমি নিশ্চয় খুব দুঃখিত। কেদার বল্লে—"মোটেই না, আবার দরকার হয় ত ফের মার্ব্ব!"

দেবেন্দ্র। বেচারী আমার জন্য জেলে গেল। বাপ মেয়েকে বধ কর্ব্বার জন্য কুঠার উঠিয়েছিল, কেদার সামনে প'ড়ে সেই কুঠারের আঘাত বুক পেতে নিল। বাপের গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষা কর্ত্তে—ওঃ!—

সদানন্দ। তুমি আজ আপিসে যাবে না?

দেবেন্দ্র। জেলে গেল!—আমার জন্য।

সদানন্দ। তোমার ছোট মেয়ের জ্বর কেমন ?

দেবেন্দ্র। আমার জন্য—আমার মেয়ের জন্য!—আর আমি তার বাপ্—ওঃ!

সদানন্দ। ডাক্তার এসেছিল ?

দেবেন্দ্র। সমাজ!

সদানন্দ। ও কি! এক দৃষ্টে কি দেখ্ছো ?

দেবেন্দ্র। প্রকাণ্ড হাঁ।—সদানন্দ!—হিন্দু-সমাজে গরিবের ঘরে মেয়ে জন্মায় কেন জানো ? বল্তে পারো ? এই জঘন্য হাটে স্বর্গের দেবী নেমে আসে কেন ?—তাদের অপরাধ কি ? তাদের অপরাধ কি ?—

সদানন্দ। সমাজের দোষ দাও কেন দেবেন্দ্র! দোষ সমাজের নয়—দোষ তোমাদের। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ কর কেন ?

দেবেন্দ্র। বাবা দিয়েছিলেন।

সদানন্দ। বাপের ভুলে ছেলে কষ্ট পায়—এ আজ নূতন নয়।

দেবেন্দ্র। না, তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি মাকে দিয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ডান দিকে ঘাড় নেড়েছিলাম।—বেশ মনে আছে! তখন ভেবেছিলাম, যে বিবাহের এ নন্দন কাননে কেবল পারিজাত ফোটে, কোকিল গান গায়, আর কেবল সুরভিস্নিগ্ধ মলয় হিল্লোল ব'য়ে যায়। তখন কি জান্তাম—ওঃ!—বেরোবার উপায় নাই! বেরোবার উপায় নাই! কোন উপায় নাই সদানন্দ ?

সদানন্দ। উপায় তোমায় একদিন বলেছি।

দেবেন্দ্র। না, সাহসে কুলোয় না।—কেন ? তাই বা কেন ?—মানুষ ত আমি! না—ছাড়্বো। ঠিক কর্লাম ছাড়্বো।

সদানন্দ। কি ?

দেবেন্দ্র। পেয়ে বসেছে। না—আমি পার্ব্ব না।—কেন পার্ব্ব না?—সদানন্দ!

সদানন্দ। কি দেবেন্দ্র! ও রকম কচ্ছ কেন?

দেবেন্দ্র। সদানন্দ!—ভিক্ষা চাই। দিবে কি?

সদানন্দ। কি চাও ভাই?—বল—বল—সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? দেবেন্দ্র! আমায় এতদিনে চেনোনি? যদি আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চাও—হাস্তমুখে দিতে পারি। দিই নাই,—কারণ সাহস করি নাই। তুমি কখন চাও নি। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ দেখি।

দেবেন্দ্র। না, আমি তোমার অর্থ চাই না; কিন্তু তার চেয়ে দামী জিনিষ চাই। আমি চাই—তোমার পুত্রকে; তুমি নাও আমার—কন্যাকে।

সদানন্দ। বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু! তুমি এমন জিনিষ চাইলে, যা আমি দিতে পারি না। পুত্রের বিবাহ—তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। আমার হাত নাই।

দেবেন্দ্র। তোমার পুত্রের মত আছে জেনেছি।

সদানন্দ। আছে? তবে দেবেন্দ্র! তোমার কন্যা তবে আজ থেকে আমার কন্যা।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! আজ তবে যাও। আর না। যাও, মন দৃঢ় ক'রে নিই।

[সদানন্দ চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র কাঁদিলেন। পরে উপেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন।]

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র! ভাই, আমি এসেছি—সেই বিষয়টা—

দেবেন্দ্র। দাদা! আমি ঠিক করেছি। আমি সদানন্দের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। আর কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই।

উপেন্দ্র। সে কি! তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ?

দেবেন্দ্র। হয় ত—

উপেন্দ্র। সমাজ?

দেবেন্দ্র। ছাড়্বো।

উপেন্দ্র। অবশ্য তোমার কন্যার উপর তোমার অখণ্ড দাবী আছে। তবে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখ্তে পাল্লেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এই পুরাতন—

দেবেন্দ্র। হোক্ পুরাতন। এ সমাজ আমার কি উপকারটা কচ্ছে বল দেখি দাদা, যে আমি তার জন্য সব সুবিধা ছেড়ে, তার দাসত্ব কর্ব্ব? আমি ত কখন দেখ্লাম না যে, সমাজ আমার জন্য কখনও নিজের এক পয়সাও ছাড়্লে। আমি ত দেখ্ছি যে, চিরকালটা সে আমার উপর দাবীই ক'রে আস্ছে। আগে ছিল বটে, যে পাড়ার একজনের বিপদ্ দশজনে ঘাড় পেতে নিত। কিন্তু আজকাল—বাড়ীর পাশে প্রতিবেশী ম'রে গেলে, কেউ উঁকি মেরেও দেখে না। এ সমাজ আমার গেলেই বা কি, থাক্লেই বা কি।

উপেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর, দেবেন্দ্র! কেবল স্বার্থত্যাগ কর। আহা! কি মধুর এই স্বার্থত্যাগ! আমি যে সে ধর্ম্ম আপনার ক'রে নিতে পেরেছি, সে স্পর্দ্ধা আমার নাই। সেই প্রয়াস করি মাত্র—নারায়ণ! শ্রীহরি!! গোবিন্দ!!!

দেবেন্দ্র। স্বার্থত্যাগ কর্ব্ব? কার জন্য দাদা? এই সমাজের জন্য? আমি নিজের সুখ, কন্যার সুখ, বলি দিতে পার্ত্তাম হয় ত, যদি সেই বলির মাংসে সমাজের উদর পূর্ণ না হ'ত। খেয়ে খেয়ে তার উদরের বেড় বেশী বড় হয়েছে। তার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার বড় বেড়েছে। আমি মান্বো না।

উপেন্দ্র। কিন্তু বিবেচনা কর দেবেন্দ্র! তোমার নিজের প্রতিও তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে বিয়ে দিলে সমাজে একঘরে হয়ে থাক্‌তে হ'বে।

দেবেন্দ্র। না হয় একঘরে হব। তাতে আজকাল আর অপমান নাই—তাতে গৌরব। যেখানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই। সমাজ একঘরে কচ্ছেন কাকে? না যে প্রকাশ্যে মুর্গী খায়, যার বাপ অপঘাতে মরে, আর প্রায়শ্চিত্ত করে না। যার হৃদয় বালিকা-বিধবার দুঃখে কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারে না। যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত যায়—তাকে সমাজ একঘরে কচ্ছেন। আর যে লম্পট, ব্যভিচারী, জালিয়াৎ, চোর, স্ত্রী-ঘাতক—যে তিনবার জেল খেটে এসেছে,—যে শত নিরীহ প্রজার ঘর পুড়িয়ে, কি সরিকের ভিটেয় ঘু ঘু চরিয়ে, হত্যায় হাত দুখানি রাঙ্গিয়ে এসে সেই হাতের বুড়ো আঙ্গুলে টাকা ঘুরিয়ে উচু দিকে ফেলে দিতে পারে, এই সনাতন সমাজ তার মাথার উপর হাত বোলায়! বিদ্যাসাগর হলেন একঘরে—আর মোহান্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক! না দাদা! আমি একঘরে হব।

উপেন্দ্র। বুঝেছি ভাই; যদি শাস্ত্র পাঠ ক'র্‌তে দেবেন্দ্র! আমি যে সংস্কৃত শাস্ত্র সব আয়ত্ত ক'রেছি, সে স্পর্দ্ধা আমি করি না। তবে হিন্দুশাস্ত্র কিছু পাঠ ক'রেছি বটে।

দেবেন্দ্র। তার ফল ত সম্মুখেই দেখ্‌ছি। এ দুটোর মধ্যে বেছে নেওয়া কিছু শক্ত নয়। আমি বেছে নিয়েছি।

উপেন্দ্র। দেবেন্দ্র!—

দেবেন্দ্র। না দাদা! তোমার কোন উপদেশ চাই না। যাও, তোমার উপদেশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিলি ক'রো। আমি চাই না।

উপেন্দ্র। তবে তোমার যথেচ্ছা কর। মধুসূদন! নারায়ণ! শ্রীহরি! গোবিন্দ!! [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যদি এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল দাদা, তোমার আচরণে আর আমার কোন দ্বিধা নাই।

মানদার প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! উৎসব কর—আনন্দ কর।

মানদা। কেন?

দেবেন্দ্র। আমি মুক্ত হ'তে যাচ্ছি। সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে পিঁজরে ভেঙ্গে বেরোতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে গৃহিণী?

মানদা। কোথায়?

দেবেন্দ্র। ঐখানে। ঐ নীল আকাশের তলে—ঐ সূর্য্যালোকে—ঐ নির্ম্মুক্ত পবিত্র বাতাসে। গৃহিণী! আমি সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ দেবো।

মানদা। কার সঙ্গে?

দেবেন্দ্র। সদানন্দের পুত্রের সঙ্গে।

মানদা। দেবে?

দেবেন্দ্র। দেবো ঠিক করেচি। যেটুকু সন্দেহ ছিল—দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে সন্দেহ ঘুচে গিয়েছে। বিবাহের উদ্যোগ কর।

মানদা। এর চেয়ে সুখের বিষয় কি হ'তে পারে? বাছার মনে মনে তাই ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। তোমার মত আছে?

মানদা। তোমার মতেই আমার মত।—যাই সুশীলাকে বলিগে।

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! মনের আনন্দ কি চেপে রাখ্‌তে পারো? মুখে বেশ পতিভক্তি দেখিয়ে ব'লে গেলে—"তোমার মতেই আমার মত"—তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে তুমি চোখে কাপড় দিয়েছিলে কেন? আর বিনয়ের সঙ্গে বিবাহের কথায় যেন আনন্দ রাখ্‌বার জায়গা পাচ্ছো না। আনন্দে—অতখানি শরীর না হ'লে—নিশ্চয় নাচ্‌তে। [প্রস্থান।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

মানদা। সুশীলা কোথায় মা?

বিনোদ। গা ধুয়ে আস্‌ছে।

মানদা। একটা সুখবর শুন্‌বে মা!

বিনোদ। কি মা?

মানদা। বিনয়ের সঙ্গে বিয়েয় তোমার বাবা রাজি হয়েছেন!

বিনোদ। [সোৎসাহে] হয়েছেন!

মানদা। আমি যাই, সুশীলাকে বলিগে। [প্রস্থান।

বিনোদ। সুশীলা কি সুখীই হবে!—আর আমি? না—তার সুখেই আমার সুখ; বিধবার অন্য কামনা নাই; এই ব্রত ধারণ করেছি, ভগবান্! যেন সে ব্রত পূর্ণ হয়।

সুশীলার প্রবেশ।

বিনোদ। সুশীলা! একটা সুখবর শুন্‌বে?

সুশীলা। শুনেছি দিদি! কিন্তু তা হবে না।

বিনোদ। কি হবে না?

সুশীলা। আমি তাঁকে বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি বোন্! তবে কাকে বিবাহ কর্ব্বে?

সুশীলা। আমি বিবাহ কর্ব্ব না।

বিনোদ। সে কি সুশীলা! মেয়েমানুষ বিয়ে না কর্লে চলে?

সুশীলা। কেন চলে না দিদি!

বিনোদ। ও মা! বলে কেন চলে না। এদেশে, সেই রামচন্দ্রের যুগ থেকে, সকলেই বিয়ে ক'রে আস্‌ছে।

সুশীলা। তার আগে থেকেও বিবাহ ক'রে এসেছে। মানি, কিন্তু এদেশে তাদের উপর কি অত্যাচারটা হ'য়ে গেছে দিদি! তাও ভাবো। রামচন্দ্র নিরপরাধা সীতাকে প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য বনবাস দিলেন, আর ভাব্‌লেন, যে মহা স্বার্থত্যাগ কর্লেন। বোধ হয় প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁর মাকেও কাট্‌তে প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় বাজী রাখ্‌লেন। ধর্ম্মরাজ্ কি না! এ জাতি উচ্ছন্ন যাবে না, ত কে যাবে? বংশপরম্পরায় কোটি নারীর দীর্ঘশ্বাস, যা তাদের অশ্রুবারির সঙ্গে মিশে বাষ্পাকারে আকাশে উঠ্‌ছে, তাই আজ অভিশাপ হ'য়ে নেমে, এই জাতির উপর গরল বৃষ্টি কচ্ছে। হবে না? এতখানি স্বার্থপর জাতি—যে জাতি অবলা—অবলা ব'লে, তার উপর বংশপরম্পরায় এই অত্যাচার কর্ত্তে পারে, সে জাতি উচ্ছন্ন যাবে না ত কে উচ্ছন্ন যাবে?

বিনোদ। সুশীলা! তুমি এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা ব'লে গেলে। কিন্তু বোন্, তুমি এক দিকই দেখ্‌লে; পুরুষেরা যদিও নারীজাতির উপর এই অবিচার, অত্যাচারের জন্য দায়ী হয়, তথাপি ভেবে দেখ, আমাদের

দেশের স্ত্রীজাতির এই গুণরাশি তৈরি ক'রে দিলে কে? সেই প্রপীড়িতা, পরিত্যক্তা সীতাদেবী যে মর্ব্বার সময়ও বলেছিলেন যে, "জন্ম জন্মান্তর যেন শ্রীরামচন্দ্রকেই পতি পাই"—এ কথা এদেশে ছাড়া আর কোন্ জাতির নারী বল্‌তে পেরেছে?

সুশীলা। আর কোন্ দেশের পুত্র পিতার আজ্ঞায় মাতৃবধ কর্ত্তে পেরেছে? দিদি! আর বলো না; রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। আমাদের দেশের পুরুষ—পতিকেই নারীর একমাত্র প্রেয়, ধ্যেয়, শ্রেয় ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। সেই আদর্শ তাদের সম্মুখে খাড়া ক'রে ধ'রে রেখেছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সমাজে যত কঠোর বিধান—এই অভাগিনী নারী জাতির জন্য। পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হোক্—অশীতি বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক, স্ত্রীকে পদাঘাত করুক, সমাজ সব সৈবে। কেবল নারী জাতির পান থেকে চুণটি খস্‌লেই সর্ব্বনাশ।

বিনোদ। বোন্! পুরুষ জাতি যদি খারাপই হয়, আমাদের আদর্শ থেকে আমরা স্খলিত হই কেন? পুরুষ জাতি যদি স্বার্থপর,—তাদের মহৎ কর। তারা ত আমাদের শত্রু নয়, যে আমরা তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বস্‌বো। বোন্! নম্র হও, সহিষ্ণু হও। সৈতেই নারীর জন্ম। জীবন উৎসর্গেই তার জীবন। পুরুষ আর নারীকে ঈশ্বর সমান ক'রে গড়েননি। আমার বিশ্বাস, যে বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দিনে যে এখনও সে মুখ তুলে চাইতে পাচ্ছে, তা এই নারীজাতির ধর্ম্মের বলে সেটা হারিয়ো না।

সুশীলা। থাক্, আর কাজ নেই। তুমি পার—আমি পারি না। তোমার বিশ্বাস আছে—আমার নাই। এই মাত্র।

[প্রস্থান।

বরেন্দ্রের প্রবেশ।

বরেন্দ্র। এই নোটের তাড়া, এবার আর আমাকে পায় কে? এবার—হুঁ হুঁ, দেখ্‌বো রামলালবাবু—

বিনোদ। বরেন্দ্র!

বরেন্দ্র। [চমকিয়া] কে? দিদি! [নোট লুকাইতে ব্যস্ত]

বিনোদ। কি লুকোচ্ছ?

বরেন্দ্র। কিছু না—দলিল—

বিনোদ। কিসের দলিল?

বরেন্দ্র। এঁ্যা—না—এ দলিল।

বিনোদ। মিথ্যা কথা।

[বরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন।]

বিনোদ। দেখি, হাতে কি? [অগ্রসর হইলেন।]

বরেন্দ্র। নোট।

বিনোদ। কোথা পেলে? সত্য বল।

বরেন্দ্র। খেলায় জিতেছি।

বিনোদ। সমস্ত মিথ্যা কথা। বরেন! তুমি উচ্ছন্ন যেতে বসেছ। এ কি উচিত হচ্ছে ভাই! কোথায় তুমি তোমার বাপের দারিদ্র্য ঘাড় পেতে নেবে, দৈন্যে—দুর্দ্দিনে, তাদের সাহায্য কর্ব্বে; না, তুমি ব'সে ব'সে তোমার বাপের যা কিছু আছে, উড়োচ্ছ। জুয়ো খেল্‌ছো। টাকা কোথায় পাও জানি না। হয় চুরি কর—

বরেন্দ্র। না দিদি।

বিনোদ। কিংবা জাল কর। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ কি—জাল করেছ?

বরেন্দ্র। জান্‌লে কেমন ক'রে? হাঁ, জাল করেছি। আমি জুয়া খেল্‌বো ব'লে করেছি। নাও টাকা।

বিনোদ। জালিয়াতের টাকা আমি ছুঁই না। তুমি যাও, যার টাকা তাকে দিয়ে এস। তার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এস। তার পর নিজের চোখের জলে হাত ধুয়ে আমার কাছে এস, নইলে এস না! নইলে তোমার মায়ের বক্ষেও তোমার স্থান নাই জেন।

[প্রস্থান।

বরেন্দ্র। না, তাই কর্ব্ব। ফিরিয়ে দেব। মায়ের মনে ব্যথা দিব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—জেল। কাল—মধ্যাহ্ন।

কেদার।

কেদার। এ এক রকম মন্দ নয়। এর মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর তেল বেরোচ্ছে। এই রকম যদি মাথা ঘোরাতাম—আর বুদ্ধি বেরোত। মাথা নেই—তার আর মাথা ব্যথা। বেটাকে যে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছি, তাতে আমার মনে বেশ আনন্দ হচ্চে বুঝ্‌তে পাচ্ছি। না হয় তার মাথা ভাঙ্গার পরে ইঁট ভাঙ্গলামই বা। ঐ বেটা ঘানি ঘোরাচ্ছে—বেশ চক্ষু বুঁজে, যেন সেটা উপভোগ কচ্ছে। অ্যাঁ! আবার গান গায় যে!

দূরের ব্যক্তির গীত।

ঘোরো, ঘোরো আমার ঘানি,
আমি শুধু চক্ষু বুঁজে কেবল টানি—কেবল টানি।
কত বর্ষা শীতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ধরাখানি,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—তুই-ত বেটা ক্ষুদ্র প্রাণী,
আমরা ভব-ঘোরে মচ্ছি ঘুরে, কেন ঘুরি নাহি জানি,
জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণটা হেঁচ্‌ড়ে টেনে আনি।
এ প্রাণের তবুও ত যায় না ক্ষুধা, কেন জানেন ভগবানই।
হোক্,—তবু যদি তোমার পানেই চক্ষু থাকে—তবেই ঘোরা ধন্য মানি।

একজন কয়েদীর প্রবেশ।

কেদার। তুমি কে ?

কয়েদী। আমি একজন কয়েদী।

কেদার। তোমায় দেখে ভদ্রলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। তুমি জেলে এলে কি ক'রে ? বোধ হয় আমারই মত ভাল কাজ ক'রে!

কয়েদী। না বাবু। আমি এখানে এসেছি—খারাপ কাজ না ক'রে।

কেদার। কি রকম ?

কয়েদী। তবে শুনুন। উপেন্দ্রবাবু বল্লে যে, তাঁর জাল উইলের সাক্ষী হ'তে হবে। আমি আসল উইলের সাক্ষী আছি, আবার জাল উইলের সাক্ষী হব কেমন ক'রে ? তাই মিথ্যে মোকদ্দমায় আমায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলে। উকীল মানুষ—সব পারে। ওঃ! বড় তৃষ্ণা পাচ্ছে—

কেদার। বটে, গল্পটা ত বেশ জমিয়ে এনেছ। আসল উইল আর জাল উইল কি ?

কয়েদী। উপেন্দ্রবাবুর বাবা উইল করেন, যে তাঁর বিষয়ের তিন ভাগ তাঁর ছোট ছেলে দেবেন্দ্রের, আর এক ভাগ বড় ছেলের। আর তাঁর দুই মেয়ে মাসে মাসে কোম্পানীর কাগজের সুদ পাবে। আমি, আর তিনজন—গদাধর, কিশোরী আর হরিপদ সেই উইলের সাক্ষী ছিলাম। তার পরে উপেন্দ্রবাবু এক খানা জাল উইল তৈরি করে—ওঃ, আর কথা কৈতে পাচ্ছিনা, একটু জল দাও।

কেদার। ওহো! বুঝেছি; এবার—এবার ভারি মজা হয়েছে। একবার জেলে থেকে বেরোতে পাল্লে হয়। আর তিনজন সাক্ষীর কি নাম কর্‌লে? যজ্ঞেশ্বর, হরিপদ আর কি?

কয়েদী। যজ্ঞেশ্বর নয়। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

কেদার। হাঁ, হাঁ, কিশোরীই বটে। তাঁরা তিনজন কোথায়?

কয়েদী। গদাধর আর হরিপদ কাশীবাস কচ্ছেন। আর কিশোরী বোধ হয় মজঃফরপুরে আছেন। আমি জেলে যাবার আগে ত সেখানকার উকীল ছিলেন। একটু জল দেন, গলা শুকিয়ে আস্‌ছে। আর পারি না, জল।

কেদার। এসো। জল কি,—তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরের দিনই, আমার বাড়ী তোমার আলুবথ্‌রার সর্ব্বৎ খাওয়ার নিমন্ত্রণ রৈল। ওঃ! এই কাণ্ড! এবার আমাকে পায় কে? [নৃত্য।]

কয়েদী। ও কি! তুমি কি উন্মাদ?

কেদার। [নৃত্য] তারে ধারে ধোম্‌না ধিনা তারে কেটি তিনা। —তাদের নামগুলো কি বল্লে? গদাধর—শ্যামাপদ—

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়, হরিপদ।

কেদার। হাঁ, হাঁ, হরিপদ—আর কি?

কয়েদী। কিশোরী।

কেদার। রোস, মুখস্থ ক'রে নেই। শ্যামাপদ, হরিপদ, কিশোরী।

কয়েদী। শ্যামাপদ নয়—গদাধর।

কেদার। বটে, বটে। গদাধর, গদাধর, কিশোরী।

কয়েদী। দুজনের নাম গদাধর নয়, একজন হরিপদ।

কেদার। বটে, বটে। হরিপদ, হরিপদ।

কয়েদী। তোমার মুখস্থ হবে না।

কেদার। কেন ?

কয়েদী। বিশবার বল্‌ছি—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

কেদার। ঠিক। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। গদাধর—হরিপদ আর একটা কি ?

কয়েদী। কিশোরী, কিশোরী—

কেদার। হাঁ, হাঁ, কিশোরী,—কিশোরী।

কয়েদী। হাঁ।

কেদার। কিন্তু তাদের পূরো নাম চাই যে। গদাধর কি ?

কয়েদী। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্‌।

কেদার। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্‌। গদাধর সেন রিটায়ার্ড সবজজ্‌। সবজজ্‌—সবজজ্‌—সবজজ্‌—তারপর ?

কয়েদী। হরিপদ মল্লিক—সামুকের জমিদার।

কেদার। আর ?

কয়েদী। কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকীল। —একটু জল দাও। আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

কেদার। এই দিই। শ্যামাপদ মল্লিক—রিটায়ার্ড সবজজ্‌, সবজজ্‌।

কয়েদী। শ্যামাপদ মল্লিক কে বল্লে ?

কেদার। তবে ?

কয়েদী। গদাধর সেন।

কেদার। বটে, বটে, গদাধর সেন—গদাধর সেন।

কয়েদী। একটু জল দাও না।

কেদার। তারপর কিশোরী মল্লিক,—সামুকের উকীল না ?

কয়েদী। মোটেই না। কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়,—মজঃফরপুরের উকীল; একটু জল দাও—আমি যে তৃষ্ণায় মরি।

কেদার। এই দিই, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের উকীল। গদাধর সেন—রিটায়ার্ড সবজজ্। রিটায়ার্ড সবজজ্। এসো। তুমি কি খাবে ? শুধু জল ?—পান্তোয়া ? সরভাজা ? না, তা এখানে পাবার জো নেই; কি হবে ?

কয়েদী। আমায় শুধু জল দিলেই হবে।

কেদার। আচ্ছা চল। কিশোরী মল্লিক,—রিটায়ার্ড সবজজ্। রিটায়ার্ড।

কয়েদী। আবার কিশোরী মল্লিক ? কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেদার। হাঁ, হাঁ। বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েদী। মজঃফরপুরের উকীল।

কেদার। উকীল, উকীল। মুখস্থ কর্ব্বই। তা যতদিন লাগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্থান—দেবেন্দ্রের কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

দেবেন্দ্র ও মানদা।

মানদা। মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, তা আমি কি কর্ব্ব বল।

দেবেন্দ্র। বিয়ে কর্ত্তে চায় না?

মানদা। না।

দেবেন্দ্র। হুঁ।

মানদা। এখন উপায়?

দেবেন্দ্র। কিসের উপায়? এ ত বেশ কথা। খরচ বেঁচে গেল।

মানদা। কিসের খরচ?

দেবেন্দ্র। বিয়ের খরচ। সদানন্দ টাকা নিত্ না বটে, কিন্তু বিয়েরও একটা খরচ আছে। সেটা বেঁচে গেল।

মানদা। কি বল্ছ?

দেবেন্দ্র। বেশ বল্ছি।

মানদা। তবে মেয়ের বিয়ে দেবে না?

দেবেন্দ্র। মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে না, আমি কি কর্ব্ব?

মানদা। তুমি বুঝিয়ে বল।

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। তবে মেয়ে আইবুড় থাক্‌বে?

দেবেন্দ্র। বিয়ে না হ'লে, সে মেয়েকে যে কি বলে—আইবুড় না?

মানদা। লোকে যে একঘরে কর্ব্বে।

দেবেন্দ্র। তার জন্য ত আগেই প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি।

[নেপথ্যে সদানন্দ]। দেবেন্দ্র বাড়ী আছ?

দেবেন্দ্র। এসো সদানন্দ!—তুমি এখন ভিতরে যাও।

[মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যাক্।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। তোমার অসুখ ক'রেছে শুন্‌লাম।

দেবেন্দ্র। বিশেষ কিছু নয়; তবে—মনটা খারাপ হ'লে ওরকম মাঝে মাঝে হয়।

সদানন্দ। মনই বা এত খারাপ থাকে কেন?

দেবেন্দ্র। এই পুত্র কন্যাদের স্নেহাধিক্যে।

সদানন্দ। ও, তুমি সুশীলার কথা ভাব্‌ছো?

দেবেন্দ্র। না, সে ভালই করেছে, বিয়ে করেনি। আর একটা সংসার—গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ভাসিয়ে দেয়নি। ওরা সব পাপ—জঞ্জাল—আপদ—সর্ব্বনাশ। আমরা দুধ দিয়ে কালসাপিনী পুষি। ওঃ!

সদানন্দ। সত্য কি তোমার ঐ মত?

দেবেন্দ্র। তা বৈকি।

সদানন্দ। ঠিক উল্টো গাইছ।

দেবেন্দ্র! কি কর্ব্ব, ঠেকে শিখেছি।

সদানন্দ। দেবেন্দ্র! আমি তোমায় ভক্তি করি; কিন্তু তুমি এত তরল! এত সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হও!

দেবেন্দ্র। কিছু না; বেশ বুঝিছি, কিছু প্রয়োজন নাই।

সদানন্দ। কিসের?

দেবেন্দ্র। কন্যার বিবাহের।

সদানন্দ। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দেবেন্দ্র। কেন?

সদানন্দ। এর মধ্যে জন্মান্তরবাদ আর আধ্যাত্মিকতা না এনে—এটা বোঝা উচিত, যে পুত্র কন্যা হাওয়া খেয়ে বাঁচে না; তাদের ভবিষ্যৎ আহারের উপায় তাদের পিতা মাতারই ক'রে দিতে হবে।

দেবেন্দ্র। অপরাধ?

সদানন্দ। এই পুত্র কন্যাকে সংসারে আনার জন্য তাঁরা দায়ী। তাদের জীবন, শৈশব, তাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবার সুযোগ, পিতামাতার হাতে। তাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের জন্য তাঁরা দায়ী। তারা যদি খেতে না পায়, তা' হ'লে তার জন্য সংসারে কেউ দায়ী হয় ত, তাঁরাই দায়ী।

দেবেন্দ্র। তার পরে?

সদানন্দ। ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে তাদের খাবার উপায় ক'রে দিচ্ছ, মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু কর্ব্বে না? মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এক রকম মেয়ের চাকরী ক'রে দেওয়া। বিয়ে দিতেই হবে, তবে—

দেবেন্দ্র। তবে—থাম্‌লে কেন?

সদানন্দ। নারীর প্রতি ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আমরা কি কর্ব্ব? তবে যতদূর মানুষে পারে, ততদূর তাদের জন্য করা কর্ত্তব্য। এই অসুবিধা ও দুঃখ দূর কর্ত্তে, আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

দেবেন্দ্র। বুঝ্‌লাম না।

সদানন্দ। তারা দুর্ব্বল, কিন্তু তারাও মানুষ। পুরুষের মত, অপমান, অবহেলা, তাদের বক্ষেও বাজে। পুরুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধি কম, কিন্তু তাদেরও মতামত আছে। তাদের মত একেবারে তুচ্ছ

কর্ত্তে পারি না। যথন তারা শিশু ছিল, যথন তাদের একটা মত ছিল না, তথন তাদের বাপমায়ে ধ'রে তাদের বিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যথন বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রেখেছ, যথন তাদের একটা মতামত হয়েছে, তথন আর তাকে তুচ্ছ কর্ত্তে পার না। সুশীলার অমতে যদি তুমি বিনয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে, আমি তাতে বাধা দিতাম।

দেবেন্দ্র। কিন্তু মেয়ে যথন হিন্দুর ঘরে জন্মেছে,—তার হিন্দু মেয়ের মত আচরণ করা উচিত নয় কি ?

সদানন্দ। সাবিত্রীও হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলেন। বয়স্থা কুমারীর একটা মত থাকবেই। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না।

বরেন্দ্রের প্রবেশ।

বরেন্দ্র। বাবা!

দেবেন্দ্র। কি ?

বরেন্দ্র। মা বল্লেন, খুকীর বিকার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। সে কথা তিনি আমাকেও ব'লে গিয়েছেন।

বরেন্দ্র। সে আবল তাবল বক্‌ছে।

দেবেন্দ্র। নৈলে কি আর সাম্যান্সের লেক্‌চার দেবে ?

বরেন্দ্র। মা ডাক্‌ছেন।

দেবেন্দ্র। আমি এথন যেতে পারি না,—যা।

সদানন্দ। না দেবেন্দ্র! ভিতরে যাও।

দেবেন্দ্র। আমি কারও বাঁধা চাকর নই।

সদানন্দ। সিভিলসার্জ্জনকে ডাক্‌বো ?

দেবেন্দ্র। না—না—না। কতবার বল্‌ব ;—তুমি এথন বাড়ী যাও।

সদানন্দ। আচ্ছা যাচ্ছি! তুমি একবার বাড়ীর ভিতরে যাও, তাঁরা ব্যস্ত হয়েছেন। [প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। জ্বালালে,—ওঃ, কেন বিবাহ করেছিলাম?

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। বাবা!

দেবেন্দ্র। যাচ্ছি চল; মরণ হয় না? [প্রস্থান।

বিনোদ। বাবার একটু শরীর খারাপ হয়েছে। নৈলে আগে কথায় কথায় ত এমন রাগ্‌তেন না।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি-প্রপাতের শব্দ।

শিলাবৃষ্টি ও মেঘ-গর্জ্জন।

গৃহমধ্যে শয্যায় পীড়িতা কন্যা। মানদা পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল। দেবেন্দ্র দণ্ডায়মান।

দেবেন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শিলা-প্রপাতে দরোজা ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ছে। আর দূরে মেঘ, শৃঙ্খলা-বদ্ধ ব্যাঘ্রের মত নিম্ন—গভীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন কচ্ছে। আর এমনি অন্ধকার বোধ হচ্ছে, যেন আকাশ থেকে সৃষ্টি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। আছে শুধু এই কুঁড়ে ঘর। আছি শুধু হতভাগ্য আমরা কয়জন। সত্যই ত আমার কাছে সংসারে আর কেউ নাই! যখন ঝড় থেমে যাবে, অন্ধকার স'রে যাবে, যখন সূর্য্যকিরণে ফুল ফুটে উঠ্‌বে, পাখী গেয়ে উঠ্‌বে, যখন বসন্তের

বায়ু ধীরপদে শ্যামলতার উপর দিয়ে চ'লে যাবে, পুষ্পগন্ধে কুঞ্জবন বিভোর হ'য়ে উঠ্‌বে, তখনই বা আমার কে আছে? সংসার?—একবার ফিরে আমার পানে চেয়ে দেখে না। দাদা!—শুনি মাত্র যে একই মাতৃগর্ভে আমাদের জন্ম। সংসারে আছে মাত্র দুই পুত্র। একটি শিক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর একটি খাদ্যাভাবে রুগ্ন; দুইটি কন্যা—একটিকে ত ভাসিয়ে দিয়েছি, আর একটিকে—তাও পাচ্ছি না। মানদা যে সমস্ত দিন কুলীর মত শ্রম করে, এখন নিদ্রা তাকে অনুকম্পায় কোলে টেনে নিয়েছে; এই রুগ্নকন্যা মর্ত্তে যাচ্ছে, আর আমি এই সব দেখ্‌ছি।

কন্যা। মা! মা!

মানদা। [জাগিয়া] কি মা!

কন্যা। জল।

দেবেন্দ্র। এই যে [আনিতে উদ্যত]

কন্যা। না—ওঃ—বাবা!

দেবেন্দ্র। এই যে দিচ্ছি। [জল প্রদান]

কন্যা। না—পারি না—মা!

মানদা। কি মা! এই যে আমি।

কন্যা। দিদি!

দেবেন্দ্র। ঘুমোচ্ছে, ডাক্‌বো?

কন্যা। না, কাজ নেই। বাবা!—তিনি ফিরে এলে তাঁকে বল—উঃ!

দেবেন্দ্র। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে?

কন্যা। না, এক্ষণেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

মানদা। বালাই—ষাট।

কন্যা । মা ! [গলদেশ ধারণ]

মানদা । মা আমার [জড়াইয়া ধরিলেন ।]

মানদা । মা !—উঃ—বাবা !

মানদা । ডাক্তার ডাকো ।

[কন্যা আবার শয্যায় পড়িয়া গেল ।]

কন্যা । বাবা ! বড় কষ্ট যে ।

মানদা । ও কি ! বাছা ওরকম কচ্ছে কেন ?—ডাক্তার ডাকো ।

দেবেন্দ্র । ডাক্তার ! বাহিরে কি হচ্ছে শুন্‌তে পাচ্ছ না । এই রাত্রে ।—ডাক্তার কেউ ১০০৲ টাকা দিলেও আস্‌বে না । আর তা দেবারও ত আমার সঙ্গতি নাই ।

কন্যা । ডাক্তার কাজ নেই—বাবা !—জানালা খুলে দাও ।

[দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া দিলেন । আর্দ্র বাতাস আসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল । সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনীর জীবন নিভিয়া গেল ।]

দেবেন্দ্র । [অন্ধকারে] মা কুমুদ !

মানদা । কুমী মা আমার [জড়াইয়া ধরিলেন ।]

দেবেন্দ্র । জড়িয়ে ধর—দেখ, যেন না পালায় । এই অন্ধকারে, সুযোগ পেয়ে, ফাঁকি দিয়ে না পালায় ।

মানদা । পালিয়েছে । [অস্ফুট ক্রন্দন]

দেবেন্দ্র । ছেড়ে দিলে ? জড়িয়ে ধ'রে রাখ্‌তে পার্লে না ? মূর্খ ! চল তবে—এই অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে আমরা ছুটে বেরোই । কোথায় পালাল দেখি । [উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্ক্রান্ত ।]

নেপথ্যে । কুমুদ ! কুমুদ !

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবেন্দ্র গৃহমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছিল।

দেবেন্দ্র। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার না হতেই আর একটা ঘাড়ে এসে চাপ্‌ল! জলেই জল বাধে। যখন পড়্‌তে আরম্ভ করেছি—আর রাখে কে? যত পড়্‌ছি—ততই যেন আর দেরি সৈছে না।—এই যে গৃহিনী আস্‌ছেন। এসো না; আমি অনড়; কি কর্ব্বে কর।

মানদার প্রবেশ।

মানদা। ওগো! চোখের সাম্‌নে ছেলেকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল?

দেবেন্দ্র। গেল বৈ কি।

মানদা। কিছু বল্লে না?

দেবেন্দ্র। না—

মানদা। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

দেবেন্দ্র। দেখ্‌লাম বৈ কি—চমৎকার দৃশ্য!

মানদা। আপত্তি কর্লে না?

দেবেন্দ্র। না।

মানদা। কেন ?

দেবেন্দ্র। পাছে পুলিশ ছেলেকে ছেড়ে দেয়, এই ভয়ে।

মানদা। এই ভয়ে ?

দেবেন্দ্র। কি জানি, পুলিশের সঙ্গে আমার যে মধুর সম্বন্ধ।

মানদা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। না, তুমি তাকে বাঁচাও।

দেবেন্দ্র। কাকে ?

মানদা। ছেলেকে ;—কি! হাস্‌ছো যে ?

দেবেন্দ্র। বেশ আছ গৃহিণী! কোনই ভাবনা নাই! সংসারের কিছুই জান না।—ভগবান্ আমাকে নারী ক'রে তৈরি কর্লেন না কেন ?—এ যে শত গর্ভ-যন্ত্রণা।

মানদা। বাছার কি হবে ?

দেবেন্দ্র। বাছা জেলে যাবে।—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা,—কিন্তু ধর্লেই [দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়িত করিয়া]—যাও জেলে,—কি আইনই করেছে কোম্পানী!—তোফা!

মানদা। ছেলে জেলে গেলে আমি বাঁচ্‌ব না।

দেবেন্দ্র। তবে মর। হাঁ মর। এক ছেলে সন্ন্যাসী—আর এক ছেলে গেল জেলে। এক মেয়ে চিকিৎসাভাবে গেল মারা, আর এক মেয়ে সুপাত্রাভাবে হ'ল বিধবা—আর এক মেয়ে—যাক্, বাকি আছ তুমি। তুমি দাও গলায় দড়ি; আর আমি—কি কৌশলই করেছ দয়াময়!—পেটে নাই ভাত, তবু বিয়ের সাধটুকু আছে—বিয়ে কর—ফল ভোগ কর। শোধ—বোধ। কাউকে দোষ দিচ্ছি না।

মানদা। ছেলে জেলে যাবেই ?

দেবেন্দ্র। খুব সম্ভব।

মানদা। ভালো কৌন্সিলি দিলে খালাস দিতে পারে।

দেবেন্দ্র। তা হয় ত পারে।

মানদা। তাই দাও।

দেবেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ!—বেশ আছ গৃহিণী! কিছু শক্ত ঠেকে না।—কিছু বোধ হয় না!—কৌন্সিলি দিতে টাকা লাগে, তা জানো? সে টাকা বোধ হয় তুমি দেবে ?

মানদা। ধার কর।

দেবেন্দ্র। এঃ!—সমস্যাটাকে যে একবারে তীরের মত সোজা ক'রে তুল্লে! খুব সোজা—খুব সোজা!—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

মানদা। বেশ যা হোক্! ছেলে চল্লো জেলে আর এ দিকে তুমি হাস্‌তে সুরু ক'রে দিলে!

দেবেন্দ্র। না সেটা অন্যায় হয়েছে। আর হাস্‌ব না। গৃহিণী! বাবার দেনা শোধ দিতে আধখানা বাড়ী বিক্রয় করেছি,—দেখেছ? ধার—কখন করি নি, কর্ব্ব না।—যাক্ ছেলে জেলে।

মানদা। তবে কি হবে ? [ক্রন্দনোপক্রম]

দেবেন্দ্র। [কঠোর স্বরে] যাও, বিরক্ত ক'রো না!

[মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। বিয়ে করেছি—ফলভোগ কর্চ্ছি! কাউকে দোষ দিচ্ছি না। বাবা বিয়ে দেবার আগে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন; আমি সম্মতি দিয়েছিলাম।—তখন ভেবেছিলাম, প্রিয়ার মুখচন্দ্রমার সুধা পান ক'রেই পেট ভ'রে যাবে। আর—আর কি ভেবেছিলাম?—

স্বপ্নবৎ মনে হয় । তখন কি জান্তাম ?—না—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! শোধ-বোধ । চমৎকার !—ঈশ্বর !—চমৎকার !

বিনোদিনীর প্রবেশ ।

বিনোদ । বাবা !

দেবেন্দ্র । কে ? বিনোদ !—কি চাও ? ও ! তুমি যা চাও—তা আমি জানি ;—পাবে না ।

বিনোদ । বাবা ! বরেনকে—

দেবেন্দ্র । কথা ক'য়ো না । কথা কইবে ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব ।

সুশীলার প্রবেশ ।

দেবেন্দ্র । তুমিও !—কি চাও ?

সুশীলা । আমার জন্য কিছু চাই না—বাবা ! বরেনকে—

দেবেন্দ্র । বেরোও—বেরোও !

সুশীলা । আমায় তাড়িয়ে দিন, বরেনকে রক্ষা করুন । আপনার পায়ে পড়ি [পদতলে পতন]

দেবেন্দ্র । স'রে যা—ছুঁস্‌নে ।

সুশীলা । বাবা ! [চরণ ধারণ]

দেবেন্দ্র । ওঃ ! আর যে পারি নে । কত চাপা দেব ? এ যে ঠেলে উঠ্‌ছে । এ কি পারি ?—যাক্ !—মা বিনোদ ! মা সুশীলা ! ভাব্‌ছিস্ কি ?—ভাব্‌ছিস্ কি—তোদের বাপ—ওঃ !—

[দ্রুত প্রস্থান ।

গহনার বাক্স হাতে করিয়া মানদার প্রবেশ ।

মানদা । বিনোদ !

বিনোদ। কি মা?

মানদা। এই গহনা নিয়ে সদানন্দবাবুর কাছে যাও ত মা! বল গে, যে বিক্রয় ক'রে টাকা এনে দেন।

বিনোদ। সে কি মা?

মানদা। এ ক'খানা থাকতে ছেলে জেলে যাবে না। কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে!—নিয়ে যাও।

বিনোদ। এ— বলেছিলে না যে—তোমার মায়ের দেওয়া! জীবন থাকতে ছাড়্‌বে না।

মানদা। বলেছিলাম। তখন ছেলের কথা ভাবি নি। ভাবি নি, যে প্রাণের চেয়ে প্রিয় হ'য়ে, আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে, শত্রু আমার ঘরে সিঁধ দেবে। এ ক'খানা সিন্ধুকে থাকতে বাছাকে তারা জেলে দেবে; আর আমি মা হ'য়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো!—নিয়ে যাও মা।

বিনোদ। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছ?

মানদা। না, দরকার নাই। ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে।

বিনোদ। কিন্তু—

মানদা। আপত্তি ক'রো না মা! বড় বিপদে প'ড়ে আমার মায়ের দত্ত এই অলঙ্কার—আমার হৃদয়, আমার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত, বেচে দিচ্ছি। আমার বাবা—মা! মুখ ফিরিয়ে নিও না; বাবার জন্য দিচ্ছি আর কারও জন্য নয়। নিয়ে যাও বিনোদ।

[বিনোদিনী অলঙ্কারের বাক্স লইয়া নতমুখে প্রস্থান করিলেন।]

মানদা। [জানু পাতিয়া করযোড়ে] মধুসূদন! এ বিপদে রক্ষা কর।

স্থান—দেবেন্দ্রের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

দেবেন্দ্র একাকী নিদ্রিত অবস্থায় কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্র। টাকা! টাকা! টাকা!—সংসারে আর কিছু নাই। কেবল ঐ টাকা! ছেলে চায় টাকা, মেয়ে চায় টাকা, গৃহিণী চায় টাকা, স্বজন চায় টাকা, তস্কর চায় টাকা, রাজা চায় টাকা, ভিক্ষুক চায় টাকা, স্তাবক চায় টাকা। মানুষ এই টাকার জন্য জননী বসুন্ধরার উদর চিরছে, সমুদ্রের অগাধ গর্ভে ডুব মাচ্ছে, আর পার্ত্ত, ত আকাশটাও বেড়িয়ে দেখে আস্‌তো যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগুলো ভেঙ্গে চুরে মিণ্টে চড়ানো যায় কি না। বাহবারে দুনিয়া! মানুষ সংসারে এই টাকার চিন্তায় ডুবে ম'জে আছে। অথচ যখন এই টাকায় স্নান ক'রে উঠ্‌বে তখন একটা টাকাও তার গায়ে জড়িয়ে লেগে থাক্‌বে না। বম্ ভোলানাথ! আমি দেখেছি, যে আমার এই পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়ী শুদ্ধর নজর পড়েছে।—ইচ্ছা, যে চিলের মত এসে তাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। এই নেওয়াচ্ছি রোস না। [লোহার সিন্ধুক খুলিলেন] এমনি জায়গায় লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে, যে কেউ বের না কর্ত্তে পারে।—কোথায় রাখি? কালই আদালতে জমা দিয়ে আস্‌তে হবে। পৈতৃক বাড়ী, পৈতৃক ঋণ; কোথায় রাখি? নিজের জন্য ত বাড়ী বিক্রয় করি নি। এও বাবা! সেও বাবা! কোথায় রাখি? এই জায়গায় রাখ্‌বো? উহুঃ, মাটির মধ্যে লুকিয়ে? বেশ;—[বাহিরে গিয়া সাবল লইয়া প্রবেশ] দেখি দেখি এই জায়গায় [সাবল দিয়া

মাটি খুঁড়িতে গিয়া তাহার শব্দে চমকিত হইয়া] ও কি ! [চারিদিকে চাহিয়া] না, শব্দ হবে। না, হবে না। [সাবল রাখিয়া] আচ্ছা, আলমারিতে রাখ্‌বো। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। লোহার সিন্দুক থাক্‌তে আলমারিতে কেউ পাঁচ হাজার টাকা রাখে ? রোস খুলি। [চাবি লইয়া খুলিলেন] এই জায়গায়—না, এই জায়গায় ; এর ভিতরে—একি ! এর ভিতর আর একটা খোপর ! বাঃ, এ ত ভারি মজা ! এইখানে রাখি ; বেশ কথা। [নোটের তাড়া, তাহার ভিতরে রাখিলেন।] তারপর এই—[বন্ধ করিলেন] তারপর এই—[বাহিরের কামরা বন্ধ করিলেন] তারপর—[চারিদিকে চাহিয়া] কেউ নেই ত ? তারপর এই— [আলমারি বন্ধ করিলেন] এইবার কার সাধ্য খুঁজে বের করে ! হাঃ হাঃ হাঃ [পুনর্ব্বার শয়ন ও নিদ্রা]

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। বাবা কথা কচ্ছিলেন না ? ওঃ, তাঁর ঘুমিয়ে ঘোরা, কথা কওয়া, অভ্যাস আছে বটে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—উপেন্দ্রের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা।

উপেন্দ্র ও ভক্তগণ আসীন।

উপেন্দ্র। ভক্তগণ ! আমার মনে হয় যে, আহার অতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আর নবনী—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—আহা—সেই দেবকীনন্দন—

ভক্তগণ। আহা !

উপেন্দ্র। পীতাম্বর, শিখিপুচ্ছধারী, বংশীধর, গোপাল—

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। সেই ননীচোরা স্বয়ং এই শুভ্র সুকোমল—আহা!—নবনী ভক্ষণ কর্ত্তেন। অতএব—[নবনী ভক্ষণ]

ভক্তগণ। আহা!

উপেন্দ্র। এই যে ডিম্বাকৃতি রক্তাভ সুন্দর পদার্থ রসে ভাস্‌ছে, এই—আহা—যেন সৃষ্টি কারণসলিলে ভাসমান! এর নাম রসগোল্লা। আর্য্য ঋষিগণ এর আকার থেকেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার।—অতএব এই আত্মা পরমাত্মার দিকে চলিয়া যাউক [ভক্ষণ]

ভক্তগণ। কি আধ্যাত্মিক! কি আধ্যাত্মিক!

উপেন্দ্র। এই যে পানীয়—যাকে গ্রাম্যভাষায় সর্ব্বৎ বলে—কি অপূর্ব্ব রহস্যময়!—সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ, আহা সর্ব্বভূতে—কি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এই! অতএব ইহা ভূমার দিকে চলিয়া যাউক [পান]

ভক্তগণ। যাউক।

উপেন্দ্র। তারপর, এই যে দেখ্‌ছ ধূমোদ্গারী বিচিত্র যন্ত্র—ইহার নাম গুড়গুড়ি। এর মধ্যে বিষ্ণুর তেজ—ওঃ হরি হে! গোবিন্দ! নারায়ণ! মধুসূদন [সেবন]

ভক্তগণ। হরি হরি বোল।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু! যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেছেন।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবু! ও!—আচ্ছা, তোমরা এখন গৃহে গমন কর। আমি একবার শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আপনাকে সমর্পণ করি। আহা! সেই গোপিনীমনোরঞ্জন, সেই জীবের পরমাগতি, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করি।—আহা!

ভক্তগণ। আহা!—ও হো—হো—হো—[ইত্যাদি রূপ ভক্তি-রসাত্মক শব্দ করিয়া প্রস্থান]

উপেন্দ্র। যাক্—হাঁফ ধর্চ্ছিল; বাঁচা গেল।—এখন যজ্ঞেশ্বর কি মনে ক'রে! দেখা যাক্।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

যজ্ঞেশ্বর। এই যে উপেন্দ্র!—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

উপেন্দ্র। তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে—যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর। তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ক'রেছ।

উপেন্দ্র। আমি?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ তুমি। তোমার পিতৃঋণ তোমার ভায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছ। বল্লে, যে সে ভিটে বিক্রয় ক'রে ধার শোধ দেবে। তার ভিটে বিক্রয় হ'য়ে গেল, কিন্তু ধার এক পয়সা শোধ হ'ল না।

উপেন্দ্র। তা—সে আমার দোষ নয়।

যজ্ঞেশ্বর। তোমার দোষ নয়?—আমি তোমার কাণ ধ'রে সে ধার আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কর,—জেনো, আমি উকীল।

যজ্ঞেশ্বর। আর আমি মহাজন। দু'জনেই গরিবের রক্ত চুষে খাই। তবে আমি বৈষ্ণব নই, এই যা তফাৎ। তোমার কাছ থেকে এ টাকা আদায় কর্ব্ব।

উপেন্দ্র। কর, তুমি নিজে ছাড়পত্র লিখে দিয়েছ; আদায় কর।

যজ্ঞেশ্বর। তবে দেখ্বে?

উপেন্দ্র। কি?—

যজ্ঞেশ্বর। আসল উইলে আমি সাক্ষী আছি।

উপেন্দ্র। কোথায় সে উইল ?

যজ্ঞেশ্বর। তবে শুন্‌বে ? সেই কালো মেহগিণির আলমারিতে।

উপেন্দ্র। ফুঃ!—

যজ্ঞেশ্বর। বিশেষ ফু—না। ভেবেছ, সে উইল থাকতো ত এত-দিন পাওয়া যেত ?—না, এ আলমারির ভিতর এক গুপ্ত খোপর আছে। সে কথা আমি জানি আর কেউ জানে না।—সে আলমারি এখনও দেবেন্দ্রের হেফাজতে। আমি দেবেন্দ্রকে বলি ; ধার শোধ কর্ব্বার উপায় ক'রে দিইগে যাই।—তাতে বিষয় দেবেন্দ্রের বার আনা—তোমার চার আনা।

উপেন্দ্র। সে কি !

যজ্ঞেশ্বর। বল, ধার শোধ দেবে কি না ?

উপেন্দ্র। তুমি জাল উইলেরও সাক্ষী।

যজ্ঞেশ্বর। আমি অস্বীকার কর্ব্ব। তুমি আমার নাম জাল করেছ।

উপেন্দ্র। কে বিশ্বাস কর্ব্বে ?

যজ্ঞেশ্বর। যে বাপের নাম জাল করে—সে সাক্ষীর নাম জাল কর্ত্তে পারে না ? বল টাকা দেবে কি না ?

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর ! তুমি এ কাজ কর্ব্বে না। তুমি আমার বন্ধু !

যজ্ঞেশ্বর। একজনের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য চক্রান্ত করার নাম বন্ধুত্ব নয়। দুই সাধু বন্ধু হয়—দুই হারামজাদ বন্ধু হয় না। দু'জনকে দশ বৎসর এক খাঁচায় পূরে রাখ্‌লেও তারা বন্ধু হয় না। খাঁচা থেকে বেরোলেই—তারা যে হারামজাদ সেই হারামজাদ।

উপেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বর [হাত ধরিলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। মেয়ে-কাঁদুনি রাখ। [হাত ছাড়াইয়া] টাকা দেবে কি না?

উপেন্দ্র। শোনই না।

যজ্ঞেশ্বর। দেবে কি না। তুমি ত উকীল।—হাঁ কি না?

উপেন্দ্র। একটা কথা।

যজ্ঞেশ্বর। আমার যে কথা সেই কাজ।—দেবে?—এই শেষবার।

উপেন্দ্র। দেবো।

যজ্ঞেশ্বর। এক্ষণেই চাই।

উপেন্দ্র। এক্ষণেই?

যজ্ঞেশ্বর। এই মুহূর্ত্তে। তোমায় বিশ্বাস নাই।

উপেন্দ্র। হাতে টাকা নাই।

যজ্ঞেশ্বর। বেশ [প্রস্থানোদ্যত।]

উপেন্দ্র। রোস দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর। দাও।

উপেন্দ্র। দেখ যজ্ঞেশ্বর! একটা রফা কর।

যজ্ঞেশ্বর। রফা!

উপেন্দ্র। হাঁ রফা।

যজ্ঞেশ্বর। কি রফা?

উপেন্দ্র। এই ধর যদি—

যজ্ঞেশ্বর। [সহসা] হাঁ রফা কর। যদি রাজি হও, তা হ'লে আসল—যায় সুদ ছেড়ে দিতে পারি। শোন।

উপেন্দ্র। কি?

যজ্ঞেশ্বর। না, তা উচ্চারণ কর্ত্তে পার্ব্ব না। সে প্রস্তাবে মাটি

কেঁপে উঠ্‌বে। এই অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার জমাট্ হ'য়ে যাবে, ধর্ম্ম—থাকে, ত সে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে' পচে' ঢাউস হ'য়ে উঠ্‌বে।

উপেন্দ্র। কি প্রস্তাব?

যজ্ঞেশ্বর। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। তুমি পাষণ্ড—আমিও পাষণ্ড। তবু আমাদের মধ্যেও সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পার্চ্ছি না। তবু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

উপেন্দ্র। না।

যজ্ঞেশ্বর। শোন [কর্ণে কহিলেন] কি! চমকে উঠ্‌লে যে?

উপেন্দ্র। কি! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী!—[যজ্ঞেশ্বরের গলদেশ ধরিয়া] পাষণ্ড!

যজ্ঞেশ্বর। সাবধান উপেন্দ্র!

উপেন্দ্র। না, না। ছেড়ে দিচ্ছি! মনে ছিল না—মনে ছিল না। [ছাড়িলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। স্বীকার?

উপেন্দ্র। স্বীকার—ও কে?—

যজ্ঞেশ্বর। কেউ না। ও কি, কাঁপ্‌ছো যে? বাইরে এস।

[নিষ্ক্রান্ত।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহান্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।

মানদা ও বিনোদিনী।

মানদা। কি হ'ল ?

বিনোদ। সদানন্দবাবু বল্লেন যে, গহনা এখন বিক্রয় করার দরকার নাই। গহনা বাঁধা দিয়ে ৫০০০৲ টাকা নিয়ে এসেছেন।

মানদা। তিনি কি বল্লেন ?—বাছা আমার বাঁচ্বে ত ?

বিনোদ। তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্ছেন।

মানদা। নারায়ণ তাঁর মঙ্গল করুন। বাবু যেন এ টাকার কথা জাস্তে না পারেন। তা হ'লে তিনি রসাতল কর্ব্বেন। দেখ বাছা !

বিনোদ। কিছু ভয় নেই মা, তিনি কিছু জাস্তে পার্ব্বেন না, মা !

[প্রস্থান।

মানদা। মধুসূদন; রক্ষা কর। মধুসূদন—

দেবেন্দ্রের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। আমার খাবার এখনও হয় নি ?

মানদা। ওই যা—ভুলে গিয়েছি।

দেবেন্দ্র। তোমরা আমায় আর বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি।

মানদা। এই যে এক্ষণেই ক'রে দিচ্ছি। বাছার খবর কি ?

দেবেন্দ্র। যাও, বিরক্ত ক'রো না।

[মানদার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যাক্।—ছেলে জেলে গিয়েছে—আর কি ? এবার বাবার

ধারটা শোধ দিয়ে—তারপর কৌপীন প'রে রাস্তায় ছুটে বেরুচ্ছি। তারপর গৃহিণী—ব'য়ে গেল। দু'টো মেয়ে—ব'য়ে গেল। ছেলে ত জেলে গিয়েছে।—খেতে দিতে হবে না। মন্দ কি! বেশ! খাসা তোফা!

সুশীলার প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। তুমি কেন এখানে? যাও।

সুশীলা। বাবা! সদানন্দবাবু এসেছেন। দেখা কর্ত্তে চান।

দেবেন্দ্র। আঃ, জ্বালালে এই সদানন্দ।—বল্ আমার সময় নেই! শরীর ভাল নেই।—নাঃ, ডেকেই নিয়ে আয়। [সুশীলার প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। সকলের মুখে ঐ এক কথা! আহা দেবেন্দ্রের ছেলে জেলে গেল!—আহা!—যেন ঐ 'আহা'তে আমার অঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল।

সদানন্দের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। কি সংবাদ সদানন্দ!—আজ আমার শরীর ভাল নেই—

সদানন্দ। কি হয়েছে দেবেন?—ডাক্তার ডাক্ব?

দেবেন্দ্র। সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ব্যামোর ঔষধ নাই।

সদানন্দ। ভেব না দেবেন্দ্র! আপীল কর্ব্ব। বীরেন্দ্র এখনও মুক্তি পেতে পারে।

দেবেন্দ্র। না, না, আপীল ক'রো না। ছেলে জেলে গিয়েছে, বেশ হয়েছে। আর বসে বসে খেতে দিতে পারি না। আর, একটা ভার ত কম্লো। এই গৃহিণী, আর দু'টো মেয়েকে ঐ রকম জেলে পুরে দিতে পার? বেশ হয়।

সদানন্দ। কি বল্ছ ভাই?

দেবেন্দ্র। কতকগুলো টাকা খরচ—মিছি মিছি এই কৌন্সলী দিয়ে।

—তোমার যেমন বুদ্ধি।—হ্যাঁ, একটা কথা—এই মোকদ্দমায় শুন্‌লাম পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছো?

সদানন্দ। হাঁ, প্রায়।

দেবেন্দ্র। সে টাকা তুমি পেলে কোথা থেকে?—এ কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আমার মনেও হয় নি। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। এখন বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে।—এত টাকা পেলে কোথা থেকে?

সদানন্দ। তোমার সে খোঁজে কাজ কি? আমরা যোগাড় করেছি।

দেবেন্দ্র। তা হ'লে তুমি দিয়েছ। মনে রেখো সদানন্দ, যে তুমি আমার জন্য যদি এক পয়সা খরচ কর বা ক'রে থাক, ত আমার সঙ্গে তোমার জন্মের মত ছাড়াছাড়ি। আমায় বেশ চেনো। আমার কোন পুরুষে কেউ কারও দান গ্রহণ করে নি; আমিও কর্ব্ব না।

সদানন্দ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দেবেন্দ্র! আমি শপথ কর্চ্ছি যে, এর এক কপর্দ্দকও আমার নয়।

দেবেন্দ্র। তবে এ টাকা কোথায় পেলে?

সদানন্দ। তোমার গৃহিণীর কাছ থেকে পেয়েছি।

দেবেন্দ্র। আমার গৃহিণীর কাছ থেকে! তিনি পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পেলেন?

সদানন্দ। তা জানি না। আমার ছেলে আমার কাছে এ টাকা এনে বল্লে, যে তোমার গৃহিণী মকর্দ্দমার খরচের জন্য এ টাকা পাঠিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। তুমি জিজ্ঞাসা করনি, যে আমার গৃহিণী এ টাকা কোথা থেকে পেলেন?

সদানন্দ। করেছি। বিনয় বল্লে, তিনি তা বল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, আমি গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। ভাল, এক কথা, সদানন্দ! আমার ডিক্রির টাকা আমি যোগাড় করেছি। তুমি গিয়ে আদালতে দাখিল ক'রে আস্‌বে?—সুবিধা হবে?

সদানন্দ। দাও না, আজই দিয়ে আস্‌ছি; আমার প্রচুর অবসর।

দেবেন্দ্র। আমিই দিয়ে আস্‌তাম, তা আমার শরীর ভাল নাই। মনে হচ্ছে জ্বর হবে। কিন্তু আমি পিতৃঋণ যখন শোধ দিতে পারি, তখন আর একদিনও তা বাকি রাখ্‌তে চাইনে; আমার শেষ সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে এ টাকা যোগাড় করেছি।

সদানন্দ। সে কি দেবেন্দ্র!—বাড়ী! কাকে বিক্রয় কর্লে?

দেবেন্দ্র। হাঁ সদানন্দ।

সদানন্দ। সে কি? বিক্রয় কর্ব্বার আগে আমাকে একবার বল্লেও না।

দেবেন্দ্র। তোমাকে বল্লে তুমি বিক্রয় কর্ত্তে দিতে না।

সদানন্দ। তা ত দিতামই না। কি করেছো দেবেন্দ্র? পিতার সম্পত্তি বড় পবিত্র জিনিষ।

দেবেন্দ্র। পিতার সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পিতৃঋণ বেশী পবিত্র জিনিষ।

[লৌহ সিন্ধুক খুলিলেন]

সদানন্দ। অতি মহৎ তুমি দেবেন্দ্র! তোমারই চারিদিকে কেন এ মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে, ভগবান্‌ই জানেন।—দাও।

দেবেন্দ্র। কৈ! নোটের তাড়া কৈ?

সদানন্দ। কি! ভিতরে নাই?

দেবেন্দ্র। কৈ!—যা ভেবেছি তাই!

সদানন্দ। টাকা না নোট?

দেবেন্দ্র। সব ১০ টাকার নোট।

সদানন্দ। কাউকে দাওনি ত?

দেবেন্দ্র। এ চুরি। নিশ্চয় চুরি।

সদানন্দ। লোহার সিন্ধুক খুলে কে চুরি কর্ব্বে?

দেবেন্দ্র। কে কর্ব্বে?—আমি জানি যে কে করেছে।

সদানন্দ। কে?

দেবেন্দ্র। হুঁ।

সদানন্দ। চুরি যায় নি। আর কোথায় রেখেছো মনে ক'রে দেখ। এখন স্নানাদি কর, পরে ভেবে দেখো। ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি আবার বিকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব 'খনি।

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। বুঝেছি গৃহিণী! তুমি ৫০০০৲ টাকা কোথায় থেকে পেয়েছো। আমি কেবল দেখ্‌ছি যে, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপর বাড়ীশুদ্ধর নজর। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আমার পাঁচ হাজার টাকা চুরি করেছে।—চুরি, চুরি।—এই যে।—

মানদার প্রবেশ।

মানদা। খাবার হয়েছে। স্নান কর।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী!

মানদা। কি! অমন করে' চেয়ে রয়েছো যে?

দেবেন্দ্র। শেষে চুরি!

মানদা। কি চুরি?

দেবেন্দ্র। তোমার এতদূর সাহস! আমার লোহার সিন্ধুক থেকে চুরি!

মানদা। কে চুরি করেছে?

দেবেন্দ্র। তুমি।

মানদা। আমি?

দেবেন্দ্র। আমি লক্ষ্য কচ্ছিলাম, ঐ পাঁচ হাজার টাকার উপরে বাড়ীশুদ্ধর নজর। জান পাঁচ হাজার টাকা আমার রক্ত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে তৈরি করা। বাবার দান—যৎসামান্য দান—তাই বিক্রয় ক'রে—আমি তাই বিক্রয় ক'রে যোগাড় করেছিলাম। সেই টাকা চুরি!

মানদা। সে কি! আমি চুরি কর্ব্ব!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! আমার পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও।

মানদা। তুমি কি ব'ল্‌ছো? তোমার লোহার সিন্ধুক খুলে আমি তোমার টাকা নেবো!

দেবেন্দ্র। আবার মুখের ভাব দেখানো হচ্ছে—যেন একেবারে নির্দ্দোষ, কিছুই জানেন না। উঃ! কি কপট মিথ্যাবাদী এই স্ত্রীজাতি। তারা সব কর্ত্তে পারে। আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, যে আমায়, তুমি এতদিন বিষ খাওয়াওনি কেন? কেন খাওয়াওনি? যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে ত;—দাও টাকা।

মানদা। আমি টাকা নিয়ে কি কর্ব্ব?

দেবেন্দ্র। কি কর্ব্বে? জানো না কি করেছো? তুমি ছেলের মকর্দ্দমার জন্য সেই টাকা সদানন্দের কাছে পাঠিয়েছো। জানো না আর কি? দাও টাকা।

মানদা। সর্ব্বনাশ!—যদি তাই ক'রে থাকি তা হ'লে সে ত তোমারই ছেলে।

দেবেন্দ্র। বিশ্বাস কি?—যাক্! তাকে রক্ষা কর্ত্তে—তুমি—আমার

বাপের যা কিছু পেয়েছিলাম তা বিক্রয় ক'রে, আমার আত্মবিক্রয় ক'রে, আমার পরকাল বিক্রয় ক'রে, যে টাকা এনেছিলাম—দাও টাকা বল্‌চি।

মানদা। তবে শোন। আমি যে টাকা সদানন্দবাবুর কাছে ছেলের জন্য পাঠিয়েছি, সে আমার মাতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে এনেছি, তার মধ্যে এক পয়সাও তোমার কাছ থেকে পাইনি! সত্য কথা বল্‌ছি। আর ইঙ্গিতে অন্যরূপ যে দোষারোপ করেছো—তা আমি ভুলে যাব; কারণ, তুমি কি বল্‌ছো—তুমি জানো না।

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! চোখের জল দিয়ে আমায় ভোলাতে পার্ব্বে না। সেটা তোমাদের ভারী অভ্যস্ত—শঠের জাতি তোমরা। কিন্তু আর ভুলি নে। দাও টাকা—নহিলে—

মানদা। নহিলে?

দেবেন্দ্র। নহিলে—আর কিছু কর্ব্ব না। তোমায় আমার বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব!—ঘরে চোর পুষ্‌তে পারি নে।

মানদা। বেশ।

দেবেন্দ্র। বেশ, তবে এক্ষণেই বেরিয়ে যাও।

মানদা। কোথায় যাব?

দেবেন্দ্র। যেখানে ইচ্ছা।—যাও।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—জেলখানা।　কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

কেদার ও বরেন্দ্র।

কেদার। তুমি জেলে এলে কেমন ক'রে?

বরেন্দ্র। জাল ক'রে।

কেদার। তাই ত!—এত দেরী ক'রে এলে?

বরেন্দ্র। কেন, আগে এলে কি সুবিধা হ'ত?

কেদার। গল্প করা যেত। আমি যে আজ বেরিয়ে যাচ্ছি।

বরেন্দ্র। ও! আপনার কাল অতীত হয়েছে বুঝি?

কেদার। হ'ল বৈ কি!—ইচ্ছা কর্লেই বাড়াতে পারি। এই ধর, যজ্ঞেশ্বরকে মেরে ছয়মাস, জেলারকে মেরে এক বৎসর মনে কর্লে দেড় বৎসর পূরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু একবার বেরোতে হচ্ছে। বিশেষ দরকার। তার পরে আবার আস্ছি। কোন ভয় নেই।

বরেন্দ্র। তবে বেরোচ্ছেন কেন?

কেদার। বিশেষ দরকার। গদাধর—হরিপদ—কিশোরী—গদাধর—হরিপদ—

বরেন্দ্র। সে কি?

কেদার। রোজ রোজ সকালে উঠে মুখস্থ করি। লোকে যেমন হরিনাম করে, আমি সেই রকম এদের নাম করি।

বরেন্দ্র। কেন?

কেদার। তুমি কি বুঝ্বে কেন? গদাধর—হরিপদ—কিশোরী। তোমার বাবা ভাল আছেন?

বরেন্দ্র। না, তাঁর শিরোরোগ হয়েছে।

কেদার। হয়েছে?—হবেই ত; Somnambulism থেকে শিরো-রোগ—এক ধাপ। আমি এর ঔষধ জানি।

বরেন্দ্র। কি ঔষধ?

কেদার। হেঁ হেঁ—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী।

বরেন্দ্র। আপনারও শিরোরোগ হয়েছে বোধ হচ্ছে।

কেদার। হয়েছে নাকি? গদাধর—হরিপদ—এঁ্যা—হয়েছে—কিশোরী, কিশোরী, কিশোরী।—তুমি বস, আমি আসি,—কোন চিন্তা নাই বাবাজী! শরীর—যা সওয়াও তাই সয়! পুত্রশোকও স'য়ে যায়—জেলখানা ত সামান্য ব্যাপার। এখানে কোন লজ্জা ক'রো না—এ আপনার বাড়ী ব'লে মনে ক'রো বাবাজী।

বরেন্দ্র। আশ্চর্য্য লোক যা হোক্।

কেদার। তারপর বাবাজী, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হয়নি ত?

বরেন্দ্র। না।

কেদার। বাঁচা গিয়েছে। আমার ঐ একটা বিশেষ ভাবনা ছিল। সুশীলার বিয়ের আর কোনও ভাবনা নেই। এবার রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছি। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। কোনও ভাবনা নেই—রাজপুত্রের সঙ্গে।

বরেন্দ্র। সে কি?

কেদার। এখন বল্ছি না, গদাধর, হরিপদ, কিশোরী। বাবাজী!

কোনও চিন্তা ক'রো না, এখানে তোমার শরীর ভাল হবে। নিয়মিত আহার, নিয়মিত পরিশ্রম, গাঢ় নিদ্রা; ডাক্তারে দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছে। আমার শ্বশুরও এরকম যত্ন করেন নি কখন—এ জেলখানায় যে যত্ন যে আদর পেয়েছি। যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, ত—এই সেই স্বর্গ।

বরেন্দ্র। সে কি কেদারবাবু!

কেদার। কেদার কাকা ব'ল্‌তে তোমার গলায় শূল-বেদনা ধরে বেটাচ্ছেলে!—হয়ত খুব ভুল বল্লাম। কারণ, শূল-বেদনা শুনেছি, ধরে পেটে। তা যাহোক্ এখন থেকে আমায় কেদারবাবু ব'ল্‌বি, ত দেবো চপেটাঘাত! বলিস্ কাকাবাবু!

বরেন্দ্র। আচ্ছা, তাই না হয় ব'ল্লাম। কিন্তু জেলখানা স্বর্গ কি ব'ল্‌ছেন কাকাবাবু—

কেদার। স্বর্গ নয়?—তবে স্বর্গ কি রকম? আমি জান্তে চাই বেটা! যে, স্বর্গটা তবে কি রকম? নিয়মিত সময়ে আহার—যা বাড়ীতে আমি কখন পাই নি; দু'বেলা ডাক্তার—আমার একবার মনে আছে, আমার জ্বর—প্রবল জ্বর—তিনদিনের দিন—যখন প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর, সেইদিন ডাক্তার এলো। ভাগ্যিস্ নাড়ি ছিল, তাই বেঁচে উঠ্‌লাম। নৈলে তোমায় আর কাকাবাবু ব'লে ডাক্‌তে হ'ত না।

বরেন্দ্র। আর ঘানি ঘোরানো?

কেদার। শরীর ভাল থাকে। আমি দেখেছি, যে কতকগুলো লোক ভোরে উঠে হেদোর চারিদিকে চক্র দিচ্ছে; কিসের জন্য?—না শরীর ভাল হবে। তার চেয়ে খানিক যদি ঘানির চারিদিকে ঘুর্ত্ত, শরীরও ভাল হত, উপরন্তু খানিক তেলও বেরোত।—কোন চিন্তা নাই বাবাজী! জেলখানা থেকে বেরোলে দেখ্‌বে—যে বাবাজী দস্তুরমত লাশ!—

বরেন্দ্র। বলেন কি কেদারবাবু!—

কেদার। চোপ্ রও!—বল্ কাকাবাবু।

বরেন্দ্র। বলেন কি কাকাবাবু!

কেদার। অবিকল। নিজেই দেখ্‌বি, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিস্!—ইংরেজের এই জেলখানা—স্বর্গ।

জেলারের প্রবেশ।

জেলার। কেদার কে? আপনি বাইরে আসুন।

কেদার। তবে আমি চল্লাম বাবাজী, কোনও ভাবনা ক'রো না। গদাধর, হরিপদ, কিশোরী।

[কেদারের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

মানদার প্রবেশ।

মানদা। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে ত এতদূর এলাম। শুন্‌লাম, এইদিকেই জেল। কিন্তু জেলে আমায় যেতে দেবে কেন? মনের দুঃখেত বাড়ী থেকে বেরোলাম, এখন কি করি? দেখি, মধুসূদন কি করেন।

বিপরীত দিক্ হইতে কেদারের প্রবেশ।

কেদার। একি! বৌদিদি! এদিকে আপনি একলা কোথায় যাচ্ছেন?

মানদা। আমার বাছাকে দেখ্‌তে। এই দিকে জেলখানা না? বাছা আমার সেইখানে আছে, তাকে একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি।

কেদার। আপনি স্ত্রীলোক—আপনি সেখানে কেমন ক'রে যাবেন? সেখানে যেতে দেবে কেন? আমার সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছে; সে সেখানে বেশ আছে।

মানদা। [সাগ্রহে] দেখা হ'য়েছে? তাহ'লে বাছা আমার ভাল আছে?

কেদার। হাঁ, বেশ আছে। এখন চলুন বৌদিদি, আপনাকে বাড়ীতে পৌছে রেখে আসি!

মানদা। আমি ত সেখানে আর যাব না।

কেদার। কি রকম?—কি! চুপ করে' রৈলেন যে? আর যাবেন না কি রকম?

মানদা। না, আমি যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন?

মানদা। যেদিকে দু'টি চক্ষু যায়।

কেদার। দু'টি চক্ষু নানা দিকে যায়। অত দিকে যেতে পার্ব্বেন না। কোথায় যাবেন?

মানদা। চুলোয়।

কেদার। উহুঁঃ!—জায়গা সুবিধার নয়। তার চেয়ে বাড়ী ঢের ভাল।

মানদা। আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব। তার আগে বাছাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি।

কেদার। মানসিক বিকার। এর ঔষধ আমি জানি—গদাধর—হরিপদ—কিশোরী!

মানদা। সে কি?

কেদার। হুঁ হুঁ! এখনও ভাঙ্গছি না। ঘরে চলুন, আমি এখনই খালাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

মানদা। আমি যাব না। আপনি যান।

কেদার। আপনি যান কি রকম? তা হচ্ছে না।

মানদা। আমি যাব না।

কেদার। কেন যাবেন না? আমায় ব'ল্‌বেন না, আমি আপনার দেওর। স্বামীর ঘর, যাবেন না কেন?

মানদা। তিনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। [কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

কেদার। তাড়িয়ে দিয়েছেন!—কে? দাদা?—বৌদিদি!—স্বপ্ন দেখেছেন;—অর্থাৎ কিনা—একটু ঝগড়া হয়েছিল। তা স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে ঘর কর্ত্তে গেলে, ওরকম মাঝে মাঝে হয়।—ও হওয়া ভাল, নৈলে— সংসার ভয়ানক রকম একঘেয়ে ঠেকে।—বাড়ী চলুন—লক্ষ্মীটি আমার। স্বামীর ঘর!—

মানদা। আমি সেখানে যাব না।

কেদার। তবে কোথায় যাবেন, ঠিক করে বলুন না?

মানদা। বাপের বাড়ী যাব।

কেদার। [চিন্তা করিয়া] তা যান। আমার স্ত্রীও এই রকম মাঝে মাঝে—তা বেশ; রাগ পড়্‌লে ফিরে আস্‌বেন এখন। চমৎকার এই বৌরা—এই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, এই একেবারে জল—বরফ। আচ্ছা— সঙ্গে যাচ্ছে কে?

মানদা। কেউ না।

কেদার। আচ্ছা, তবে আমি আপনাকে সেই খানেই রেখে আসি চলুন। যখনই ইচ্ছা হবে, আমার বাড়ীতে আস্‌বেন। আমার বাড়ী আপনার বাড়ী ব'লে মনে কর্ব্বেন। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—উপেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

উপেন্দ্র ও বিনোদিনী।

বিনোদ। জ্যেঠামহাশয়! আমায় বাড়ী যেতে দেন। আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দেন। আমি বাড়ী যাব।

উপেন্দ্র। কেন ব্যস্ত হচ্ছ বিনোদ! তোমার কোন ভয় নেই।

বিনোদ। ঐ যে 'কোন ভয় নেই', এই কথা আপনি বল্‌ছেন, তাতেই আমার বেশী ভয় কর্চ্ছে। আপনার স্বর বিকৃত, আপনার চাহনি সঙ্কুচিত, আপনার ভঙ্গিমা অস্থির, আপনার মুখ কালীবর্ণ; আপনি ত দেখ্‌তে এ রকম ন'ন!

উপেন্দ্র। [জড়িতস্বরে] আমি বল্‌ছি—তোমার কোন ভয় নাই মা!

বিনোদ। ও কি! 'মা' কথা আপনার মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে কেন!—আমায় পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন। বাবা—মারুন, ধরুন, তাড়িয়ে দেন,—তবু বাবার বাড়ী—বাবার বাড়ী। পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিন, নৈলে আমি হেঁটে চ'লে যাব।

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়াও, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়ে দিচ্ছি।

বিনোদ। দাঁড়ান, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র। কেন?

বিনোদ। নৈলে কা'র কাছে থাক্‌ব? আপনি যা'ই হৌন, আমার জ্যেঠামহাশয় ত! যাই হৌন, আপনার লোক।

উপেন্দ্র। কেশব! মধুসূদন!

বিনোদ। না, না; আপনি শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ ক'র্ব্বেন না। আপনি যখনই সেই নাম করেন, তখনই বুঝি যে, কোন সয়তানী মতলব আপনার মনে জেগেছে। ও কি! কাঁপছেন যে?

উপেন্দ্র। পাল্কী বেহারা আস্তে দিই। [প্রস্থানোদ্যত।

বিনোদ। আমিও যাব।

উপেন্দ্র। স'রে দাঁড়াও—[প্রস্থান করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।]

বিনোদ। ও কি! বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ কর্লেন কেন? জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠামহাশয়! দরোজা খুলুন। জ্যেঠামহাশয়!

দ্বার খুলিয়া যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

বিনোদ। [চমকিয়া পিছাইয়া] এ কে?

যজ্ঞেশ্বর। [চমকিয়া পিছাইয়া] এ কে?

বিনোদ। কে আপনি?

যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর;—তার চেয়েও সুন্দরী, মন্দ কি?

বিনোদ। আপনি এখানে কেন?

যজ্ঞেশ্বর। এখনই জান্‌তে পার্ব্বে। তোমার ভগ্নী কোথায়? ভেবেছিলাম, তাঁর দেখা পাব।

বিনোদ। ভেবেছিলেন তাঁর দেখা পাবেন!

যজ্ঞেশ্বর। তা এই বা মন্দ কি? তুমি তার চেয়ে সুন্দরী, আরও, বিধবা। এস।

বিনোদ। কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর। কাঁপ্‌ছ কেন? এস, বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত, সুখে রাখ্‌ব। কি! মুখ ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে রৈলে যে?—এস [হাত ধরিলেন।]

বিনোদ। স্পর্দ্ধা! হাত ছাড়ুন। [হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্বারে গিয়া ধাক্কা দিয়া] জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠামহাশয়!

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছো কাকে? খড়্গ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছোরায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছ? বন থেকে পালিয়ে—চোরা বালিতে পা বাড়িয়ে দিচ্ছ? তোমার জ্যেঠামহাশয় আর আমি সন্ধি ক'রেছি; তিনি এসব জানেন।

বিনোদ। তিনি জানেন!

যজ্ঞেশ্বর। নৈলে কি সাহসে তাঁরই বাড়ীতে, তাঁরই ভাইঝির গায়ে আমি হাত দিই! তিনি শুধু জানেন, না, তিনি এ'র মধ্যে আছেন। তিনিই এ সুরার পাত্র আমার অধরে ধরেছেন।

বিনোদ। মিথ্যা কথা।

যজ্ঞেশ্বর। অসম্ভব মনে কচ্ছ? পুরুষ কতদূর পাষণ্ড হ'তে পারে, তা জান না। আমরা টাকার জন্য হত্যা ক'র্ত্তে পারি; কামের জন্য কতুর হ'তে পারি। কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে? কি দেখ্‌ছ?

বিনোদ। নরক।

যজ্ঞেশ্বর। এস।

বিনোদ। আর বাধা দিব না, চলুন।

যজ্ঞেশ্বর। এই ত, এস। [হাত ধরিলেন, পরে বিনোদকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিনোদ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। এ কি রকম!—না; বুঝ্‌তে পার্চ্ছি; বাপের ভাই—পিতৃস্বরূপ—ধারণা ক'র্ত্তে পারে নি বেচারী। কিন্তু রূপেয়াকো খেল দেখো বাবাজী—দুনিয়া উল্টে দিতে পারে—রক্তের সম্বন্ধ ত ছার। আর রূপেয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই কামিনী। [বিনোদকে দেখিতে দেখিতে] রমণী কাম্য বটে!—সব রিপুর চেয়ে প্রবল—এই কাম। ঝড়ের চেয়েও প্রবল, অগ্নির চেয়েও জ্বালাময়, বজ্রের চেয়েও দ্রুত, মড়কের চেয়েও নির্ম্মম—এই রিপু কাম। হিংসার চেয়ে অন্ধ, লোভের চেয়ে অতৃপ্ত, ক্রোধের চেয়ে রক্তবর্ণ, মদের চেয়েও বিশৃঙ্খল—এই রিপু কাম। যার স্পর্শে ট্রয়ের ধ্বংস, যার জন্য সুন্দ উপসুন্দের অপমৃত্যু, যার জন্য বিশ্বামিত্রের পতন, যার জন্য অহল্যার সর্ব্বনাশ, যার কটাক্ষে আন্টোনিওর অধোগতি, যার স্পর্শে লঙ্কার বংশলোপ। কি আশ্চর্য্য! এ কথা মানুষ জেনে শুনে—একবার চিন্তা করে না! রমণী কাম্য বটে! এ কোমল মাংসপিণ্ডের জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি; তবু লোকসান বোধ হ'চ্ছে না। পূর্ণ উদর, নির্ল্লজ্জতা, আর যুবতী, যদি এক সঙ্গে হয়, ত হৃদয়ের নরক থেকে শয়তানের দল লাফিয়ে ওঠে। ঐ যে জাগ্‌ছে, জ্ঞান হ'য়েছে, চারিদিকে চাইছে। কি সুন্দর! কেয়াবাৎ।

বিনোদ। [উঠিয়া] কোথায় আমি?—কে আপনি?—ওঃ!—তাইত!—এ ত স্বপ্ন নয়।—কি ভয়ঙ্কর!

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী!

বিনোদ। নরক! নরক!—ওঃ!

যজ্ঞেশ্বর। সুন্দরী! [হাত ধরিলেন।]

বিনোদ। রক্ষা কর—রক্ষা কর।—[দ্বারে আঘাত]

যজ্ঞেশ্বর। ডাক্‌ছ কা'কে? বাড়ীতে কেউ নেই। একা তুমি আর আমি।

বিনোদ। কি ভয়ানক!

যজ্ঞেশ্বর। এস সুন্দরী!—তোমার উপর আমি কোন অত্যাচার কর্ব্ব না। তোমায় আমি ভালবাসি।

বিনোদ। হাঁ, বাঘ যেমন ভেড়া ভালবাসে, সর্প যেমন ভেক ভালবাসে। আমায় ভালবাস্‌বেন না। আমায় ঘৃণা করুন—ঘৃণা করুন। দোহাই।

যজ্ঞেশ্বর। বাইরে গাড়ী প্রস্তুত, এস।

বিনোদ। আমায় ছেড়ে দিন।

যজ্ঞেশ্বর। তোমায় সুখে রাখ্‌ব।

বিনোদ। ছেড়ে দিন। [পদধারণ]

যজ্ঞেশ্বর। তা কি পারি সুন্দরী? আমি প্রবাসে চ'লেছি, তোমায় নিয়ে যাব।

বিনোদ। ছাড়্‌বেন না?

যজ্ঞেশ্বর। না, আমার প্রতিজ্ঞা।

বিনোদ। কি মহৎ প্রতিজ্ঞা! তবে আমারও প্রতিজ্ঞা শুনুন। আমি প্রাণ দিব, মান দিব না।

যজ্ঞেশ্বর। এ কি! আবার উল্টো গাইতে সুরু ক'র্লে?—এস।

বিনোদ। কে আছ?—রক্ষা কর।

যজ্ঞেশ্বর। কেউ নাই। দেখ, আর বাড়াবাড়ি ক'রো না,—এস [ঘাড়ে হাত দিলেন।]

বিনোদ। সরে' যাও—[ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। ও!—তবে নিতান্তই—[ছোরা বাহির করিলেন।] দেখ্‌ছো?

বিনোদ। দাও,—বুকে বসিয়ে দাও।

যজ্ঞেশ্বর। না, তা ক'র্লে চল্‌ছে না। তা ত ক'র্ত্তে আসিনি। [ছোরা পূর্ব্ববৎ রাখিলেন।] আমার দেহের বলই যথেষ্ট। এস—[দৃঢ় মুষ্টিতে হস্ত ধরিলেন।]

বিনোদ। কেউ এল না? শুনেছি, পড়েছি,—বিপৎকালে কেউ যদি না আসে, আকাশ থেকে দেবতারা এসে নারীর ধর্ম্মরক্ষা করে। আমায় সবাই পরিত্যাগ ক'রেছে; আমার কেউ নাই।

যজ্ঞেশ্বর। কেন আমি আছি।

বিনোদ। [সহসা] হাঁ তুমি আছ। আর ভয় নাই, তুমি আছ। আমি তোমার পাশব প্রবৃত্তির বিপক্ষে—তোমারই মহৎ প্রবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছি। আমার প্রাণ নাও—মান রাখ। আমি তোমারই অত্যাচারের বিপক্ষে—তোমারই ধর্ম্মের মনুষ্যত্বের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি। প্রাণ নাও,—মান রাখ। তোমার বিপক্ষে, তুমিই এসে আমার সহায় হও।

যজ্ঞেশ্বর। আমি!

বিনোদ। হাঁ তুমি।—আজ তোমারই মহত্ত্বের দুর্গে আমি আশ্রয় নিলাম। দেখি কেমন ক'রে তুমি আমাকে তাড়াও। পরাজিত, প্রতাড়িত, পরম শত্রুর পাষাণ দুর্গে আশ্রয় নেয়; সে দুর্গও যখন ভেঙ্গে পড়ে, পলাতক নিবিড় অরণ্যে গিয়ে লুকায়; সে অরণ্যও যখন তাকে রক্ষা কর্ত্তে পারে না,—মাতার বক্ষ থেকে টেনে এনে, বিজয়ী যখন শত্রুর বক্ষে প্রতিহিংসার ছুরি বসাতে চায়, তখন তার শেষ আশ্রয়,—তখন তার

শেষ দুর্গ—বিজয়ীর মনুষ্যত্ব। নতজানু হ'য়ে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে, উর্দ্ধমুখে করজোড়ে যখন সেই বন্দী বিজয়ীর ক্ষমা ভিক্ষা করে, তখন সম্মুখীন বিজয়ীর হস্ত থেকে ছোরা আপনি খসে' পড়ে' যায়; তার রক্তবর্ণ চক্ষু জলে ভরে' আসে, তার চক্ষে নরকের জ্বালা নিভে যায়; তার সাধ্য কি, যে আর সে বন্দীর কেশাগ্র স্পর্শ করে। সেই দুর্গে [বসিয়া করযোড়ে] আমি আশ্রয় নিচ্ছি। লৌহদুর্গের চেয়ে দৃঢ়, তীর্থের চেয়ে পবিত্র, মর্ত্ত্যে স্বর্গ—দুর্গের রাজা—এই দুর্গে, তোমার মনুষ্য-হৃদয়ে, আমি আশ্রয় নিচ্ছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা কর।

বজ্রেশ্বর। না, না। তোমার কোন ভয় নাই মা! আমি যাই হই —মানুষ ত। এত উচ্চে তুমি? চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। মা! আমায় পায়ের ধূলা দাও;—আমায় ক্ষমা কর মা!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সদানন্দের গৃহ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

সদানন্দ ও বিনয়।

সদানন্দ। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বিনয়। হাঁ বাবা!

সদানন্দ। নিজের স্ত্রীকে চোর বলে! Somnambulism থেকে insanity এক ধাপ। সুশীলাও গিয়েছে?

বিনয়। হাঁ বাবা! তার মা, তাকে ব'লে যান নাই। সুশীলা যখন জান্তে পার্লে, যে তার বাপ তার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন রাগে তার মুখ রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তার পরই তার বাপকে ব'ল্লে, 'আমিও আসি বাবা!'

সদানন্দ। দেবেন্দ্র কি বল্লে?

বিনয়। কথা কৈলেন না।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য বালিকা এই সুশীলা! এত অবাধ্য! ইংরাজী শিক্ষার ফল।

বিনয়। শিক্ষিতা হ'লেই কি নারী অবাধ্য হয়?

সদানন্দ। দেখ্‌ছি ত।

বিনয়। বিলাতের মহিলারা ত—

সদানন্দ। বিলাতের কথা ধ'রো না বিনয়! তারা পাঁচশত বৎসর ধ'রে শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছে; শিক্ষাই যেন তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই দেখ্‌ছে যে, অন্য সকলেই শিক্ষিতা। কারও গর্ব্ব কর্ব্বার কারণ বিশেষ কিছু নাই। তারা তাই শিক্ষিতা হ'য়েও নম্র। এখানে বি, এ, পাশ ক'র্লেই মেয়েদের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

বিনয়। আপনি কি সুশীলার নিন্দা কচ্ছেন?

সদানন্দ। একটু কর্চ্ছি বৈ কি বাবা! গুরুজনে ভক্তি একটা স্বতঃসিদ্ধ গুণ। যে মেয়ে বাপ-মায়ের কথা শোনে না,—তার ভবিষ্যৎ শুভ নয়।

বিনয়। আমাদের দেশেও কি এরকম বাপের অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে হয় নি?

সদানন্দ। কে?

বিনয়। সতীশিরোমণি সাবিত্রী।—আজও ঘরে ঘরে হিন্দু সতী যার ব্রত করেন।

সদানন্দ। সাবিত্রীর অবাধ্যতার ফলভোগ তিনি ক'রেছিলেন। তিনি বর্ষান্তেই বিধবা হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর চরিত্রবলে সে বিপদ্ পায়ে দ'লে চ'লে গিয়েছিলেন। এঁরা সাবিত্রীর অবাধ্যতাটুকু নিয়েছেন,—চরিত্রবলটুকু পান নাই।

বিনয়। তার কিছু প্রমাণ আছে কি?

সদানন্দ। তুমি কি বিবেচনা কর?

বিনয়। আমি বিবেচনা করি যে, সুশীলার সে চরিত্রবল আছে।

[সদানন্দ হাসিলেন ; পরে কহিলেন]—দেখা যাক্। তার মা কোথায় গিয়েছেন কিছু জান ?

বিনয়। কেউ জানে না কোথায়।

সদানন্দ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেবেন্দ্র আমার সঙ্গে আর কোন বিষয়ে পরামর্শও করে না। আমায় যেন ভয় করে—দেখ্‌লে বিরক্ত হয়, তবু একবার যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাস্তা। কাল—শীতের প্রভাত।

হরি, বিনোদ, শঙ্কর ও নবীন।

গীত।

এবার, হ'য়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজিহে!
এখন, করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজিহে!
আর, মুরগী খাইনা, কেননা পাই না ;
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জানত আমার স্বভাব উদার,
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন, ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো!

আমি, জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো!
আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো!
সে যে, আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
(দেয়)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো!
আহা! এমন কত্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ, সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মি গুলি এ।
ল'য়ে, ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো!
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এমনও বহুত গাধা গো!
তবে, মিছে কেন গোল, বল হরিবোল
(আর) রবেনাক ভব ভাবনা।
দেখ, হরির কৃপায় দশজনে খায়
(তবে) আমরাই কেন খাব না?

হরি। ওহে! আমাদের প্রভুর যে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

বিনোদ। তাই ত! ব্যাপারখানাটা কি?

শঙ্কর। প্রভুর অবস্থাটা একটু বেতর ঠেক্‌ছে।

নবীন। প্রভু হে! ভক্তকে ছেড়ে কোথায় গেলে?

হরি। আহা! নবীনের চক্ষে জলের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে!

নবীন। প্রভু আমাকে একটা চাকরী ক'রে দেবেন বলেছিলেন যে।—প্রভু হে!

হরি। আহা! বেচারী।

বিনোদ। একেবারে হতাশ হ'য়ো না নবীন!

নবীন। না, এবার প্রভুকে রাস্তায় একবার পেলে হয়।

শঙ্কর। কেন কি কর্ব্বে?

নবীন। দু'ঘা দিয়ে দেব।

হরি। কেন হে?—

নবীন। এতটা খোসামোদ, বৃথায় গেল!

বিনোদ। আহা ব্যস্ত হও কেন?—প্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ব্বেনই।

শঙ্কর। হাঁ—প্রভুর লীলা কে বুঝতে পারে?

হাস্য করিতে করিতে কেদারের প্রবেশ।

কেদার। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

বিনোদ। কি কেদারবাবু! হাস্‌ছেন যে?

কেদার। চোপ্‌রাও!—আমায় হাস্‌তে দাও।—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

শঙ্কর। হ'য়েছে কি কেদারবাবু!

কেদার। বাবা! বাধা দিও না ব'ল্‌ছি!—সরকারি রাস্তা। হাস্‌তে দাও। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

নবীন। কিন্তু এরকম—

কেদার। চোপ্‌ রও—টিকটিকির লেজ—ছারপোকার বাচ্ছা, গুব্‌রে পোকার ডিম!—না বাবা, কেন সেধে এসে নিছক গালাগালি

খাও? আমি গালাগালি দেব না ঠিক ক'রেছি। কিন্তু তোদের দেখ্‌লে, গালাগালি না দিয়ে যে থাক্‌তে পারি না।

নবীন। কিন্তু কেদারবাবু! আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

কেদার। হ'য়েছে না কি! তোমাদের—আবার মত, তার আবার পরিবর্ত্তন!—যাও, বিরক্ত ক'রো না বল্‌ছি।—হাঃ, হাঃ, হাঃ! এবার জেলে দিচ্ছি। চাঁদ জেলে চল্লেন। আরে ধিন্‌তা ধিনা, ত্রেকেট্‌ তিনা, ওরে ধিনিতা ধিনা, তিরিকিটি তিনা [নৃত্য]।

বিনোদ। ও কি কেদারবাবু! নাচ্‌চেন যে!

কেদার। ওরে ধিন্‌তা ধিনা—ওরে ত্রেকেট্‌ তিনা। চাঁদ এবার জেলে চলেছেন—ওরে—

শঙ্কর। কে জেলে চলেছেন?

কেদার। কে আবার!—ঐ বেটা আর্স্‌লোর ঠ্যাং, কাঁটালের ভুতুড়ি, ঐ নরাধম গর্ভস্রাব—ঐ! আবার গালাগালি দিয়ে ফেল্লাম। কেদার! ভদ্র হও। গালাগালি দিও না। ভদ্র ভাষায় কথা কও।—বাপুগণ! জেলে চল্লেন শ্রীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বরাবরেষু—জেলে যাচ্ছেন।

নবীন। জেলে!

কেদার। হাঁ, হাঁ, জেলে; জেলে; গারদে, কারাগারে। তাতে যদি জায়গাটার মাহাত্ম্য বাড়ে। বেটা—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

নবীন। কি! কি! কি!

কেদার। না, এখন ব'ল্‌ব না—কিন্তু জেলে যাবার আগে বেটাকে নিজের হাতে দু'ঘা দিয়ে দিতে পার্লাম না, কেবল এই দুঃখ হ'চ্ছে। উঃ! বড় দুঃখ, অত্যন্ত পরিতাপ হচ্ছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু এদিকে বড় মজা!—হাঃ, হাঃ, হাঃ—

নবীন। কি মজা?

কেদার। ওঃ!—বলেই ফেলি,—কিন্তু ব'লতে বারণ ক'রে দিয়েছে যে!

বিনোদ। কে?

কেদার। এই ব'লেই ফেলি; না ব'লবো না।—শোন তবে —এবার হাতে হাতে প্রমাণ—এই, আর একটু হ'লেই ব'লে ফেলেছিলাম আর কি!

শঙ্কর। তা বল্লেনই বা।

কেদার। তাও ত বটে, বল্লামই বা। এবার চাঁদ টের পাবেন। শেষে কিনা বেটা যজ্ঞেশ্বর—এই! ব'লে ফেল্লাম বুঝি! না, ব'ল্‌ব না। —কখন ব'ল্‌ব না।

শঙ্কর। কেন?

কেদার। কিন্তু চেপে রাখ্‌তেও যে পার্চ্ছি না।

বিনোদ। বলুনই না।

কেদার। ওঃ! 'সে ভারি মজা! হাঃ, হাঃ, হাঃ—যজ্ঞেশ্বর! ওঃ! কি মজা—আলমারির ভিতর!—ওঃ! হোঃ, হোঃ, হোঃ—ও বাপ্‌রে! কি মজাই হবে!

নবীন। হবে না কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি। ওরে বাবারে! কথাটা ঠেলে উঠ্‌ছে; আর চেপে ধ'রে থাক্‌তে পার্চ্ছি না। ওরে বাবারে! গেলাম রে! কি মজাই হবে!

সকলে। কি—কি—কি হবে?

কেদার। ও! হুঃ, হুঃ, হুঃ! ক্ষিঃ, ক্ষিঃ, ক্ষিঃ!—এ ত ভারি মস্কিল

হ'লো। কথাটা কি জান? সাক্ষী সব মজুত, আলমারির ভিতর—হাঃ, হাঃ, হাঃ—হোঃ, হোঃ, হোঃ—ও বাবা! আর পারিনে।

হরি। বলি ব্যাপারখানাটা কি?

কেদার। ব'লেই ফেলি; কথাটা হচ্ছে,—বারণ ক'রে দিয়েছে যে।

শঙ্কর। তা দিলেই বা।

কেদার। এবার চাঁদ জেলে—এই, ব'লে ফেলেছিলাম আর কি!

হরি। ব'লেই ফেলুন না!

কেদার। না, পালাই; নইলে নিশ্চয়ই ব'লে ফেল্‌ব!—ফেলি ব'লে,—এবার চাঁদ—ও বাবা! [পলায়ন]

নবীন। পাগল নাকি?

হরি। না হে, লোক ভাল।

বিনোদ। জেল খেটেছে কিনা।

শঙ্কর। হবে না? চাঁদ!

নবীন। কিন্তু প্রভু—

হরি। তুত্তর প্রভু—আর ভাল লাগে না, সরে' পড়—

বিনোদ। দু'ঘা না দিয়ে?

শঙ্কর। সেটা ভাল হয় না; দু'ঘা না দিয়ে সরে' পড়াটা ভাল দেখায় না।

হরি। তবে তাই করা যাক্। চল, চল। [সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—খেয়া ঘাট। কাল—সন্ধ্যা।

সুশীলা ও বিনোদিনী।

বিনোদ। ঘর ছেড়ে এসেছ! ক'রেছ কি!

সুশীলা। আমার ঘর নাই, আমি নিরাশ্রয়।

বিনোদ। কোথায় যাবে?

সুশীলা। জানি না।

বিনোদ। ফিরে এস।

সুশীলা। কোথায়?

বিনোদ। পিতৃগৃহে চল।

সুশীলা। সেখানে আমার স্থান নাই।

বিনোদ। কেন? তিনি পিতা।

সুশীলা। যিনি আমার মাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর বাড়ী আমি—মেয়ে আমি যাব! তাঁর বা দোষ কি? পুরুষজাতির হস্তে নারীজাতির লাঞ্ছনা সেই মান্ধাতার আমল থেকে পুরুষপরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে। বাবার দোষ কি?

বিনোদ। সে কি বোন্—তাঁরাই ত আমাদের খেতে পর্‌তে দেন।

সুশীলা। অনুগ্রহ; চার্‌টি খেতে দেন,—তাই এত অহঙ্কার! এই জাতির দুয়ারে দু'টি অন্নমুষ্টির ভিখারিণী হ'য়ে—নারীর থাকা—লজ্জাও নাই!

বিনোদ। ও রকম কি করে বোন্?—ছি! চল বাড়ী ফিরে চল।

তোমায় খুঁজ্‌তে চারিদিকে লোক ছুটেছে। দেখ দেখি, আমি পর্য্যন্ত তোমার পিছু পিছু ছুটে এসেছি।

সুশীলা। এলে কেন?

বিনোদ। তোমায় বোঝাতে। বিনয়ের কাছে খবর পেলাম যে, তুমি এখানে; তাই বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। আমি তোমার বড় বোন্, আমার কথাটা শোন—বাড়ী ফিরে চল; মেয়েমানুষের অত উদ্ধত হওয়া শোভা পায় না; সে দুর্ব্বল, সে অজ্ঞান—

সুশীলা। তাই পুরুষ তাকে পদাঘাত ক'র্ব্বে!—এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমি দেখাচ্ছি, যে মেয়েমানুষও মানুষ। দু'বেলা দু'টো ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে—পুরুষের দুয়ারেতে পড়ে' থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

বিনোদ। তুমি ছেলেবেলায় ত এরকম ছিলে না। পিতা গুরুজন; শাস্ত্রে আছে শুনেছি যে, পিতা প্রীত হ'লে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন।

সুশীলা। শাস্ত্রের বচন মানি না—তোমায় একশ'বার ব'লেছি। আমি পিতাকে ভক্তি করি, সে প্রবৃত্তি স্বভাবজ। কিন্তু তিনিও যদি লাথি মেরে কন্যাকে তাড়িয়ে দেন, কন্যার মাকে হত্যা করেন, ত কন্যারও একটা আত্মমর্য্যাদা আছে, মনুষ্যত্ব আছে।

বিনোদ। এ যে সব সাহেবী কারখানা। পিতা যাই করুন, তিনি পিতা—শ্রদ্ধেয়।

সুশীলা। আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করি নাই। তিনি লাথি মেরেছেন, আমি নীরব হ'য়ে সহ্য ক'রেছি। কিন্তু মায়ের হত্যা ক্ষমা ক'র্ব্ব না। আর তাঁর আপদ্, তাঁর অভিশাপ, তাঁর গলগ্রহ হ'য়ে—তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে চাই না।

বিনোদ। তার দরকার নাই। বিনয়কে বিবাহ কর।

সুশীলা। না।

বিনোদ। কেন?

সুশীলা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্ত্তে চাই না।

বিনোদ। বিবাহ কর্ব্বে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। কি কর্ব্বে?

সুশীলা। ব্রহ্মচর্য্য—

বিনোদ। পার্ব্বে?

সুশীলা। কেন পার্ব্ব না? তুমি পার, আমি পারি না?

বিনোদ। কিন্তু সমাজ—

সুশীলা। সমাজ হিংস্র পশু,—তার বিধান মানি না।

বিনোদ। মান না মান, বিবাহ কর না কর—ঘরে ফিরে চল।

সুশীলা। না। দিদি! আমায় তুমি বেশ জান। আমি নিজের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ধারণা অনুসারে কাজ ক'রে যাই; কাউকে মানি না।

বিনোদ। ঘরে ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না। যে ঘরে আমার মাতার স্থান নাই, সেখানে তাঁর কন্যারও স্থান নাই। তুমি ফিরে যাও—চারটি চারটি খাও আর সুখে জীবন ধারণ কর—আমি পার্ব্ব না।

বিনোদ। তবে আর কি ক'র্ব্ব বোন্, বিনয় বোঝালে হয় বুঝ্‌তে—

[সুশীলা ব্যঙ্গহাস্য করিলেন।

বিনোদ। তা বিনয় একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তে

অস্বীকৃত।—আমায় এখানে রেখে সে একা নদীর ধারে বেড়াতে গেল। তুমি তোমার রুক্ষ ব্যবহারে তাকে এত চটিয়েছ।

সুশীলা। সব অপরাধ আমার! ব'লে যাও।

বিনোদ। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে না?

সুশীলা। না।

বিনোদ। আপাততঃ কোথায় যাবে?

সুশীলা। চুলোয়—

বিনোদ। তা আমায় ব'ল্‌তেও কি তোমার বাধা আছে? [গদ্‌গদস্বরে] সুশীলা, বোন্‌! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ, নৈলে আমার প্রতি তুমি এত রূঢ় হ'তে পার্ত্তে না। যিনি, হয় ত আত্মহত্যা ক'রেছেন, তিনি আমারও মা ছিলেন,—কিন্তু বাবার মাথা খারাপ হ'য়েছে। আর সহ্য কর্ত্তেই নারীজন্ম। এ ঈশ্বরের বিধান, মাথা পেতে নাও।

সুশীলা। নিতাম, কিন্তু ঈশ্বর যদি নারীকে দুর্ব্বল ক'রে গ'ড়ে থাকেন,—তিনিই আবার পুরুষের হৃদয়ে দুর্ব্বলের জন্য ব্যথা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শুদ্ধ পশুর মত হাত পা দিয়ে গড়েন নি; তাকে বিবেক দিয়েছেন—মনুষ্যত্ব দিয়েছেন। নারীজাতি দুর্ব্বল ব'লে, যে জাতি তাকে কেবল নিজের বিলাসের, সুবিধার, প্রয়োজনের জিনিষমাত্র বিবেচনা ক'রে কিংবা তাকে জাতির একটা আপদ বিবেচনা করে, সে জাতিকে জগতে চিরদিন মাথাগুঁজে থাক্‌তে হবে।

বিনোদ। কিন্তু—

সুশীলা। যাও দিদি! আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে যাও, আমি আপনাকে আপনি রক্ষা কর্ত্তে পারি। এই দেখ,—

[Revolver দেখাইলেন। বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন।]

সুশীলা। যাও দিদি! বাবাকে ব'লো, আমি তাঁর অবাধ্য মেয়ে। আমায় যেন তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু যখন আমায় ঠাকুর্দ্দা ইংরাজী শিক্ষা দিয়েছিলেন, মিল্‌টন্‌, শেলি পড়িয়েছিলেন,—তখন অন্যরূপ প্রত্যাশা করাই তাঁর ভ্রম।

বিনোদ। তবে আসি; কিন্তু আমার কাছে এ বড় খারাপ—বড় বেখাপ ঠেক্‌ছে।—কি করি?

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

সুশীলা। বাড়ী ফিরে যাবো না। পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার ক'র্ব্ব না;—তা যাই হোক। [প্রস্থান।

দস্যুদিগের প্রবেশ।

১ দস্যু। আর ব্যবসা চলে না।

২ দস্যু। ছেড়ে দিতে হয়।

৩ দস্যু। আগে নির্ব্বিঘ্নে, নির্ভয়ে, আগে খবর পাঠিয়ে দিয়ে ডাকাতি করা যেত; এখন—

৪ দস্যু। এখন বাঁয়ে পুলিশ, ডাইনে পুলিশ, ব্যবসা চলে?

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

২ দস্যু। মাথার উপর খাঁড়া ঝুল্‌ছে, আর পেছনে ফাঁস তৈরি—গলার উপর চেপে পড়্‌লেই হ'ল। এতে কি ডাকাতি চলে?

৩ দস্যু। জাত গেল—পেট ভর্‌লো না।

১ দস্যু। এই একমাস ধ'রে সহরে ঘুর্চ্ছি ফির্চ্ছি। কিছু ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না; ব্যবসা মাটি।

সর্দ্দার। ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। ছেড়ে দিয়ে ক'র্ব্বই বা কি?

সর্দ্দার। চাষ।

৩ দস্যু। শেষে চাষ! বল কি সর্দ্দার?

২ দস্যু। ডাকাতের জমকাল ব্যবসা ছেড়ে—গুণ্ডাগিরি ধরেছি—অপমানের চূড়োন্ত; তার উপরে চাষ?

সর্দ্দার। নৈলে পুলিশ শীঘ্রই তোমাদের চ'ষে ফেল্‌বে, কোন ভাবনা নেই।

১ দস্যু। ঐ একটা মেয়েমানুষ না?

২ দস্যু। হাঁ ভদ্রঘরের বোধ হ'চ্ছে।

৩ দস্যু। কিন্তু একা!

৪ দস্যু। গায়ে গহনা।

সকলে। সর্দ্দার লুট।

সর্দ্দার। আমি পালাই।

১ দস্যু। পালাবে কি! মেয়েমানুষ দেখে!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই, ঐ মুখখানি দেখ্‌লে, আমার হাত থেকে ছোরা খুলে পড়ে। আমি পালাই।

২ দস্যু। তুমি নৈলে কি চলে?

সর্দ্দার। বেশ চলে।

৩ দস্যু। এস সর্দ্দার! শিকার পেয়ে—তারপরে—চল সর্দ্দার।

সর্দ্দার। না মেয়েমানুষ লুঠ্‌তে যাব না।

৪ দস্যু। চ'লে এস।

[সর্দ্দারের হাত ধরিল।

সর্দ্দার। তবে কিন্তু, আমি চোখ বুজে থাক্‌ব, দেখ্‌ব না; কাণ

এঁটে থাক্‌ব, তার কথা শুন্‌ব না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে পার্ব্ব না; সে কাজ তোদের কর্ত্তে হবে।

৪ দস্যু। আচ্ছা বেশ। তুমি মেয়েমানুষের অধম!

সর্দ্দার। কি জানি ভাই! বিশ পঁচিশ জোয়ানের গলায় ছুরি বসিয়েছি; নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে দিয়েছি; ঠায় চেয়ে তার যন্ত্রণা দেখেছি; কাণ পেতে তার কান্না শুনেছি। কিন্তু মেয়েমানুষ—ভগবান্ লোহার চেয়ে শক্ত জিনিষ দিয়ে তাদের নরম শরীরখানি গড়েছেন—ছুরি বসে না, হাত থেকে লাঠি প'ড়ে যায়।

৩ দস্যু। কি! থেমে গেলে যে? চেঁচিয়ে কাঁদ।

সর্দ্দার। ইচ্ছা করে কাঁদি; পারি নে। তারে লাথি মেরে-ছিলাম, তাই সে ম'রে যায়। তারপর আর কথা কৈল না, চেঁচালো না; আমার পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌ল—পরে চোখ বুঁজলো—ম'রে গেল।

২ দস্যু। ওর বৌ মরা থেকে ও ঐ রকম হ'য়েছে; নৈলে আগে খুব তেজ ছিল।

১ দস্যু। চল্, চল্, শিকার ফস্কায় বুঝি—আর দেরী করিস্‌নে।

[নিষ্ক্রান্ত।

[সুশীলা নেপথ্যে]। রক্ষা কর, রক্ষা কর—

[কোলাহল। পরে সুশীলাকে ধরিয়া দস্যুদিগের প্রবেশ]।

সুশীলা। কে তোমরা?

সর্দ্দার। তা জেনে লাভ কি মা!

সুশীলা। তোমরা ডাকাত?

সর্দ্দার। ঠিক ধ'রেছ।

সুশীলা। এই নাও—আমার যা আছে। আমায় ছেড়ে দাও!

[বলয় খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।]

সর্দ্দার। না, খুল না, খুল না; অঙ্গের আভরণ খুল না। [বলয় কুড়াইয়া দিলেন] সঙ্গে টাকা থাকে ত দাও।

সুশীলা। এই নাও। [নোট দিলেন।]

সর্দ্দার। তবে ছেড়ে দাও।

১ দস্যু। সে কি! আরও আছে।

সুশীলা। আর নাই।

২ দস্যু। মাইরি! সোনার চাঁদ!—দেখি—[অঞ্চল ধরিয়া টানিল।]

সর্দ্দার। ও কি! ছেড়ে দাও—যেতে দাও।

৩ দস্যু। খুঁজে দেখ—আর কিছু আছে কি না।

সুশীলা। আর কিছুই নাই। ভগবান্ সাক্ষী। [সর্দ্দার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

সুশীলা। ছেড়ে দাও; রক্ষা কর—

৪ দস্যু। দিচ্ছি [ধরিল।]

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর—[সর্দ্দারের পদতলে পড়িল।]

সর্দ্দার। [ফিরিয়া] ছেড়ে দাও। নৈলে এই ছুরি—[ছুরি তুলিল।]

দস্যুগণ। খবর্দ্দার।

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। হুঁসিয়ার—

সর্দ্দার। কে? মরদ? ব্যস্। তবে ফের আমি তোদের দিকে—

[ছোরা উঠাইল।]

বিনয়। সাবধান [রিভল্‌ভার লক্ষ্য করিলেন।]

সর্দ্দার। ওঃ! [বিনয়ের স্কন্ধে ছোরা বসাইল।]

[বিনয় রিভল্‌ভার ছাড়িলেন। সর্দ্দার ভূপতিত হইল। অন্যান্য দস্যু পলায়ন করিল।]

সর্দ্দার। মাপ ক'র মাইজি! লড়েছি—পড়েছি। দুঃখ নাই। ঐ যন্তরটা যদি আমার থাক্‌তো।—তা যাক্, মরদের সঙ্গে লড়েছি, পড়েছি। —ব্যস্। [মৃত্যু।]

বিনয়। ওঃ [বসিয়া পড়িয়া নিজের ক্ষত চাপিয়া ধরিলেন] বাড়ী যাও সুশীলা! চল আমি নিয়ে রেখে আসি—[উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পড়িয়া গেলেন] বাড়ী যাও।

সুশীলা। কোন্ জায়গায় মেরেছে?—[পরীক্ষা করিয়া] এই যে— বিনয়!

বিনয়। বাড়ী যাও।

সুশীলা। তোমাকে এখানে একা রেখে?—বিনয়! আমি মেয়েমানুষ হলেও মানুষ। দেখি,—কোথায় লেগেছে? [পরীক্ষানন্তর নিজের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিলেন।]

বিনয়। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

সুশীলা। তোমায় ছেড়ে আমি যাব না।

বিনয়। যাও বল্‌ছি। এই যে কেদারবাবু!

কেদারের প্রবেশ।

কেদার। এ সব কি?

বিনয়। সুশীলাকে নিয়ে যান।

কেদার। কেন?—এ কি!—এ কে?—তুমি প'ড়ে কেন?—সুশীলা! তুমি এখানে!

বিনয়। এখানে একটা হত্যা হ'য়ে গিয়েছে। সুশীলাকে নিয়ে যান।—ঐ পুলিশ আস্‌ছে।

কেদার। এলেই বা।

বিনয়। হত্যা হয়েছে,—পুলিশ সুশীলাকেও এই ব্যাপারে জড়াবে।—ঐ পুলিশ—এসে পড়্‌লো। শীঘ্র যান।

কেদার। কিন্তু হত্যা করেছে কে?

বিনয়। আমি!

কেদার। তুমি!

বিনয়। হাঁ আমি।

সুশীলা। না কেদারবাবু! আমি হত্যা করেছি; এই পিস্তল দিয়ে—

কেদার। অসম্ভব।—কে হত্যা করেছে, তা আমি জানিনা, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ—অসম্ভব। আমি সে কথা ভাব্‌তেও চাই না। যা অসম্ভব, তা ভেবে কি হবে।

বিনয়। না কেদারবাবু! হত্যা আমি করেছি সত্য—দস্যুর হাত থেকে সুশীলাকে বাঁচাতে। এর জন্য আমার ফাঁসি হ'তে পারে—

কেদার। পারে না কি? তবে ত দেখাই যাচ্ছে যে, এ হত্যা আমি করেছি। ফাঁসি যাওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। তুমি পার্ব্বে না। এ হত্যা আমি করেছি।

বিনয়। কি বল্‌ছেন কেদারবাবু! সুশীলাকে নিয়ে যান।

সুশীলা। আমি যাবো না।

বিনয়। নহিলে পুলিশ তোমাকে এ ব্যাপারে জড়াবে।

সুশীলা। জড়াক্।

কেদার। সত্য। মা সুশীলা। এস তোমায় রেখে আসি।—কিন্তু মনে রেখো বিনয়! যে এ হত্যা আমি করেছি। এসো, চ মা!—

সুশীলা। আমার রক্ষাকর্ত্তাকে ছেড়ে আমি এক পাও যাব না।

বিনয়। জেলে যাবে?

সুশীলা। জেলে যাব।

বিনয়। যাও বল্‌ছি।

কেদার। এস মা।

সুশীলা। আমি যাব না।

কেদার। এই সদানন্দবাবু!—

সদানন্দের প্রবেশ।

কেদার। সুশীলা যাচ্ছে না।

সদানন্দ। যাও মা! বিনয়ের জন্য তোমার কোন ভয় নাই—যদি ধর্ম্ম থাকে। আমি দূর থেকে সব দেখেছি।

সুশীলা। আমি যাব না।

সদানন্দ। তুমি এখানে কি কর্বে মা?

সুশীলা। জানি না।

সদানন্দ। মা সুশীলা! বিনয় আমার পুত্র। ওকে রক্ষা কর্ব্বার ভার আমি নিচ্ছি।

কেদার। শুন্‌লে না? সদানন্দবাবু হলফ করে বল্‌ছেন যে—বিনয় ওঁর পুত্র। আর আমিও হলফ ক'রে বল্‌ছি যে—আমি তোমার পুত্র। নৈলে, তোমার প্রতি আমার এত স্নেহ এলো কোথা থেকে মা!

সদানন্দ। যাও কেদার! সুশীলাকে নিয়ে যাও।

কেদার। এস মা! আমি বল্‌ছি।

[কেদারের সহিত সুশীলার প্রস্থান।

সদানন্দ। [অগ্রসর হইয়া] আঘাত কি গুরুতর বিনয়?

বিনয়। বিশেষ নয়—ঐ পুলিশ আস্‌ছে।

পুলিশের প্রবেশ।

জমাদার। কোথায় লাশ?

সদানন্দ। ঐ যে।

জমাদার। কে খুন করেছে?

বিনয়। আমি।

জমাদার। পাক্‌ড়ো। [সিপাহীগণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।]

সদানন্দ। জমাদার সাহেব! আমি থানায় ওর সঙ্গে যাব। আমি ওর জামিন হব।

জমাদার। আপনি কে?

সদানন্দ। আমি ওর পিতা।

জমাদার। দুঃখের বিষয়, কিন্তু এ খুন!

সদানন্দ। তার জন্য কোন বাধা হবে না। আমি ভারি জামিন দেব।

জমাদার। কত দিতে পার্ব্বেন?

সদানন্দ। এক লক্ষ টাকা। তোমার কাছে থেকে এখনই একে খালাস ক'রে নিয়ে যেতে পার্ত্তাম। বোধ হয় ১০০০৲ টাকাও দিতে হ'ত না। তুমি "সন্ধান পাওয়া গেল না" ব'লে লিখি দিতে। কিন্তু তা দেব না। আমার পুত্রের বিচার হোক্। ন্যায় বিচারে যদি তার ফাঁসি

হয়, আমি তাকে নিজে গিয়ে ফাঁসিকাঠে উঠিয়ে দিয়ে, নিজে তার গলায় ফাঁস দিয়ে আস্‌ব।

জমাদার। কি ব'ল্‌ছেন মহাশয়! আপনি এঁর পিতা।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন—জমাদার সাহেব! আমার এই এক পুত্র। কিন্তু আমার যদি শত পুত্র থাকৃত, আর তাদের প্রত্যেকের এই রকম ফাঁসি হ'ত, ত আমি তাদের অন্য রকম মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তাম না। ওঃ, আজ আমার মত রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেতে পারে কে? এ হেন পুত্র কার? বিনয়! বাবা! আমার মুখ রেখেছিস্‌। আমার চোখে জল আস্‌ছে, দুঃখে নয়—গর্ব্বে। ধন্য আমি—এ হেন পুত্রের গৌরব ক'র্ত্তে পারি—ধন্য আমি—যে এই শিক্ষা দিয়েছি। সাবাস্‌ বেটা! চল জমাদার সাহেব। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।
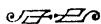
প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত।

দেবেন্দ্র ও সদানন্দ।

দেবেন্দ্র। পৈতৃক ভিটে বিক্রয় ক'রেছি, এখন পৈতৃক ঘটিবাটি বিক্রয় ক'র্ব্ব! তার পর এক কৌপীন প'রে রাস্তা দিয়ে বেরুব। বম্ ভোলানাথ!

সদানন্দ। কি ক'চ্ছ দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। কিছু না; এই যে তোমরা এসেছো—এস।

ক্রেতৃগণের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। আর কৈ? আচ্ছা এতেই হবে। ডাক—আগে এই খাট,—কত দেবে?

সদানন্দ। ক'চ্ছ কি?—পৈতৃক সম্পত্তি।

দেবেন্দ্র। পৈতৃক সম্পত্তির চেয়ে আমার কাছে পৈতৃক ঋণ পবিত্র জিনিষ!—কে ডাক্‌বে?

১ ব্যক্তি। একটাকা।

২ ব্যক্তি। দু' টাকা।

৩ ব্যক্তি। সাড়ে তিন টাকা।

২ ব্যক্তি। চার টাকা।

দেবেন্দ্র। চার টাকা, চার টাকা, চার টাকা, এক।

১ ব্যক্তি। পাঁচ টাকা।

দেবেন্দ্র। পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই।

সদানন্দ। দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। যাও—বিরক্ত ক'রো না।—পাঁচ টাকা এক, পাঁচ টাকা দুই—

সদানন্দ। পঞ্চাশ টাকা; আমি ডাক্‌লাম। মহাশয়গণ! আপনারা বেরিয়ে যান। এখান থেকে একগাছি খড়ও সরাতে দিচ্ছি না—যিনি যতই ডাকুন।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ। তুমি বেরিয়ে যাও।

সদানন্দ। কেন যাবো। তুমি নিলাম কর, আমি ডাক্‌ব।—এই যে উপেন্দ্র বাবু।

উপেন্দ্র ও অন্যান্য ক্রেতার প্রবেশ।

সদানন্দ। আপনিও ডাক্‌বেন নাকি?

উপেন্দ্র। তুমি পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রয় ক'চ্ছ?

দেবেন্দ্র। কর্চ্ছি বৈকি,—ডাক্‌বে দাদা?

উপেন্দ্র। হাঁ ঐ আলমারিটা—

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, ডাক।—না, একলাটে এই সমস্ত নিলাম ক'র্ব্ব। এই খাট, আলমারি, বাসন কুশন—কে ডাক্‌বে? ডাক।

উপেন্দ্র। একলাটে?

দেবেন্দ্র। হাঁ, একলাটে।—বম্ ভোলানাথ!

উপেন্দ্র। না শোন—ছোট ভাইটি আমার!

দেবেন্দ্র। না—একলাটে—পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু একেবারে যাক্। দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন? এক কোপ। ডাক।

উপেন্দ্র। তবে তাই—কি কর্ব্ব? পৈতৃক সম্পত্তি, বাইরে যেতেই বা দেই কেমন ক'রে?—হরি হে! তুমিই সত্য।

দেবেন্দ্র। ডাক দাদা!

উপেন্দ্র। ডাকি,—কি করি? ১০ টাকা।

১ম ব্যক্তি। ১৫ টাকা।

২য় ব্যক্তি। ২০ টাকা।

উপেন্দ্র। ৩০ টাকা।

৩য় ব্যক্তি। ৫০ টাকা।

উপেন্দ্র। আঃ—৬৫ টাকা।

১ম ব্যক্তি। ৮০ টাকা।

উপেন্দ্র। ৯০৲।

১ম ব্যক্তি। ১০০৲।

২য় ব্যক্তি। ১০৫৲।

উপেন্দ্র। ১১০৲।

সদানন্দ। দু'শো।

উপেন্দ্র। তুমিও ডাক্‌বে সদানন্দ!

সদানন্দ। নিশ্চয়,—দু'শো।

উপেন্দ্র। ২০৫৲।

সদানন্দ। ৫০০৲।

উপেন্দ্র। ৬০০৲।

সদানন্দ । হাজার ।

উপেন্দ্র । দেড় হাজার ।

সদানন্দ । দু'হাজার ।

উপেন্দ্র । আড়াই হাজার ।

সদানন্দ । পাঁচ হাজার ।

উপেন্দ্র । সাড়ে পাঁচ হাজার ।

লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কেদারের প্রবেশ ।

কেদার । হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ ।—দশ হাজার ।

দেবেন্দ্র । কেদার !—এসো ভাই ।

কেদার । [লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে] ডাক উপেন্দ্রবাবু!—এই সেই আলমারি । চাবি কৈ—হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ, হুঁ, দশ হাজার । কি ?—এঃ !—ডাক্‌তে ডাক্‌তে থেমে গেলে কেন ?—এ আলমারি দিচ্ছিনে ; দশ হাজার টাকা ।

উপেন্দ্র । এ আলমারি নিয়ে আপনি কি ক'র্ব্বেন কেদারবাবু!

কেদার । তোমায় জেল খাটাবো । আমি একবার খেটে এলাম, তুমি একবার খাটো ।

সদানন্দ । ব্যাপারখানাটা কি কেদার ?

কেদার । ব'ল্‌ছি ।—এই যে—যজ্ঞেশ্বর ।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ ।

কেদার । এই আলমারি ত ?

যজ্ঞেশ্বর । হাঁ, এই আলমারি—চাবি—দেবেন্দ্রবাবু !

দেবেন্দ্র । চাবি কেন ?

কেদার। চাবি বার কর। চাবি—হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ, হুঁ!—আলমারি দেখে নেব।

দেবেন্দ্র। এই নাও—[কেদারকে চাবি দিলেন।]

কেদার। খোল যজ্ঞেশ্বর বাবু! [চাবি দিলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। [আলমারি খুলিতে লাগিলেন ও কেদার চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।]

যজ্ঞেশ্বর। [ভিতর হইতে উইল বাহির করিয়া খুলিয়া] এই সেই উইল।

দেবেন্দ্র। কোন্ উইল?

যজ্ঞেশ্বর। আপনার পিতার প্রকৃত উইল।

দেবেন্দ্র। তবে সে উইল?

যজ্ঞেশ্বর। জাল।—ইনি জাল ক'রেছেন—আমার সাক্ষাতে।

কেদার। [উপেন্দ্রের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া] চন্দ্রবদন!

[উপেন্দ্র যজ্ঞেশ্বরের হস্ত হইতে উইল ছিনাইয়া লইতে গেলে, কেদার যষ্টি দেখাইয়া মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন]—'চোপ রও'।

দেবেন্দ্র। দাদা!

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ। উপেন্দ্র!—আশ্চর্য্য হচ্ছ?—আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। চিরদিনের পাষণ্ড—একদিনে ধার্ম্মিক হবে! তা হয় না। তবে আমি মায়ের প্রসাদ পেয়েছি। ধন্য হয়েছি।

কেদার। দোয়াত কলম কাগজ দাও,—শীঘ্র, শীঘ্র।—

সদানন্দ। কেন?

কেদার। জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল। দেবেন্দ্র! তোমার বাড়ীতে দোয়াত কলম নেই?

দেবেন্দ্র। ঐ যে।

কেদার। তাইত!—এই যে রোস! [দোয়াত কলম কাগজ লইয়া] রোস, লিখে রাখি। কি জানি, রাগের মাথায় পাছে আবার কোন সময় ভুলে যাই। লিখে রাখি—[লিখিতে লিখিতে] এই দীর্ঘ ঈ, 'শ'য়ে বফলা আর 'র' স্বরের 'অ' ছএ একার 'ছে' আর দন্ত্য ন।—'ঈশ্বর আছেন'। যাক্, লিখে রেখেছি—আর কোন ভয় নেই; এই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিলাম। [তদ্রূপ করিয়া সহসা জানু পাতিয়া করজোড়ে] ভগবান্! যদি রাগের মাথায় কখন ব'লে থাকি যে তুমি নাই, মাফ ক'রো।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য মানুষ!

কেদার। আমি নাচ্‌বো।

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি!

কেদার। তাও ত বটে, নাচ্‌বে কি কেদার? কেদার! সভ্য হও—নেচ না

সদানন্দ। না কেদার! সভ্য হ'য়ো না। বড় খাঁটি জিনিষ আছে। আগে এই রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচ্যার্যি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সঙ্ঘাতে তা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে। তারই দুই এক টুক্‌রো এখানে ওখানে প'ড়ে আছে। এই পুরাণো ভট্টাচার্য্যি চাল বজায় রেখ। এ জিনিষ ভারতের নিজস্ব। পায়ে চটি জুতো, পরণে সাদা ধুতি—শরীরে বল—মনে স্ফূর্ত্তি—মুখে সারল্যের জ্যোতিঃ—এ আর কোনও দেশে নাই।

কেদার। তবে নাচি।—আলমারি তুমিই ধন্য। খাসা আলমারি!

দেখি,—ও বাবা! খোপরের ভিতরে আর একটা খোপর! দেখি,—এ আবার কি! [নোটের তাড়া বাহির করিলেন] এ কি!—হাঁ যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর। তা ত জানি না।

দেবেন্দ্র। দেখি—[লইয়া খুলিলেন] এ কি! চুরি যায় নি ত!—[নোটের তাড়া হস্ত হইতে ভূপতিত হইল।]

সদানন্দ। ও কি দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। গৃহিণী! মানদা! [দেওয়ালে হাতের উপর মাথা রাখিলেন।]

সদানন্দ। কি হয়েছে? দেবেন্দ্র!

দেবেন্দ্র। সেই পাঁচ হাজার টাকা। আমায় ভিতরে নিয়ে চল সদানন্দ! চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি।

[সদানন্দ দেবেন্দ্রকে ভিতরে লইয়া গেলেন।]

উপেন্দ্র। তোমার এই কাজ যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর। আমার এই কাজ উপেন্দ্র! আশ্চর্য্য হচ্ছ? আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। চিরদিনের পাষণ্ড আমি—একদিনে উদ্ধার হ'য়ে যাব! তা কি হয়?—কিন্তু কি আশ্চর্য্য উপেন্দ্র! মায়ের প্রসাদ পেয়েছি! সে দিন মনে পড়ে উপেন্দ্র! সেই দিন!—যে দিন মায়ের দীন, মলিন, ধূলি-ধূসরিত মাতৃমূর্ত্তি এসে,—হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে স্বর্গের কবাট খুলে দিল! মনে হ'ল, যেন বিশ্বজননী স্বয়ং নেমে এসে—আমার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে, করজোড়ে, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, পীড়িত সতীত্বের রক্ষার জন্য আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি চিরকালের পাষণ্ড—উদ্ধার হ'য়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কোনও আশা নাই জেন।

কেদার। কিছু না—

যজ্ঞেশ্বর। আমি পাষণ্ড,—তুমি তার উপরে ভণ্ড। তুমি তোমার পাপরাশি ঢাক্‌বার জন্য, ঈশ্বরের পবিত্র নাম—যে নাম ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার বারি, পীড়ার ঔষধ, প্রবাসে বন্ধু, মরণে সঙ্গী—সেই নাম পথে পথে বিক্রয় ক'রেছ। তার উপর, নিজের ভাইঝিকে—মাকে—সেই দিনই তুমি, মা ব'লে ডেকেছিলে—নিজের মাকে, আমার ব্যভিচারের কামাগ্নিতে আহুতি দিয়েছ।

কেদার। কে? কাকে?

যজ্ঞেশ্বর। নীচ স্বার্থের জন্য—তুচ্ছ পাঁচ হাজার টাকার জন্য তুমি নিজের ভাইঝি—যে ভাইঝি বিশ্বাস ক'রে—বাপের ভাইকে বিশ্বাস কর্ব্বে না ত কাকে কর্ব্বে? বিশ্বাস ক'রে—তোমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে তুমি টাকার জন্য আমার কামালিঙ্গনে ছেড়ে চ'লে এসেছ।

কেদার। [উপেন্দ্রের গলদেশ ধরিয়া] পাষণ্ড! তবে তোমার আর নিষ্কৃতি নাই। শুধু উইল জাল হ'লেও—তোমায় ছেড়ে দেওয়া যেত, কিন্তু তোমার মত বদমাইশ—যদি বিনা সাজায় নিষ্কৃতি পায়, তা হ'লে সংসার একদিনে উল্টে যাবে। আমি যজ্ঞেশ্বরকে মেরে—জেলঘর ক'রে এসেছি, এবার তোমার পালা, চল।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দেবেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—সায়াহ্ন।

বিনয় ও সুশীলা।

বিনয়। তবে নাকি ব'লেছিলে বিবাহ ক'র্ব্বে না!

সুশীলা। ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম এ স্বর্গ। তা দেখ্‌ছি এ স্বর্গ নয়।—জান্তাম না, যে পুরুষজাতির শিকাররূপে দয়াময় নারীজাতিকে তৈরি করেছিলেন।

বিনয়। কি রকম?

সুশীলা। এ সংসার অরণ্যে নারীজাতি মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর মত বিচরণ কর্চ্ছে।—হা রে নারী! দাসত্ব কর্ত্তেই তোমার জন্ম—প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর, পরে পুত্রের; কোন শক্তি নাই।

বিনয়। কোন শক্তি নাই! পুরুষের অন্ধশক্তি—চালাচ্ছে এই নারী। নারীর অপমানে—কৌরবের সর্ব্বনাশ, নারীর অভিশাপে—লঙ্কার ধ্বংস, নারীর কটাক্ষে—দৈত্যের পরাজয়।

সুশীলা। পুরুষের অনুগ্রহ। দুঃখের সেরা দুঃখ এই যে—এই পুরুষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে নারীর জীবন ধারণ ক'র্ত্তে হয়।

বিনয়। কিন্তু তাতে পুরুষের অপরাধ কি?

সুশীলা। না, তার অপরাধ কি? ঈশ্বর নারীকে পুরুষের খাদ্য ক'রে তৈরি করেছিলেন, পুরুষ কর্ব্বে কি? ঈশ্বরের এই অবিচারের সে যথাসাধ্য প্রতিকার ক'র্চ্ছে। সে তাকে মান দিয়েছে,—গৃহলক্ষ্মী ক'রে রেখেছে, পুরুষের অসীম অনুগ্রহ।

বিনয়। অনুগ্রহ!

সুশীলা। তা বৈ কি।—এই যে বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি—যা এতদিন নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার ব'লে ভাবতাম—দেখ্‌ছি যে তা পুরুষ নারীকে হিংস্র লোলুপ পুরুষের কাছ থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ক'রেছিল। এখন দেখ্‌ছি যে—এগুলো একেবারে কুসংস্কার নয়। পুরুষ যতদিন নীচ, লম্পট, ব্যভিচারী, সমাজ যতদিন অধঃপতিত, ততদিন নারীর রক্ষার জন্য এ সব চাই। কারণ, নারী শক্তিহীন।

বিনয়। পুরুষ যদি এতই অধম, তবে বিবাহ কর্লে কেন?

সুশীলা। এ কি বিবাহ?—এক পুরুষের ঘরে নারীর আশ্রয় গ্রহণ। সেই পুরুষের হুকুম শুনবে, তার দাসীপনা ক'র্ব্বে; বিনিময়ে—পুরুষ তাকে খেতে পর্ত্তে দেবে।—এ বিবাহ?—না জঘন্য দাসত্ব।

বিনয়। তবে প্রকৃত বিবাহ কাকে বলে?

সুশীলা। পুরুষ আর নারী যদি সমকক্ষ হ'ত, যদি বিবাহ পুরুষের বিলাস আর নারীর প্রয়োজন না হ'ত, যদি কাম সে রাজ্যের রাজা না হ'য়ে—প্রেম রাজা হ'ত, যদি—

বিনয়। সে কি রকম?

সুশীলা। আমি চাই—বিশুদ্ধ ভালবাসা—নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নির্ম্মুক্ত প্রেম। সে প্রেমে উদ্বেগ নাই, অসূয়া নাই, সন্দেহ নাই, উচ্ছ্বাস নাই—বিরহ নাই। আকাশের মত স্বচ্ছ, মৃত্যুর মত স্থির। তুমি থাকতে মঙ্গল গ্রহে, আমি থাক্‌তাম বৃহস্পতি গ্রহে, আর দুইয়ের মাঝখানে চিরকাল থাক্‌তো—এক অশ্রান্ত ঝঙ্কার।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। এখন আমাদের কঠিন মর্ত্ত্যভূমে নেমে এস। যা হবার

নয়, তা ভেবে কি হবে? সংসার সুখে দুঃখে গড়া ব'লেই এত মধুর। আলোকে-অন্ধকারে, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে, সুখে-দুঃখে পৃথিবী তৈরি ব'লেই তাকে এত ভালবাসি, তাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।—এখন এস, খাবে এস।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

শশব্যস্তে কেদারের প্রবেশ।

কেদার। কৈ মা!—এখানেও ত কেউ নেই! আমি গান শোনাবো ব'লে সদানন্দের দল পাকড়াও ক'রে আন্‌লাম। না, তা হচ্ছে না। সে গানটা শোনাবোই। কি গানই বেঁধেছে সদানন্দ!—'চির জীব সুখিনী'—কি, তার পর?—'বঙ্গ রমণী'—তার পর একটা 'প্রবরা' আছে।—দুত্তর্!—স্মরণশক্তি কিচ্ছু নেই। বুদ্ধিও যে বেশী আছে ব'লে বোধ হয় না।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। দরকার নাই।—তোমার মহৎ হৃদয়ের গুণে পৃথিবী জয় ক'রেছ কেদার! পুরাণে অনেক চরিত্র প'ড়েছি, ইতিহাসও অনেক ঘেঁটেছি, কিন্তু এ রকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখি নি।

দেবেন্দ্রের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। কৈ সদানন্দ!—তোমার দল কৈ?

সদানন্দ। নীচে।

দেবেন্দ্র। তবে তাদের ডাক। আমি সেই গানটা আজ মেয়েদের শোনাব!

সদানন্দের প্রস্থান ও বালকগণের সহিত প্রবেশ।

গীত।

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুল-প্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুর কোকিলমৃদুস্বরা রে।
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত ভুবন বিজয়ীনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।
শিশির-স্নিগ্ধমেদুরা, কিশলয়-পেলব বামা,
অপরাজিতা-নম্রা, নবনীল-নীরদ-শ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে ;
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী, সহিষ্ণু সম এ ধরা রে ;
দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রী সীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মর দৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।
কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি' নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।
জীব প্রেম ভরিত হৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্র চরিতে,—বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালো রূপে অমরা রে।
হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে—পঙ্কপতিত চন্দ্রহাসি—
পরবশীরমণী দস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী— ;
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—জেলখানা। কাল—সায়াহ্ন।

উপেন্দ্র একাকী।

উপেন্দ্র। আমি ত সব ছেড়ে এসেছি, তবু সে আমার পিছনে পিছনে ফেরে কেন? আমি জেলে এসেছি—তবু যে ছাড়ে না! আমি ঘানি ঘোরাচ্ছি—আর যেন সে চাবুকে আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! আমার হৃদয়ের সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় ব'য়ে যায়, তখন তার বিরাট উচ্ছ্বাস হৃদয়ে ওঠে—হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে! আর কেউ নেই যে, তাকে বুকে ক'রে নেয়। আমার অন্তর মধ্যে নিজেই কেঁপে উঠি। মনঃপীড়া, মনের মধ্যেই গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে নেমে যায়। কতদিনে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে ভগবান্!—কতদিন, কতদিন?

জেলারের প্রবেশ।

জেলার। দুই বৎসর।

উপেন্দ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ, জেলারবাবু! আমার পাপ যদি জান্তে—দু'বৎসর কি? দু'শো বৎসরেও তা সব পুড়ে যায় না। আমি কি ক'রেছি জান?

জেলার। তা আর জানিনে?—জাল।

উপেন্দ্র। হাঃ, হাঃ, হাঃ! কেবল ঐটুকু জান বুঝি জেলারবাবু!—হাঃ, হাঃ, হাঃ, সরলা বালাকে মজিইছি, সরল ভাইকে ঠকিয়েছি, রক্তের সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছি,—তাকে না খাইয়ে মেরেছি। সে শীতে মরেনি জেলারবাবু!—শীতে মরেনি। না খেয়ে মরেছে।

জেলার। কে?

উপেন্দ্র। আমার স্ত্রী। সে উইলের কথা জান্ত, তাকে বিষ খাইয়ে মেরিছি।—রাত্রিকালে কি দেখি, জান জেলারবাবু—

জেলার। কি?

উপেন্দ্র। দেখি, তারা সব আমার মাথার শিওরে দাঁড়িয়ে, হেঁট হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে আছে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে! তার উপরে, পাপের সেরা পাপ যে, ঈশ্বরের পবিত্র নাম দিয়ে, আমার এই পাপরাশি ঢেকেছি। ওঃ! আমার কি হবে জেলারবাবু?

[জেলার অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন।]

উপেন্দ্র। আমি একা। একটা কুলী মজুরের সঙ্গে কথা কৈতে পেলেও বাঁচি, তাও পাই না। আমি নিজে থেকে—নিজে পালাতে চাই—ছুটেছি, হাউয়ের মত, রেলগাড়ির মত, ঝড়ের মত, ছুটেছি; কোথায়?—জানি না। পালাতে চাই—পালাতে চাই।—ইচ্ছা করে, চব্বিশ ঘণ্টা ঘানি ঘোরাই। শরীর পারে না। ওঃ—আর কতদিন? প্রভু!—কতদিন?—এই যে দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র!—

দেবেন্দ্রের প্রবেশ।

দেবেন্দ্র। দাদা! দাদা!— [পদতলে পড়িলেন।]

উপেন্দ্র। আমায় ক্ষমা কর দেবেন্দ্র! আমি যা ক'রেছি—বাহিরের আলোকে এতদিন যা বুঝিনি, কারাগারে—একদিন অন্ধকারে—তা বুঝেছি। পাপীর এই তীর্থস্থান—

সদানন্দ ও কেদারের প্রবেশ।

কেদার। ঈশ্বর আছেন, সমস্যা।

সদানন্দ। ঈশ্বর আছেন—এই নিয়ে যে তোমার সমস্ত জীবনটা কেটে গেল।

কেদার। না, আর কোন সন্দেহ নাই। যদি কখনও মনের ক্ষোভে ব'লে থাকি যে, তুমি নেই—ক্ষমা ক'রো দেব! তুমি আছ, প্রমাণ—[উপেন্দ্রকে দেখাইলেন।]

সদানন্দ। কেদার! পীড়িতের দুঃখ দেখে আনন্দ হয় কি?

কেদার। হাঁ, যদি সে পাষণ্ড হয়।

সদানন্দ। আমার ত দুঃখ হয়—সে যত বড় পাষণ্ডই হোক্ না কেন,—দুঃখ হয়।

কেদার। আমার ত হয় না। দস্তুরমত আনন্দ হয়; নাচ্‌তে ইচ্ছা করে। আমি নাচ্‌বো।

সদানন্দ। নাচ্‌বে কি!—

কেদার। তাওত বটে। নাচ্‌বো কি? কেদার! সভ্য হও। নেচ না, সভ্য হও।

উপেন্দ্র। কেদারবাবু! ঋষি সংসারে কেউ থাকে, ত আপনি। নিজের জন্য কখন ভাবেন নি; পরের জন্যই ভেবেছেন। আমি আপনাকে এতদিন চিন্‌তে পারি নি!—আমার শত অপরাধ। আমায় ক্ষমা কর।

কেদার। সে কি উপেন্দ্র?

দেবেন্দ্র। দাদাকে ক্ষমা কর—কেদার!

কেদার। সে কি! আমি ক্ষমা কর্ব্ব কি? আমি কে?

উপেন্দ্র। আমার এই মূর্ত্তি দেখ। আমার মনের ভিতর—এরও চেয়ে ভয়ানক! এ অন্ধকারের চেয়ে সে অন্ধকার ঘন। এ শাস্তির চেয়ে সে শাস্তি কঠোর। আমি রাত্রিকালে ঘুমোতে ঘুমোতে শিউরে উঠি, কি ক'রেছি, কি ক'রেছি! ক্ষমা কর—ভাই! [কেদারের পদতলে পড়িলেন।]

দেবেন্দ্র। [রোদন সংবরণ করিয়া] কেদার! —

কেদার। উপেন্দ্র!—তোমার ভাই তোমার জন্য কাঁদ্‌ছে; তাই আজ আমারও চক্ষে জল। নৈলে—তোমার মত পাষণ্ডের জন্য—না কেদার! কি ব'ল্‌ছো? আজ সুখের দিনে ক্রোধ, বিদ্বেষ, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও। উপেন! ভাই! তোমার এই ম্লানমুখ দেখ্‌ছি—আর ইচ্ছা কচ্ছে, যে তোমার জন্য আমি জেল খাটি—তুমি বেরিয়ে যাও। তা হয় না?

সদানন্দ। কেদার!—পুরাণে মহর্ষিদের কথা পড়েছ;—তাঁরা কি তোমার চেয়েও বড় ছিলেন?

উপেন্দ্র। কেদার! আর আমার দুঃখ কি? তোমরা আমায় ক্ষমা ক'রেছ। হাস্যমুখে জেল খাটব। দেবেন্দ্র, ভাই! আমার সমস্ত বিষয় তোমার—তার চেয়ে অধিক, আমার হৃদয়, তোমার—যাও, বাড়ী ফিরে যাও—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও!

দেবেন্দ্র। [হাসিয়া] সুখী! আমি!—ঈশ্বর এত অবিচার কর্ব্বেন!

সদানন্দ। জানি ভাই! তোমার এ সম্বন্ধেও অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু সব সুখের সঙ্গেই দুঃখ জড়িত! অন্তিমে ত্রুটিহীন বিশুদ্ধ শুভ্র সুখ-পরিণাম নাটকের বাহিরে দেখা যায় না। সংসার রঙ্গমঞ্চ নয়।

দেবেন্দ্র। সদানন্দ! কেদার! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে ভুল্‌ব না। কিন্তু আমার জীবনও আর বেশী দিন নাই। আর আমি বাঁচতে চাইও না; আমি আমার গৃহিণীর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে—সেই দিকে চেয়ে আছি। জীবনে সে কেবল দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য ক'রে গেল—আর আমি সম্পদ্ ভোগ ক'র্ব্ব!—এ কখন হয়?

কেদার। কেন? বৌদিদিও তোমার সঙ্গে সম্পদ্ ভোগ ক'র্ব্বেন।

দেবেন্দ্র। বৌদিদি! তিনি কি আর এ পৃথিবীতে আছেন'? আমিই তাঁকে মেরেছি।

কেদার। তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন—আর আমারই বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। সেকি! সত্য—সত্য কথা? কেদার!

কেদার। আমি কি মিথ্যা কথা বল্লাম? এ কি তামাসার কথা. তিনি আত্মহত্যা ক'র্ত্তে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁকে বুঝিয়ে পিত্রালয়ে পৌছে দিয়ে আসি; তারপর, সেখান থেকে এসে তিনি এখন আমার বাড়ীতে আছেন।

দেবেন্দ্র। কেদার! কেদার! তুমি আমার কে?

কেদার। আমি তোমার ভাই।

উপেন্দ্র। ভাই! না, ভাই কি এত বড় হ'তে পারে?

কেদার। ভাই এর চেয়েও বড়। তবে তুমি—ভাইয়ের গৌরব রক্ষা ক'র্ত্তে পার নাই বটে।

জেলারের প্রবেশ।

জেলার। মহাশয়গণ! সময় অতীত হয়েছে, বাহিরে আসুন।

দেবেন্দ্র। দাদা! পায়ের ধূলি দাও! [প্রণাম]

উপেন্দ্র। সুখী হও।

[উপেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান]।

যবনিকা।